ঘরে-বাইরে 7 রাতে ঘন ঘন প্রস্রাবের কারণ ...
ঝাড়খন্ড 5 চালকদের শ্রীকৃষ্ণের ..
সম্পাদকীয় 4 মিয়ানমার ভেঙে কি.
গাজার সবচেয়ে সুন্দর এক...

রাঁচি, রবিবার
19:11:2023
web : www.rashtriyakhabar.com

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
04

Page >> 8 Rate >> 3 Rupee >> Year >> 04 Vol >>043 >>02 Ograhyon 1430 >> epaper.rashtriyakhabar.com পৃষ্ঠা >> ০৮ মূল্য >> ৩ টাকা বর্ষ >> ০৪ অংক >> ০৪৩ >> << ০২রা, অগ্রহায়ণ ১৪৩০>>

অভিনন্দন

ছঠ পুজা উপলক্ষে পাঠক, পাঠিকা বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভেচ্ছুদের অভিনন্দন।

সম্পাদক

ছুটির খবর

ছঠ পুজার জন্য ১৯-২০ নভেম্বর আমাদের অফিস বন্ধ থাকবে। অতএব ২০ নভেম্বর ও ২১ নভেম্বর কোনো প্রকাশনা হবে না। ২২ নভেম্বর পুনরায় আপনারা আপনাদের প্রিয় খবর আপনাদের হাতে পাবেন। **সম্পাদক**

বাজার দর

SENSEX : 65794.73 -187.75
NIFTY : 19731.80 -33.41

রাঁচি PARA UPDATE

সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
2600 °c	16.00 °c

সূর্যাস্ত (আজ) >> 17.02 টা
সূর্যোদয় (কাল) >> 06.04 টা

গহনার বাজার

সোনা (বিক্রী)
59,900 টাকা./10 গ্রাম
সোনা (ক্রয়)
57,050 টাকা./10 গ্রাম
রুপা >> 75,400 টাকা./কিলো

রাষ্ট্রীয় খবর সংক্ষিপ্ত খবর

৫০০ জনের বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী ইন্দোনেশিয়ায় পৌঁছেছে

ইন্দোনেশিয়া : জাতিসংঘের একটি সংস্থা জানিয়েছে, ইন্দোনেশিয়ার একেবারে পশ্চিমে অবস্থিত এক প্রদেশে ৩টি নৌকায় করে ৫০০ রোহিঙ্গা শরণার্থী অবতরণ করেছে। ২০১৭ সালে মিয়ানমারে এই সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সামরিক দমন-পীড়ন শুরুর পর এটাই ইন্দোনেশিয়ায় এককভাবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক রোহিঙ্গা গমনের ঘটনা। রোহিঙ্গাদের বেশিরভাগই মুসলিম। তারা মিয়ানমারে বড় আকারে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। হাজার হাজার রোহিঙ্গা প্রতিবছর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মালয়েশিয়া বা ইন্দোনেশিয়ায় পৌঁছানোর জন্য এ ধরনের দীর্ঘ ও ব্যয়বহুল সমুদ্র যাত্রায় অংশ নেন। তাদের ব্যবহার করা নৌকাগুলো অনেক ক্ষেত্রেই বেশ ভঙ্গুর থাকে। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থার প্রটেকশান অ্যাসোসিয়েট ফায়সাল রাহমান এএফপি-কে বলেন, ১টি নৌকা আচেহ প্রদেশের বিরিউয়েন জেলায় ২৫৬ যাত্রীসহ এসে পৌঁছায়। অপর এক নৌকায় আরও অন্তত ২৪১ জন এসে আচেহ'র পিডিয়ে অঞ্চলে আসেন এবং ছোট এক নৌকায় ৩৬ জন পূর্ব আচেহ পৌঁছান। রাহমান রবিবার বলেন, তাদেরকে বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায়। তিনি জানান, বিরিউয়েন জেলায় পৌঁছানো নৌকাটিতে ২৫৬ জন আরোহী ছিলেন, যাদের ১১০ জন নারী ও ৬০ জন শিশু। স্থানীয় কর্মকর্তারা জানান, এ সপ্তাহে ৮০০ জনেরও বেশি শরণার্থী আচেহ প্রদেশে অবতরণ করেছেন। এর আগে মঙ্গলবার ১৯৬ জন ও বুধবারে ১৪৭ জন অবতরণ করেন। শরণার্থীদের একটি অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রে রাখা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ শিগগির তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেবে। বেশিরভাগ শরণার্থী শারীরিকভাবে সুস্থ আছেন বলে জানা গেছে। ২০ বছর বয়সী আজিজ উল্লাহ বলছেন তিনি বাংলাদেশের কক্সবাজারের একটি শিবিরে বসবাস করছিলেন। দলবদ্ধভাবে তারা ১৬ দিন আগে সেখান থেকে যাত্রা শুরু করেন। তিনি এএফপিকে বলেন, আমাদের যাত্রার পেছনের (কারণ) ছিলমিয়ানমার সরকার (আমাদের বিরুদ্ধে) বারবার সহিংস আচরণ করেছে। আমি শুধু একটি শান্তিপূর্ণ জীবন চাই, যেখানেই হোক না কেনো। আমি যদি এখানে শান্তিপূর্ণ জীবন পাই, আমি এখানেই থাকব, বলেন তিনি। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা ইউএনএইচসিআর-এর মতে, ২০২২ সালে দুই হাজারেরও বেশি রোহিঙ্গা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোতে এই ঝুঁকিপূর্ণ যাত্রা করে।

মেরুদণ্ডের জটিল অস্ত্রোপচারে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে রোবোটিক্স

বেঙ্গালুরু : ভারতে চিকিৎসা ক্ষেত্রে যে নানারকম সফল পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, তার মধ্যে নতুন সংযোজন মেরুদণ্ডের অস্ত্রোপচারে রোবোটিক্স-এর ব্যবহার। বর্তমানে হার্টের যে কোনও জটিল অপারেশনের মতো স্পাইন সার্জারিতেও প্রয়োগ করা হচ্ছে রোবোটিক্স। এর ফলে কম সময়ে যন্ত্রণাহীন অপারেশনে দ্রুত সেরে উঠছেন রোগী। কর্ণাটকের বেঙ্গালুরুর মণিপাল হাসপাতাল রোবোটিক স্পাইন সার্জারিতে নতুন দিশা দেখাচ্ছে।

হার্টের মতো মেরুদণ্ডের যে কোনও অপারেশন মানেই তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় থাকেন রোগী ও তার পরিবার। এই ধরনের অপারেশন যেমন জটিল, তেমনই ব্যয়সাপেক্ষ। মেরুদণ্ডের অস্ত্রোপচার বলতেই চিরাচরিত ধারণা হল, বেশ কয়েক ঘণ্টার পদ্ধতিতে অনেকটা কাটাছেঁড়া করা। তার পরে অন্তত পাঁচ-সাত দিন হাসপাতালে ভর্তি থাকা। কিন্তু রোবোটিক্স-এর প্রয়োগে এই ধারণা এখন বদলাচ্ছে ভারতে।

সম্প্রতি পনেরো বছরের এক কিশোরীর রোবোটিক স্পাইন সার্জারি হয়েছে বেঙ্গালুরুর মণিপাল হাসপাতালে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশের বাসিন্দা এই কিশোরী মেরুদণ্ডের জটিল রোগ স্কোলিওসিস নিয়ে মণিপাল হাসপাতালে ভর্তি হন। বেঙ্গালুরুর মণিপাল হাসপাতালের চেয়ারম্যান ও রোবোটিক স্পাইন সার্জারি বিভাগের প্রধান (এইচওডি) ডা. এস বিদ্যাধারা জানিয়েছেন, মেরুদণ্ডের গঠনগত সমস্যাকে চিকিৎসা পরিভাষায় বলে স্কোলিওসিস। এ ক্ষেত্রে মেরুদণ্ড সোজা না হয়ে বৃদ্ধি পাওয়ার পর বাঁকা হয়ে থাকে, নুয়ে পড়ে। জুভেনাইল ইডিওপ্যাথিক স্কোলিওসিস-এর চিকিৎসা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই চিকিৎসকদের কাছেও একটা বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, ১০ বছর বয়সের পর থেকে মেরুদণ্ড দ্রুত বাড়তে থাকে। সাধারণ ভাবে ১৭ বছর বয়স পর্যন্ত উচ্চতা বাড়ে। এর মধ্যে মেরুদণ্ডের গঠনে সমস্যা হলে তা ভবিষ্যতে বড় বিপদের কারণ হয়ে ওঠে। কারণ বাঁকা মেরুদণ্ড হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুসের বৃদ্ধিও ঠেকিয়ে দেয়। ছোট থেকেই মেরুদণ্ডের গঠনগত সমস্যা খুব বেশি মাত্রায় হলে হৃৎপিণ্ড এবং ফুসফুস তো বটেই, অন্য অঙ্গের ওপরেও প্রভাব পড়ে। তখন রোগীকে বাঁচানো মুশকিল হয়ে পড়ে। ডা. বিদ্যাধারা জানান, স্কোলিওসিস-এর চিকিৎসা দক্ষিণ ভারতে আধুনিক পদ্ধতিতে হয়। বেঙ্গালুরুর মণিপাল হাসপাতালে স্পাইন সার্জারি মিনিমাল ইনভ্যাসিভ পদ্ধতিতে খুব কম সময়ে ও যন্ত্রণাহীন প্রক্রিয়ায় করা হচ্ছে। রোগী দ্রুত সেরেও উঠছে। ১৫ বছর থেকে ৯০ বছর বয়স অবধি রোগীদের মেরুদণ্ডের অপারেশন হচ্ছে বেঙ্গালুরুর মণিপাল হাসপাতালে। ১৫ বছরের বেশি সময় ধরে ১৫ হাজারেরও বেশি স্পাইনের জটিল অপারেশন করেছে বেঙ্গালুরুর মণিপাল ইনস্টিটিউট অফ রোবোটিক স্পাইন সার্জারি (MIRSS)। রোবোটিক সার্জারিও চূড়ান্ত সাফল্য পেয়েছে এই হাসপাতালে। রোবোটিক স্পাইন সার্জারি শুরু হওয়ার পর থেকে ৫০টি অপারেশন সাফল্যের সঙ্গে করেছেন এখানকার চিকিৎসকেরা। ডা. বিদ্যাধারা জানান, ৭০ বছর বয়স্ক এক রোগী টিজেন লুম্বার সমস্যায় ভুগছিলেন। থোরাকোলাম্বার ফিউশন পদ্ধতির মাধ্যমে ওই বৃদ্ধকে সুস্থ করে নতুন জীবন দিয়েছেন অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা। ল্যাপারোস্কোপির থেকে আরও এক কদম এগিয়ে এই রোবোটিক সার্জারি। এক্ষেত্রে অপারেশন থিয়েটারে রোগীর পাশে নয়, চিকিৎসক থাকেন পাশের 'কনসোল'-এ। সেখানে বসে মনিটরে ত্রিমাত্রিক ছবি (থ্রি-ডি ইমেজিং) দেখতে পান তিনি। শরীরের যে অংশে অস্ত্রোপচার করা হবে, সেই অংশটি প্রায় ৮০ গুণ বাড়িয়ে তিনি মনিটরের পর্দায় দেখতে পান। আর সেখান থেকেই চালনা করেন রোবটকে। অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রেও রয়েছে অভিনবত্ব। রোগীর শরীরে ছুরি-কাঁচি প্রয়োগ করে নয়, ছোট ছোট গোটা পাঁচেক ছিদ্র করে রোবটের হাত (যা মাত্র ১ সেঃমিটার চওড়া) এবং ছোট ক্যামেরা ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়েই সার্জারি করা হয়।

রাশিয়ার ৩৭টি গ্রুপ ও ১০৮ ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দিল ইউক্রেন

ইউক্রেন : ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেন্সকি ৩৭টি রুশ গোষ্ঠী ও ১০৮ ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন, যাদের মধ্যে আছেন এক সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও সাবেক শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলছেন, তিনি ইউক্রেন থেকে যুদ্ধকালীন সময় শিশুদের অপহরণ ও অন্যান্য রুশ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার লক্ষ্য হাতে নিয়েছেন। জেলেন্সকির কার্যালয় প্রেসিডেন্টের স্বাক্ষর সম্বলিত এই ডিক্রি জারি করার পর তিনি শনিবারের রাত্রিকালীন ভিডিও বক্তব্যে বলেন, আমরা তাদের ওপর আমাদের পক্ষ থেকে রাষ্ট্রীয় চাপ বাড়াচ্ছি এবং প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের জন্য জবাবদিহিতার আওতায় আনতে হবে। জেলেন্সকি সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর সঙ্গে সুনির্দিষ্ট অপরাধ জড়াননি। ডিক্রিতে ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে বেশ কিছু অভিযোগে ১০ বছরের শাস্তি ও অলাভজনক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ৫ বছরের শাস্তি আরোপ করা হয়। রাশিয়ান চিলড্রেনস ফাউন্ডেশন নামে একটি প্রতিষ্ঠানের নাম ইংরেজিতে উল্লেখ করা হয়। জেলেনস্কি তার বক্তব্যে জানান, এই তালিকায় ইউক্রেনীয় শিশুদের অধিকৃত ভূখণ্ড থেকে অপহরণ ও জোর করে প্রত্যাবাসন করার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এবং যারা নানা উপায়ে ইউক্রেনের বিরুদ্ধে রুশ সন্ত্রাসে মদদ জোগান, তারা আছেন। এদের মধ্যে আছেন সাবেক শিক্ষা ও বিজ্ঞানমন্ত্রী দমিত্র তাবাশিনক, যিনি ফেব্রুয়ারি মাসে ইউক্রেনীয় নাগরিকত্ব হারান এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাইকোলা আজারভ। কিয়েভ বলছে, প্রায় ২০ হাজার শিশুকে তাদের পরিবার বা অভিভাবকদের অনুমতি ছাড়াই রাশিয়া অথবা রুশ অধিকৃত ভূখণ্ডে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ইউক্রেনের দাবি, এটি একটি যুদ্ধাপরাধ যা জাতিসংঘের চুক্তি অনুযায়ী গণহত্যা হিসেবে সংজ্ঞায়িত। বৃহস্পতিবার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয় একটি গবেষণা প্রকাশ করেছে, যেখানে তারা বলছে ৬ থেকে ১৭ বছর বয়সী ২ হাজার ৪০০'র বেশি শিশুকে রাশিয়ার মিত্র বেলারুশের ১৩টি অবকাঠামোয় স্থানান্তর করা হয়েছে।

ইরানের র‍্যাপ শিল্পীর জামিনে মুক্তিকে স্বাগত জানালেন জার্মান আইনপ্রণেতা

তেহরান : ইরানি র‍্যাপ শিল্পী তুমাজ সালেহির জামিনে মুক্তি পাওয়ার বিষয়টিকে স্বাগত জানিয়েছেন এক জার্মান আইনপ্রণেতা, যিনি একইসঙ্গে তার রাজনৈতিক স্পন্সরের ভূমিকা পালন করেন। তবে তিনি সতর্ক করেন, এই ভিন্নমতাবলম্বী শিল্পীর বিরুদ্ধে আনা সব অভিযোগ এখনো বিচারাধীন রয়েছে, যার ফলে তিনি এখনো ঝুঁকিতে আছেন।

আইনপ্রণেতা ইয়েওয়ান রাই ভয়েস অফ আমেরিকাকে বলেন, নিঃসন্দেহে এটি একটি ইতিবাচক ঘটনা যে তুমাজকে কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তবে অত্যধিক উল্লাস করার কিছু নেই, কারণ ইরানের ক্ষমতাসীনরা আগামীতে কী ব্যবস্থা নেবেন, তা আগে থেকে বলা যায় না। তারা তাকে আবারও আগামী সপ্তাহে আটক করতে পারে, আবার আর কখনো আটক নাও করতে পারে। সবার উচিত আনন্দ-উল্লাসকে সীমিত পর্যায়ে রাখা এবং তুমাজ ও অন্যান্য বন্দীদের কথা মাথায় রাখা, বলেন তিনি।

২০২২ সালে সরকারবিরোধী বিক্ষোভের সঙ্গে যুক্ত থাকার অপরাধে স্পষ্টবাদী র‍্যাপার তুমাজ সালেহিকে কারাগারে পাঠানো হয়। তাকে দুনিয়ার অবক্ষয় করার অভিযোগে ছয় বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তার আইনজীবী ইরানের সংস্কারবাদী সংবাদপত্র শার্ঘকে জানান, এই দণ্ডের বিরুদ্ধে আপিলের পর সুপ্রিম কোর্ট প্রাথমিক রায়ে ত্রুটি খুঁজে পায় এবং তাকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার নির্দেশ দেয়।

গত বছরের সেপ্টেম্বরে ইরানের নৈতিকতা পুলিশের হেফাজতে থাকা অবস্থায় ২২ বছর বয়সী মাহসা আমিনির মৃত্যুর পর হাজার হাজার তরুণ ইরানীর মতো সালেহিও সরকারবিরোধী আঃদোলনে যোগ দেন। অভিযোগ মতে, মাহসাকে ইরানের কঠোর ইসলামিক পোশাক বিধি লঙ্ঘণের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ২০২২ এর অক্টোবরে সালেহিকে গ্রেপ্তার করার আগের কয়েকদিন তিনি ইনস্টাগ্রামে নিজের কিছু ভিডিও পোস্ট করেন, যেখানে দেখা যায় তিনি সড়কে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে অংশ নিচ্ছেন এবং অন্যদেরকেও অংশ নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন।

IRAN REJIMI
ÇOCUK
KATILDIR

তদন্ত ভিডিওতে একটি কংক্রিটের ছাদওয়ালা সরু রাস্তা দেখানো হয়, যার শেষে রয়েছে একটি ধুসর রঙের দরজা

শিফা হাসপাতালের নিচে ৫৫ মিটার দীর্ঘ টানেল পাওয়া গেছে

ইসরাইল : ইসরাইল গাজার শিফা হাসপাতালের নিচে তাদের বর্ণনায় ফিলিস্তিনি জঙ্গিদের নির্মিত টানেলের ভিডিও প্রকাশ করেছে।

উত্তর গাজায় জাবালিয়া শরণার্থী শিবিরে ইসরাইলের বিমান হামলায় অনেকে নিহত। অধিকৃত পশ্চিম তীরে ইসরাইলি অভিযানে দুইজন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট বাইডেন শনিবার বলেছেন, ইসরাইল-হামাসের যুদ্ধের পর ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ গাজা এবং পশ্চিম তীরের প্রশাসন পরিচালনা করা উচিত।

ইসরাইল হামাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ দক্ষিণ গাজায় প্রসারিত করছে।

ইসরাইল শিফা হাসপাতাল খালি করতে বলার নির্দেশ দেবার খবর অস্বীকার করেছে।

জ্বালানি বহর আসার পর ফিলিস্তিনি টেলিযোগাযোগ কোম্পানি গাজায় আংশিকভাবে ফোন এবং ইন্টারনেট চালু করেছে।

ইসরাইল রবিবার একটি ভিডিও প্রকাশ করে বলেছে, গাজার শিফা হাসপাতালের নিচে তারা ফিলিস্তিনি জঙ্গিদের নির্মিত টানেল খুঁজে পেয়েছে।

হামাস যদিও স্বীকার করে যে গাজায় তাদের কয়েক শ কিলোমিটার গোপন টানেল এবং বাংকার রয়েছে, কিন্তু হাসপাতালের মত বেসামরিক স্থাপনায় তাদের কোনো টানেল নেই।

শিফা-তে অভিযানের পর ইসরাইলি সেনা বলছে, তাদের প্রকৌশলীরা সেখানে ১০ মিটার গভীর এবং ৫৫ মিটার দীর্ঘ টানেল খুঁজে পেয়েছে।

ভিডিওসহ এক সেনা বিবৃতিতে বলা হয়, হামাস জঙ্গিরা ইসরাইলি সেনাদের হামাসের কমান্ড সেন্টার এবং অন্যান্য জিনিসে প্রবেশ থেকে ঠেকাতে ঐ ধরণের দরজা ব্যবহার করে। ঐ ভিডিওতে একটি কংক্রিটের ছাদওয়ালা সরু রাস্তা দেখানো হয়, যার শেষে রয়েছে একটি ধুসর রঙের দরজা।

গাজার শিফা হাসপাতাল থেকে অন্তত ৩১টি প্রিম্যাচিউর শিশুকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ফিলিস্তিনি স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষ। এই নবজাত শিশুদেরকে মিশরের চিকিৎসাকেন্দ্রে স্থানান্তর করা হবে।

ফিলিস্তিনি রেড ক্রিসেন্ট এক্স-এ (সাবেক টুইটার) বলছে, আজ পিআরসিএসের জরুরী চিকিৎসা সেবা দলগুলো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) ও জাতিসংঘের মানবিক সহায়তা সমন্বয় কেন্দ্রের (ওসিএইচএ) সঙ্গে সমন্বিত উদ্যোগে সফলভাবে ৩১টি প্রিম্যাচিউর শিশুকে হাসপাতাল থেকে সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে।

হামাসের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের অংশ হিসেবে গত সপ্তাহে ইসরাইলি বাহিনী এই হাসপাতালে হামলা চালায়।

যুক্তরাষ্ট্র ১৯৯৭ সালে হামাসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করে। ইসরাইল, মিশর, ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং জাপানও হামাসকে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী হিসেবে বিবেচনা করে।

শনিবার বিশ্ব স্বাস্থ্য কেন্দ্রের একটি দল সরেজমিনে শিফা হাসপাতাল পরিদর্শন করে জানায়, সেখানে প্রায় ৩২টি শিশু রয়েছে যাদের সেবা প্রয়োজন।

দলটি হাসপাতালে এক ঘণ্টা সময় ব্যয় করে জানায়, এক সময় যেটি ছিল গাজার সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে আধুনিক ও সবচেয়ে ভালো উপকরণ ও সরঞ্জামে সজ্জিত হাসপাতাল তা আজ এক মৃত্যুপুরী।

जल्द ही आपके हाथों में होगा
राष्ट्रीय ख़बर हमारी नज़र
का बांग्ला संस्करण
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর

বিশ্ব শিশু দিবস উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন শিশুদের মাঝে বিস্কুট বিতরণ করেছে

মালদহ ঃ বিশ্ব শিশু দিবস এই মর্মে শিশুদের মধ্যে বিস্কুট বিতরণ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার। সোমবার সকালে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল ও মালদা টাউন স্টেশনের প্রায়ই শতাধিক শিশুদের হাতে বিস্কুট ও বেলুন তুলে দেন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মীরা। এদিন নির্মল ফাউন্ডেশন নামে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্মকর্তারা মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন যে সমস্ত শিশুরা রয়েছে তাদের হাতে বিস্কুট ও বেলুন দেওয়া হয়। উপস্থিত ছিলেন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মী সোমা চৌধুরী লাহিড়ী, মধুমিতা দাস, নমিতা মন্ডল সহ অন্যান্যরা।

কালী প্রতিমা বিসর্জন কে কেন্দ্র করে এক যুবককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ করল প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে

মালদা ঃ কালী প্রতিমা বিসর্জন কে কেন্দ্র করে এক যুবককে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ করল প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে। চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে মালদা জেলার ইংরেজ বাজার থানার অন্তর্গত সাট্টারি এলাকায়। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে আক্রান্ত যুবকের নাম কিরণ সাহা বয়স(১৯)বছর পরিবারে রয়েছে বাবা গণি নাথ সাহা। অভিযুক্তরা হল বিকাশ সরকার অঞ্জলি সরকার সহ বেশ কয়েকজন। পরিবার ও পুলিশ সূত্রে আলো জানা গেছে এলাকায় গতকালকে কালী প্রতিমা বিসর্জনের জন্য এক শোভাযাত্রা বেরিয়েছিল। সেই শোভাযাত্রায় ডিজে বাজানো কে কেন্দ্র করে কিরণের সাথে বিকাশ সরকারের কথা কাটাকাটি হয়। এরপরেই দুজনের মধ্যে শুরু হয় হাতাহাতি। তারপরেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি আঘাত করতে থাকে কিরন কে বলে অভিযোগ তার পরিবারের। তড়িঘড়ি উদ্ধার করে নিয়ে আসে মালদা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য। পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইংরেজ বাজার থানার পুলিশ।

নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে পথ অবরোধ গ্রামবাসীদের

কোচবিহার ঃ আট বছরের নাবালিকা ধর্ষণের ঘটনায় থানায় অভিযোগ দায়ের করার পরেও দুই সপ্তাহ কেটে গেলেও নাবালিকা শারীরিক পরীক্ষা করা হয়নি। ফলে পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ তুলে রামপুর বারোবিশা রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ গ্রাম বাসীদের।ঘটনাটি তুফানগঞ্জ -২ নম্বর ব্লকের রামপুর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের ঘটনা।স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় দ্বিতীয় শ্রেণীর পড়ুয়া ওই নাবালিকা। ফাঁকা বাড়ির সুযোগ নিয়ে প্রতিবেশী অনিল সরকার (৫০) বিরুদ্ধে কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে বক্সিরহাট থানায় অভিযোগ দায়ের করে পরিবার। তবে অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হলেও, নাবালিকার শারীরিক পরীক্ষা নিয়ে হয়রানির অভিযোগ পুলিশের বিরুদ্ধে। তাই পথ অবরোধে সামিল হয়েছেন বিক্ষোভকারীরা।

উত্তর দিনাজপুরের বিভিন্ন বাজারগুলোতে ছট পূজোর সামগ্রী কিনতে ভিড় জমিয়েছে ক্রেতারা

উত্তর দিনাজপুর ঃ বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বন আর তেরো পার্বনের মধ্যে অন্যতম ছট পুজো।কালীপূজোর রেশ কাটতে না কাটতে ছট পূজোয় মেতে উঠেছে আপামর বাঙালি। আর তাই রাত পেরোলেই ছট উৎসব।রবিবার বিকেলে জলে নেমে অস্তগামী সূর্যের অর্ঘ্য প্রদান ও সোমবার ভোরে উদীয়মান সূর্যকে আরাধনা ও অর্ঘ্য প্রদানের মধ্য দিয়ে ছট পূজো শেষ হবে। তার আগে ছট পূজোর জন্য বিভিন্ন প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনতে ছট ব্রতী দের ভিড় লক্ষ্য করা গেল বাজার গুলিতে।উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ শহরের মহেন্দ্রগঞ্জ বাজার ও তারা বাজারে শনিবার সকাল থেকেই ভিড় জমে উঠেছে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের। ফুল, ফল সহ ছট পূজোর উপকরণ কিনতে কালিয়াগঞ্জ শহরে ভিড় জমেছে।বাড়তি লাভের আশায় এদিন বাড়িতে তৈরি ডালি কুলো সহ বিভিন্ন সামগ্রির পসার নিয়ে বসেছে বিক্রেতারা। যদিও ছট ব্রতি দের দাবি এদিন প্রয়োজনীয় বিভিন্ন সামগ্রীর দাম ছিল বেশি। যদিও ছটের জন্য সমস্ত কিছু নিয়েই ঘরে ফেরে ছট ব্রতিরা।বিক্রেতারা জানান এমনি সব সামগ্রীর দাম ঠিক থাকলেও কিছু সামগ্রীর দাম বেশি আছে।তাদেরকেও বেশি দামে কিনতে হয়েছে।সকাল থেকেই ক্রেতারা ভীড় জমাচ্ছে। অপরদিকে ক্রেতারা বলেন ছট পূজো বলে কথা পরিবারের মঙ্গলকামনায় নিষ্ঠা সহকারে পূজো করা হয়।একটি ফলের দাম বেশি রয়েছে তার মধ্যেই কিনতে হচ্ছে তাদের।

গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ছট পুজোর প্রাক্কালে নদী ঘাটগুলির সংস্কারের কাজ শুরু করা হলো

মালদাঃ গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে ছট পুজোর প্রাক্কালে নদী ঘাটগুলির সংস্কারের কাজ শুরু করা হলো। শুক্রবার কালিদীঘির ঘাট সংস্কারের কাজ শুরু করে সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ। রবিবার বিকেলে এবং সোমবার সকালে দুই দফায় ছট পুজোর উৎসব পালিত হবে তার। আগেই শ্রমিক দিয়ে গাজোল ব্লকের এই নদীর ঘাট পরিছন্নতা ও সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়েছে।

গাজোল পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন জানিয়েছেন , ছট পুজো উপলক্ষে গাজোল বাজার সংলগ্ন কালিদীঘির ঘাটে অসংখ্য ভক্তেরা ভিড় করেন। প্রতিবছরই এই ঘাটে বিপুল পরিমাণ ভক্তেরা ছট পূজাতে সামিল হন। সেই বিষয়টি লক্ষ্য রেখেই ঘাট সংস্কারের কাজ করা হচ্ছে। পাশাপাশি রাতে আলোর ব্যবস্থা এবং যন্ত্রচালিত নৌকার মাধ্যমেই এই নদীর ঘাটের নজরদারি চালানো হবে।

আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকের গ্যারগ্যান্দা নদীর পাড়ে জোরকদমে ছটপূজার প্রস্তুতি চলছে

আলিপুরদুয়ার ঃ আর মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি দিনের অপেক্ষা। তার পর শুরু হবে ছটপূজা। আলিপুরদুয়ার জেলার মাদারিহাট বীরপাড়া ব্লকের গ্যারগ্যান্দা নদীর পাড়ে জোরকদমে ছটপূজার প্রস্তুতি চলছে। চলছে মঞ্চ তৈরির কাজও। প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও বীরপাড়া ছটপূজা জুনিয়র কমিটির উদ্যোগে আগামী রবিবার রাতভর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে বলে জানা গিয়েছে। প্রত্যেক বছরই ভিন রাজ্যে থেকে শিল্পীরা আসেন। এবছর পাটনা,লক্ষনৌ, উদয়পুর,দূর্গাপূর থেকে শিল্পীরা আসবেন। মূলত বীরপাড়া গ্যারগ্যান্দা নদীর পাড়ে প্রত্যেক বছর ছটপূজা সহ বিরাট মেলার আযোজন করা হয়। রয়েছে প্রায় ৮০০ টি ঘাট। ঘাট তৈরির কাজও চলছে জোড়কদমে। ডুয়ার্সের বিভিন্ন এলাকা থেকে মানুষ মেলায় আসে। মেলায় নাগরদোলা সহ বিভিন্ন খাবার দোকান থাকবে বলে জানিয়েছেন উদ্যোক্তারা।

শীতের মরশুমে চন্দ্রবোড়া প্রজাতির সাপের উপদ্রব এখন মালদার অনেক এলাকার মানুষের আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে

মালদা ঃ মালদায় ক্রমাগত বাড়ছে চন্দ্রবোড়া, (রাটেল স্নেক) সাপের উপদ্রব। যার ফলে বিগত কয়েক বছরের মধ্যে চলতি বছর এই প্রজাতির সাপের কামড়ে জখন এবং মৃত্যুর সংখ্যাও অনেকটাই বেড়েছে বলে মনে করছেন সর্পবিদেরা। চন্দ্রবোড়া প্রজাতির সাপ যেখানে সেখানেই উদ্ধার হচ্ছে। তবে শুধু এই প্রজাতি সাপই নয়, অনেক ক্ষেত্রে কিং কোবরা যাকে কেউটে বা গোখরো বলা হয় সেইসব প্রজাতির সাপও কখনো সখনো মালদার বিভিন্ন এলাকায় উদ্ধার হচ্ছে। পরিবেশবিদ এবং সর্পবিদেরা মনে করছেন, সাপের সংখ্যার ক্রমাগত বৃদ্ধির কারণে মানুষের সচেতনতা অনেকটাই কাজে এসেছে।

রায়ডাক চাবাগানে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য

আলিপুরদুয়ার ঃ বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিলেন কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ঋতু লোহার। রবিবার বিকেলে কুমারগ্রাম ব্লকের রায়ডাক চাবাগানে ওই যোগদান কর্মসূচি করা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন কুমারগ্রাম পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জুলি লামা, তৃণমূল কংগ্রেসের রায়ডাক অঞ্চল সভাপতি সুরেন মিঞ্জ, অঞ্চল চেয়ারম্যান শশীভূষণ তির্কি, রায়ডাক গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ময়ূরী মিঞ্জ সহ অন্যান্যরা। এই যোগদানের ফলে এলাকায় দলের শক্তি বাড়ল বলে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে জানানো হয়েছে। জানা গিয়েছে, ঋতু লোহার রায়ডাক গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত রহিমাবাদ চাবাগান এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য। এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের রায়ডাক অঞ্চল কমিটি তরফে আযোজিত বিজয়া সম্মিলনীল অনুষ্ঠানে তিনি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন।

আলিপুরদুয়ার জেলার প্যারেড গ্রাউণ্ডে পরিবেশ বান্ধব আতশবাজি মেলা উদ্বোধন

আলিপুরদুয়ার– আলিপুরদুয়ার জেলার প্যারেড গ্রাউণ্ডে রবিবার বিকেলে পরিবেশ বান্ধব আতশবাজি মেলা উদ্বোধন হল । আজ বিকেল থেকে প্যারেড গ্রাউণ্ড ময়দানে এই আতশবাজি মেলা বসলো। উপস্থিত ছিলেন আলিপুরদুয়ার মহুকুমা শাসক বিপ্লব সরকার । এদিন মহুকুমা শাসক জানান আলিপুরদুয়ার জেলার আটটি জায়গায় এই আতশবাজি মেলা বসবে । আটটি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং ২৯ জনকে সাময়িক লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে।

ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতাল পেয়েছে ডিজিটাল ইসিজি মেশিন

জলপাইগুড়ি ঃ ময়নাগুড়িবাসীদের সুবিধার জন্য ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ডিজিটাল ইসিজি মেশিন দান করলেন ময়নাগুড়ির এক বেসরকারি স্কুলের মালিক মনোদ্বীপ বণিক। বেসরকারি স্কুলের মালিক মনদীপ বণিক রবিবার ময়নাগুড়ি ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সীতেশ বরের হাতে ডিজিটাল ইসিজি মেশিন তুলে দেন। এদিনের এই বিশেষ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ময়নাগুড়ির বিডিও প্রসেনজিৎ কুন্ড, ময়নাগুড়ি ব্লকের প্রাক্তন বিডিও শুভ্র নন্দীসহ পিয়ালী ঘোষ বনিক, ময়নাগুড়ি হাসপাতালের বি,এম,ও,এইজ, সীতেশ বর সহ অন্যান্যরা। জানা গিয়েছে, কয়েক বছর ধরে ময়নাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে ইসিজি পরিষেবা বন্ধ হয়ে রয়েছে। ইসিজি মেশিন খারাপ হয়ে থাকার কারণে এই জরুরী পরিষেবা বন্ধ। বুকে ব্যাথা নিয়ে কোন রোগী এলে তাকে জলপাইগুড়ি সদর হাসপাতালে কিংবা বেসরকারি কোন স্থানে ইসিজি করতে হতো। তবে এখন আর কোন সমস্যা হবে না বলে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক জানিয়েছেন। তিনি মনদ্বীপ বণিককে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

বনদপ্তরের কাঠ চেরাই করার ডেরায় অভিযান, বাজেয়াপ্ত হ্যান্ড সোয়িং করাত, কাঠ চেরাই করার জিনিসপত্র

আলিপুরদুয়ার– কাঠ চেরাই করার ডেরায় বনদপ্তরের অভিযান। বাজেয়াপ্ত হ্যান্ড সোয়িং করাত, কাঠ চেরাই করার জিনিসপত্র।ঘটনাস্থল থেকে পলাতক কাঠের চোরাকারবারীরা । ঘটনাটি কুমারগ্রাম ব্লকের অন্তর্গত হিন্দু বস্তি এলাকায়। বাড়ির পাশে সুপারি বাগানের ভেতর গাছ কেটে হাতে করে চেরাই করা হয়। খবরের ভিত্তিতে রবিবার বিকেলে হানা দেয় ভল্কা রেঞ্জের বনকর্মীরা। বেশ কিছু কাঠ উদ্ধার করে বনকর্মীরা। বাড়ির ভেতর লুকিয়ে রাখা দুইটি বড় মাপের হ্যান্ড সোয়িং করাত সহ কাঠ চেরাইয়ের জিনিস বাজেযাপ্ত করে বনকর্মীরা। এই বিষয়ে ভল্কা রেঞ্জ অফিসার প্রভাত কুমার বর্মন জানান অভিযুক্তদের খোঁজে তল্লাশী চলছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে।

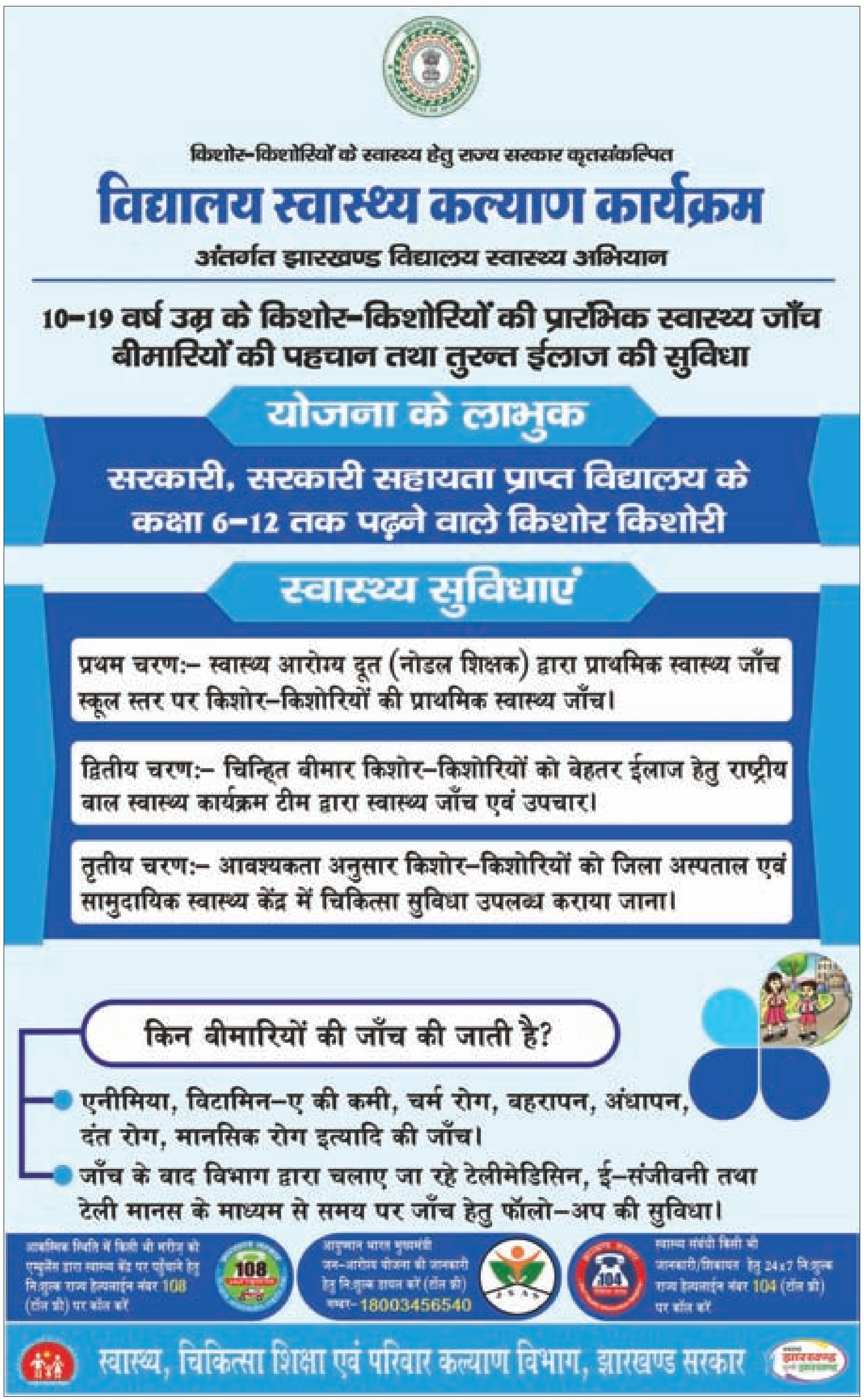

किशोर-किशोरियों के स्वास्थ्य हेतु राज्य सरकार कृतसंकल्पित
विद्यालय स्वास्थ्य कल्याण कार्यक्रम
अंतर्गत झारखण्ड विद्यालय स्वास्थ्य अभियान
10-19 वर्ष उम्र के किशोर-किशोरियों की प्रारंभिक स्वास्थ्य जाँच बीमारियों की पहचान तथा तुरन्त ईलाज की सुविधा
योजना के लाभुक
सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालय के कक्षा 6-12 तक पढ़ने वाले किशोर किशोरी
स्वास्थ्य सुविधाएं
प्रथम चरण:- स्वास्थ्य आरोग्य दूत (नोडल शिक्षक) द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य जाँच स्कूल स्तर पर किशोर-किशोरियों की प्राथमिक स्वास्थ्य जाँच।
द्वितीय चरण:- चिन्हित बीमार किशोर-किशोरियों को बेहतर ईलाज हेतु राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम टीम द्वारा स्वास्थ्य जाँच एवं उपचार।
तृतीय चरण:- आवश्यकता अनुसार किशोर-किशोरियों को जिला अस्पताल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराया जाना।
किन बीमारियों की जाँच की जाती है?
- एनीमिया, विटामिन-ए की कमी, चर्म रोग, बहरापन, अंधापन, दंत रोग, मानसिक रोग इत्यादि की जाँच।
- जाँच के बाद विभाग द्वारा चलाए जा रहे टेलीमेडिसिन, ई-संजीवनी तथा टेली मानस के माध्यम से समय पर जाँच हेतु फॉलो-अप की सुविधा।
आकस्मिक स्थिति में किसी भी मरीज को एम्बुलेंस द्वारा स्वास्थ्य केंद्र पर पहुँचाने हेतु निःशुल्क राज्य हेल्पलाईन नंबर 108 (टॉल फ्री) पर कॉल करें
आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन-आरोग्य योजना की जानकारी हेतु निःशुल्क डायल करें (टॉल फ्री) नम्बर- 18003456540
स्वास्थ्य संबंधी किसी भी जानकारी/शिकायत हेतु 24x7 निःशुल्क राज्य हेल्पलाईन नंबर 104 (टॉल फ्री) पर कॉल करें
स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार

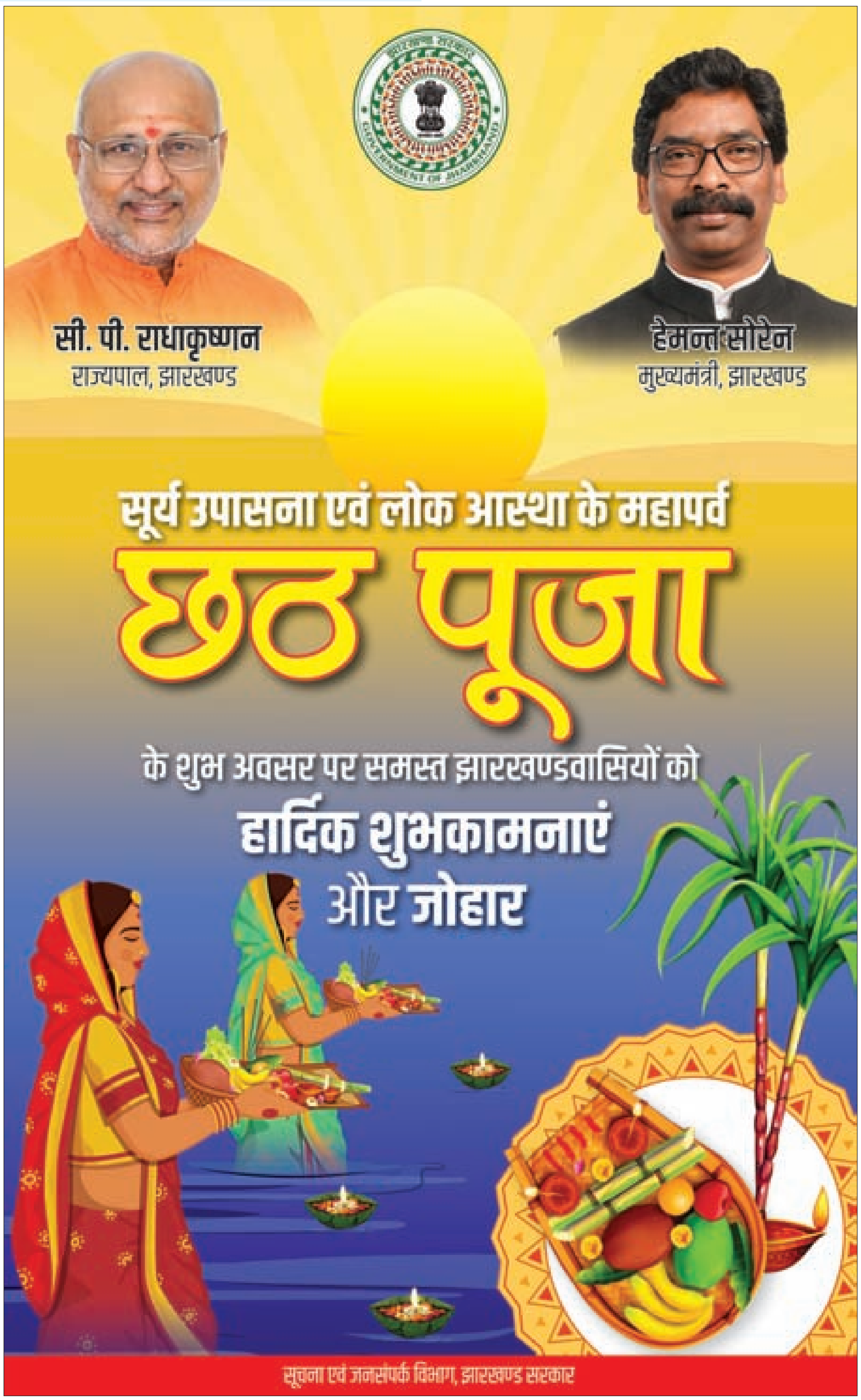

सी. पी. राधाकृष्णन
राज्यपाल, झारखण्ड
हेमन्त सोरेन
मुख्यमंत्री, झारखण्ड
सूर्य उपासना एवं लोक आस्था के महापर्व
छठ पूजा
के शुभ अवसर पर समस्त झारखण्डवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं
और जोहार
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड सरकार

লাল গরু এসে গেছে, আলআকসা ভেঙে থার্ড টেম্পল গড়া হবে?

ইসরায়েল (সারফুদ্দিন আহমেদ)ঃ ইসরায়েলের হামলার কারণে সব চোখ এখন গাজার দিকে। পুরো বিশ্ব যখন বোমায় বিধ্বস্ত গাজার ভবনগুলোর নিচে চাপা পড়া শিশুনারীবৃদ্ধযুবার লাশ গুনতে ব্যস্ত, তখন ফিলিস্তিনের আরেক অংশ পশ্চিম তীরের ফিলিস্তিনিদের দুর্দশার খবর চাপা পড়ে যাচ্ছে। পশ্চিম তীরের, বিশেষ করে জেরুজালেমে মুসলমানদের ওপর এখন ইসরায়েল যে উৎপীড়নের মাত্রা বাড়িয়েছে, তা আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে তেমন কোনো গুরুত্ব পাচ্ছে না। এর মধ্যে তুরস্কের সংবাদমাধ্যম আনাদোলু নিউজ এজেন্সির একটি খবর চোখে পড়ল। সেখানে তারা জানাচ্ছে, আলআকসা মসজিদে গত পরপর পাঁচটি শুক্রবারে ফিলিস্তিনিরা জুমার নামাজ পড়তে পারেননি। শিগগিরই তাঁরা সেখানে নামাজ পড়তে পারবেন, এমন আশাও নেই। ইসরায়েলের সেনাবাহিনী কোনো মুসল্লিকে সেখানে ঢুকতে দিচ্ছে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক চুক্তি লঙ্ঘন করে আলআকসা মসজিদ কম্পাউন্ডে ইহুদিরা প্রতিদিনই ঢুকছেন, এমনকি এই চত্বরে তাঁরা প্রার্থনাও করছেন।

আলআকসায় মুসলমানদের নামাজ পড়তে না দেওয়ার এ ঘটনা শুধু ফিলিস্তিনি মুসলমানদের জন্য নয়, পুরো আরব বিশ্ব তথা মুসলিম বিশ্বের মুসলমানদের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ উদ্বেগের পেছনে শুধু ধর্মীয় বিষয় নয় বরং রাজনৈতিক বিষয়ও বড় কারণ হয়ে উঠেছে। ফেসবুক, ইউটিউবসহ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সে উদ্বেগের বিষয়টি ফুটে উঠছে। এই প্রেক্ষাপটে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ তাওরাত ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ হিব্রু বাইবেল বা ওল্ড টেস্টামেঃট, যেটিকে মুসলমানরাও তাদের পূর্ববর্তী নবী মুসা (আ.)-এর ওপর অবতীর্ণ আসমানি কিতাব বলে বিশ্বাস করে। তবে মুসলমানরা বিশ্বাস করে, মুসা (আ.)-এর ওপর যে তাওরাত অবতীর্ণ হয়েছিল, সেই তাওরাতের আদি টেক্সট অবিকৃত অবস্থায় নেই সেই তাওরাতকে ইহুদিরা বিকৃত করেছে এবং তালমুদে (তালমুদ হলো তাওরাতের প্রত্যাদেশগুলোর আলোকে ইহুদিদের ধর্মবেত্তাদের রচিত আইন শাস্ত্র বা ন্যায়শাস্ত্র, যা ইহুদিদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার দিকনির্দেশনা দিয়ে থাকে) বিশ্বাসী ইহুদি থেকে শুরু করে ইসরায়েল সরকারের প্রভাবশালী মহলের আলোচনায়ও 'মাসিয়াহ', 'থার্ড টেম্পল', 'লাল গরু' ইত্যাকার শব্দবন্ধ ঘুরেফিরে আসছে।

বিশেষ করে আরব বিশ্বে এই শব্দবন্ধগুলো বারবার আলোচনায় আসার কারণ হলো ইহুদি সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশ, এমনকি ইসরায়েল সরকারের গুরুত্বপূর্ণ বেশ কয়েকজন নেতা মনে করছেন, আলআকসা মসজিদ ভেঙে সেখানে 'থার্ড টেম্পল' ('তৃতীয় মন্দির', যাকে 'সোলাইমানি মন্দির'ও বলা হয়) নির্মাণের জন্য ইহুদিরা অপেক্ষা করে আসছে এবং সেই অপেক্ষার অবসান হতে চলেছে। তারা মনে করছে, অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আলআকসা মসজিদ ভেঙে সেখানে থার্ড টেম্পল নির্মাণ করা যাবে। এর জন্য যেসব প্রস্তুতি নেওয়ার দরকার, তার সবই নেওয়া হয়ে গেছে। ইসরায়েল শিগগিরই থার্ড টেম্পল নির্মাণের কাজ শুরু করতে যাচ্ছেএমন একটি আশঙ্কাই গত ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামাসের আচমকা হামলা চালানোর পেছনে মূল কারণ হিসেবে কাজ করেছে বলে হামাসের বরাত দিয়ে মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট আই জানিয়েছে।

মসিহ বা ত্রাতার আবির্ভাবের আয়োজন

ইহুদিরা বিশ্বাস করে, তাদের মুক্তি দিতে এবং সারা বিশ্বে ইহুদিদের একচ্ছত্র শাসন প্রতিষ্ঠা করতে তাদের মধ্যে একজন মসিহ বা ত্রাতা আসবেন। কিন্তু যতক্ষণ না কয়েক হাজার বছর আগে ধ্বংস হয়ে যাওয়া কিং সলোমনের মুসলমানদের কাছে যিনি নবী সোলাইমান (আ.) টেম্পল বা সোলাইমানি মন্দির পুনরায় তৈরি করা হচ্ছে, ততক্ষণ সেই ত্রাতা আবির্ভূত হবেন না। ইসলামের ভাষ্য অনুযায়ী, ইহুদিদের এই মসিহই দাজ্জাল, যে কিনা গোটা বিশ্ব শাসনব্যবস্থার একক নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেবে। ইসরায়েলের কট্টর ইহুদিদের একাধিক গোষ্ঠী মসিহের আগমনের শর্ত পূরণ করতে বহু বছর ধরে আলআকসা মসজিদ ভেঙে সেই জায়গায় 'থার্ড টেম্পল' (তৃতীয় মন্দির তথা সোলাইমানি মন্দির) নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়ে এগোচ্ছে। এই টেম্পল নির্মাণের লক্ষ্য সামনে রেখে সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে প্রভাবশালী যে সংগঠন দাঁড়িয়ে গেছে, সেটির নাম টেম্পল ইনস্টিটিউট। আলট্রাঅর্থোডক্স বা চরম কট্টর ইহুদিরা ১৯৮৭ সালে এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠা করেন।

আলআকসা ভেঙে সেই জায়গায় থার্ড টেম্পল বানানোর জন্য কাজ করে যাওয়া আরেকটি সংগঠনের নাম 'বোনেহ ইসরায়েল' (নোটঃ'বনি ইসরায়েল' বা 'বনু ইসরায়েল' নয়। এটি হলো 'বোনেহ ইসরায়েল', যার মানে 'ইসরায়েল গঠন') নামে একটি সংস্থা। মজার বিষয় হলো এই সংগঠনটিতে ইহুদি ও ইভানজেলিক্যাল খ্রিষ্টানরা একজোট হয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করেন। আরেকটি প্রতিষ্ঠানের নাম 'রিটার্নিং টু দ্য মাউন্ট'। সংগঠনটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে তারা তাদের ওয়েবসাইটে বলেছে, 'টেম্পল মাউন্টের ওপর পূর্ণ ইসরায়েলি সার্বভৌমত্বের আদায় ও প্রয়োগ।' গত বছরের ১০ ফেব্রুয়ারি বিবিসি বাংলা 'আলআকসা নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে মুসলমানের বেশ ধরে প্রার্থনা করছেন ইহুদিরা' শিরোনামে একটি ডকুমেন্টারি প্রকাশ করেছিল। তাতে 'রিটার্নিং টু দ্য মাউন্ট'-এর কর্মীরা কীভাবে আলআকসা মসজিদে মুসলমান সেজে ঢুকে ইহুদি প্রার্থনা করে, তা দেখানো হয়েছে।

থার্ড টেম্পল গড়তে যেসব প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে

প্রস্তাবিত থার্ড টেম্পল নির্মাণের মিশনে সবচেয়ে এগিয়ে আছে টেম্পল ইনস্টিটিউট। এই প্রতিষ্ঠান মন্দিরটি নির্মাণের জন্য অনেক আগে থেকেই সাজসরঞ্জাম প্রস্তুত করছে। মন্দির প্রতিষ্ঠার সময় পুরোহিতেরা যেসব পোশাক পরবেন, তা আগেভাগেই তারা বানিয়ে রেখেছে।

তাওরাতের নির্দেশনা অনুযায়ী মন্দিরের জন্য তামার জলপাত্র (কপার লিভার), ২৪ ক্যারেট সোনা দিয়ে বানানো ৪৫ কেজি ওজনের আলোকদানিসহ (গোল্ডেন ম্যানোরাহ) নানা ধরনের আসবাব তারা তৈরি করে রেখেছে। টেম্পল ইনস্টিটিউটের প্রকাশ করা ভিডিওতে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, জেরুজালেরেমের ওল্ড সিটির ইহুদি মহল্লার সেন্ট্রাল প্লাজায় এসব সংরক্ষিত আছে।

তাদের এসব জোগাড়যন্ত্র দেখে ফিলিস্তিনিদের এবং এ বিষয়ে খোঁজখবর রাখেন এমন মুসলমানদের মধ্যে আশঙ্কা ও ভীতি তৈরি হয়েছে। উদারপন্থী ইহুদিরাও মনে করছেন, থার্ড টেম্পল তৈরির এসব উদ্যোগ ফিলিস্তিন ও ইসরায়েলের বাসিন্দাদের আরও বেশি শত্রুভাবাপন্ন করে তুলছে।

অনেকে ধারণা করছেন, শিগগিরই ইহুদিরা থার্ড টেম্পল নির্মাণের উদ্যোগ নিতে পারে। ইতিমধ্যে সে রকম লক্ষণ প্রকট হয়ে উঠেছে। গত ৫ জুন ফরাসি সংবাদ সংস্থা এএফপি এ নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। প্রতিবেদনটি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যম ছেপেছে। ফ্রান্সের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন আন্তর্জাতিক নিউজ টেলিভিশন নেটওয়ার্ক ফ্রান্স২৪ তাদের ওয়েবসাইটে 'দ্য ইসরায়েলিস সেট ফর নিউ জুইশ টেম্পল অন আলআকসা সাইট' শিরোনামে প্রতিবেদনটি ছাপিয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, ইসরায়েলের কট্টর জাতীয়তাবাদীরা জেরুজালেমের আলআকসা মসজিদ ভেঙে সেখানে তাদের থার্ড টেম্পল বা তৃতীয় সোলাইমানি মন্দির নির্মাণের বিষয়ে আশাবাদী হয়ে উঠেছে।

ইসলামি ভাষ্য, খ্রিষ্টীয় ভাষ্য, ইহুদি ভাষ্য এবং ঐতিহাসিক গবেষণায় স্বীকৃত তথ্য অনুযায়ী, জেরুজালেমের আজকের আলআকসা মসজিদ যেখানে অবস্থিত, ঠিক এখানেই পয়গম্বর সোলাইমান (আ.) (পশ্চিমে যিনি কিং সলোমন বলে পরিচিত) মসজিদটি বানিয়েছিলেন। ইহুদিরা যেহেতু ইসরায়েলের ইয়াকুব নবীর আরেক নাম ইসরাইল বাইবেলে যাঁকে জ্যাকব বলে উল্লেখ করা হয়েছে বংশধর সেহেতু সোলাইমান (আ.) বা কিং সলোমন ইহুদিদের কাছে পবিত্র পুরুষ। সোলাইমানের বানানো এই মসজিদ বা উপাসনালয়ই হলো ইহুদিদের 'ফার্স্ট টেম্পল'।

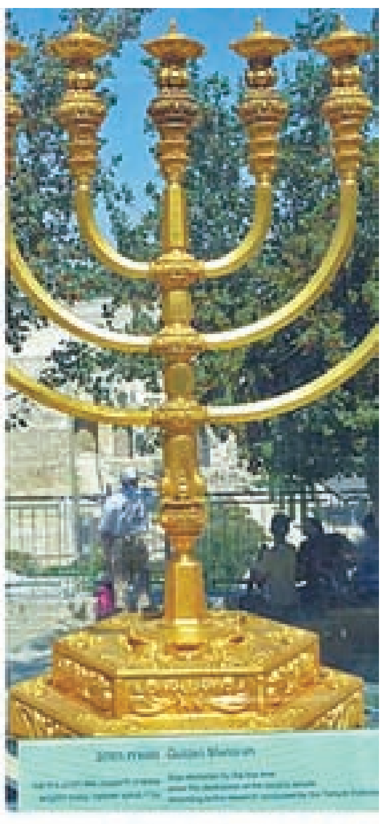

৫৮৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে ইরাকের ব্যাবিলনের শাসক বখতে নাছর (পশ্চিমা বিশ্বে যিনি ব্যাবিলনের সম্রাট দ্বিতীয় নেবুচাদনেজার নামে পরিচিত। তিনিই প্রাচীন সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান বানিয়েছিলেন বলে মনে করা হয়) হামলা চালিয়ে এই ফার্স্ট টেম্পল গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন এবং সব বনি ইসরায়েল বা সব ইহুদিকে দাস হিসেবে বন্দী করে ইরাকে নিয়ে গিয়েছিলেন।

এরপর পারস্য শাসকেরা বখতে নাছরের সাম্রাজ্যকে পরাজিত করে বনি ইসরায়েল তথা ইহুদিদের ইরাক থেকে মুক্ত করে আবার ফিলিস্তিনে নিয়ে আসেন। ধ্বংস করে ফেলা সোলাইমানের মসজিদ বা ফার্স্ট টেম্পলের ওপর ৫১৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে আবার আরেকটি উপাসনালয় নির্মাণ করার কাজ শুরু হয়। এটিকে বলা হয় 'সেকেন্ড টেম্পল'। পরে রোমানরা পারস্যদের পরাজিত করে বাইতুল মুকাদ্দাস বা জেরুজালেম দখল করে এবং ৭০ খ্রিষ্টাব্দে তারা সেকেন্ড টেম্পলও ধ্বংস করে ফেলে। রোমানরা সেই জায়গায় দেবতা জুপিটারের উপাসনালয় বানিয়েছিল।

বর্তমানে আল আকসা বলতে পুরো কম্পাউন্ডকে বোঝানো হয়। পুরো কম্পাউন্ডকে বলা হয় 'হারাম আল শরিফ'। এই কম্পাউন্ডের চার দেয়ালের মধ্যে থাকা কিবলি মসজিদ, কুব্বাতুস সাখরা (ডোম অব দ্য রক) ও বুরাক মসজিদএই তিন মসজিদের সমন্বয়ই হলো আল আকসা। মূল আল আকসা বা কিবলি মসজিদ হলো ধূসর সীসার প্লেট দিয়ে আচ্ছাদিত গম্বুজওয়ালা স্থাপনাটি।

তবে মিডিয়ায় আল আকসা নামে বেশি প্রসিদ্ধ সোনালী গম্বুজের স্থাপনার নাম কুব্বাতুস সাখরা বা ডোম অব দ্য রক। ইহুদিদের মূল লক্ষ্যস্থল হলো এই ডোম অব দ্য রক যেটিকে তারা টেম্পল মাউন্ট বলে। উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক ইবনে মারওয়ান এটির নির্মাণ কাজ শুরু করেন। ৭০৫ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর ছেলে খলিফা প্রথম আল ওয়ালিদের শাসনামলে এর কাজ শেষ হয়। ৭৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ভূমিকম্পে মসজিদটি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর আব্বাসীয় শাসনামলের খলিফা আল মনসুর এটি পুনর্নির্মাণ করেন। তারও পরে তাঁর উত্তরসূরি আল মাহদি এটি পুনর্নির্মাণ করেন। ১০৩৩ খ্রিষ্টাব্দে আরেকটি ভূমিকম্পে মসজিদটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে ফাতেমিদের শাসনামলের খলিফা আলী আজজাহির পুনরায় মসজিদটি নির্মাণ করেন। ইহুদিরা মনে করেন, রোমানরা 'সেকেন্ড টেম্পল' ধ্বংস করে জুপিটারের মন্দির বানিয়েছিল। আর সে স্থলেই টেম্পল মাউঃট বানানো হয়েছে। তাঁরা এর হিব্রু নাম দিয়েছেন, 'হার হাবাইত'। এই টেম্পল মাউন্টের স্থলেই আদি সোলাইমানি মন্দিরের নকশায় থার্ড টেম্পল বানানোর পরিকল্পনা আছে ইহুদি কট্টরপন্থীদের।

থার্ড টেম্পল নির্মাণের শাস্ত্রীয় ভাষ্য ও এর রাজনৈতিক দিক

তালমুদের ব্যাখ্যানুযায়ী, মাসিহের আবির্ভাবের তিনটি প্রধান শর্ত আছে।

১. সারা পৃথিবীতে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ইহুদিদের ইসরায়েলে জড়ো হতে হবে।

২. একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৩. সোলাইমানি মন্দির আগে যেখানে ছিল, ঠিক সেখানেই সেই মন্দির তৈরি করতে হবে।

ইহুদিরা বিশ্বাস করে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই তারা প্রথম দুটি শর্ত পূরণ করতে পেরেছে। অর্থাৎ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা ইহুদিরা ইসরায়েলে জড়ো হয়েছে এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রও গঠন করে ফেলেছে।

এখন তৃতীয় শর্ত বাকি আছে। সেই শর্ত পূরণ করতে হলে আলআকসা মসজিদ ভাঙতে হবে আর সেখানেই সোলাইমানি মন্দির বা থার্ড টেম্পল গড়তে হবে।

ধর্মীয় বিশ্বাস ও এর সামাজিক প্রভাব ইসরায়েলের রাজনীতিকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। কারণ, ইসরায়েলের রাজনৈতিক নীতি কী হবে, তা ঠিক করার পেছনে তাদের ধর্মবেত্তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। এসব ধর্মীয় ভাষ্যনির্ভর সিদ্ধান্তের প্রভাব শুধু ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের সাংঘর্ষিক পরিস্থিতিকে অধিকতর নাজুকই করে না বরং তা গোটা বিশ্বের রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলে।

অনেকেই মনে করেন, ইসরায়েলের রাজনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি প্রসঙ্গে এসব ধর্মগ্রন্থকেন্দ্রিক ভবিষ্যদ্বাণী ও অল্প কিছু মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস সংশ্লিষ্ট কথাবার্তাকে সামনে আনার কোনো মানে হয় না।

কিন্তু বাস্তবতা হলো, এসব ধর্মীয় বিশ্বাস ও এর সামাজিক প্রভাব ইসরায়েলের রাজনীতিকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করে। কারণ, ইসরায়েলের রাজনৈতিক নীতি কী হবে, তা ঠিক করার পেছনে তাদের ধর্মবেত্তাদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

এসব ধর্মীয় ভাষ্যনির্ভর সিদ্ধান্তের প্রভাব শুধু ইসরায়েল ও ফিলিস্তিনের সাংঘর্ষিক পরিস্থিতিকে অধিকতর নাজুকই করে না বরং তা গোটা বিশ্বের রাজনীতিতেও প্রভাব ফেলে।

চিন্তা করুন, ইসলামের অসংখ্য নবীরাসুলের জন্মভূমি বায়তুল মুকাদ্দাসে অবস্থিত ইসলামের তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদ (যা মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মিরাজের ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট) গুঁড়িয়ে দেওয়ার উদ্যোগ পুরো মুসলিম বিশ্বে কী ভীষণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে।

খুবই লক্ষ করার বিষয় হলো, ইসরায়েলে বসবাসকারী কট্টর ইহুদি জাতীয়তাবাদীরা রাষ্ট্রীয় নীতিনির্ধারণে ভূমিকা রাখছে। এই ইহুদিরা যেহেতু তাওরাত এবং তালমুদের নির্দেশনা অনুযায়ী চলে, সেহেতু রাজনীতি বা রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রেও তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়ে।

থার্ড টেম্পল গড়তে চাওয়া ইহুদিরা মনে করে, আলআকসা মসজিদ গুঁড়িয়ে দিয়ে সেখানে এখনই মন্দির বানানোর সামরিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা তাদের আছে। কিন্তু ধর্মীয় গ্রন্থে বলা আছে, সেই মন্দির বানানোর কাজ করতে হলে তাদের আগে পবিত্র হতে হবে। তার জন্য কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের একটি লাল গাভি দরকার। সেই গাভি পেয়ে গেলেই মন্দির বানানোর কাজ শুরু করা যাবে।

ইহুদিরা মনে করে, তাওরাতের ভাষ্যমতেই তারা অপবিত্র অবস্থায় আছে। আগে তাদের জাতিগতভাবে পবিত্র হতে হবে। পবিত্র হতে হলে তাদের অনিবার্যভাবে একটি 'লাল গরু' দরকার।

কী সেই লাল গরু

তাওরাতে বলা আছে, কোনো ব্যক্তি লাশ স্পর্শ করলে সে সাতদিন পর্যন্ত অপবিত্র থাকে। তাকে পবিত্র করতে হলে লাশ স্পর্শ করার তৃতীয় ও সপ্তম দিনে একধরনের বিশেষ শুদ্ধকরণ পানিতে তাকে গোসল করিয়ে পবিত্র করতে হবে। তা না হলে সে অপবিত্রই থেকে যাবে। সেই বিশেষ পবিত্রকরণ পানি তৈরি করতে লাগবে বিশেষ একটি গরু। যেহেতু সেই লাল গরুর সন্ধান এতদিন পাওয়া যায়নি, তাই পুরো ইহুদি জাতি তাঁদের বিশ্বাস অনুযায়ী 'অপবিত্র' হয়ে আছে। তাওরাতের ভাষ্য অনুযায়ী, গরুটির প্রতিটি পশমকে লাল রঙের হতে হবে। একটি পশমও লাল ছাড়া অন্য রঙের হলে হবে না। গরুটির গায়ে কোনো কাটাছেঁড়া বা খুঁত থাকতে পারবে না। গরুটিকে একেবারে কম বয়সী হলেও হবে না, আবার বুড়ো হলেও হবে না সেটিকে হতে হবে মাঝারি বয়সের। সেটির কাঁধে কখনো জল সেচার কিংবা জমি চাষের জোয়াল পড়লে চলবে না। তার ঘাড়ের পশমকে খাড়া হতে হবে। এই গরুকে বিশেষ প্রার্থনা সহযোগে জবাই করার পর পুরো দেহটি পুড়িয়ে ফেলতে হবে। সেই ছাই পানিতে মিশিয়ে শুচিকরণ পানি তৈরি করতে হবে। সেই পানি দিয়ে যাজকেরা পবিত্র হবে। এর মধ্য দিয়ে পুরো ইহুদি জাতি পবিত্র হবে। 'রেড কাউ'শব্দবন্ধটি এই লাল গরুকে বোঝাতে পশ্চিমা সমাজে ব্যবহৃত হয়। হয়তো এই বিবলিক্যাল ভাষ্যের কারণেই লাল রংয়ের গরুকে অনেক সমাজে বিশুদ্ধতার প্রতীক ভাবা হয়।

তাওরাতের গণনা পুস্তকের ১৯ অনুচ্ছেদের ১ থেকে ১৭ তম শ্লোকে গাভিটির বৈশিষ্ট্য ও শুদ্ধিকরণ পানি প্রস্তুতের বিস্তারিত বর্ণনা এসেছে।

সেখানে বলা আছে ঃ'সদাপ্রভু মোসেজ (মুসা আ.) ও হারোনকে (মুসা আ.-এর ভাই হারুন আ.) বললেন, 'এটি একটি বিধি যেটি অনুযায়ী আমি আদেশ করছি ঃ ইসরায়েলের সন্তানদের (বনী ইসরায়েলদের) বলে দাও, তারা যেন গায়ে কোনো খুঁত নেই এবং কাঁধে জোয়াল টানেনি এমন একটি লাল গরু নিয়ে আসে।

তোমরা এলিয়েজার যাজককে (ইসলামে যিনি ইলিয়াস আ.) সেই গরু দেবে তারপর গরুটাকে শিবিরের বাইরে নিয়ে যাবে এবং এলিয়েজারের সামনে সেটিকে বলি দেবে। এরপর এলিয়েজার যাজক সেই বলি দেওয়া গরুর রক্ত আঙুলে মাখিয়ে তা শিবিরে জড়ো হওয়া সবার সামনে সাত বার ছিটিয়ে দেবে। তার সামনেই সেই বলি দেওয়া গরু পোড়ানো হবে সেটির গোবরসহ চামড়া, মাংস ও রক্ত পোড়ানো হবে। যাজক তখন দারুবৃক্ষ, হাইসোপ (এক ধরনের তৃণবিশেষ) পুড়তে থাকা গরুর ওপর ফেলে দেবে। তখন যাজক তার পোশাক ধোবে ও শরীর জলে ধোবে। পরে শিবিরে ঢুকতে পারবে যদিও যাজক সন্ধ্যা পর্যন্ত অশুচি থাকবে।' (তাওরাত, অনুচ্ছেদ ১৯, শ্লোক ২-৮)

কোরআনে মুসা (আ.)-এর নেতৃত্বাধীন বনি ইসরাইল সম্প্রদায়কে আল্লাহ একটি ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে গরু জবাই করার আদেশ দিয়েছিলেন বলে উল্লেখ আছে, তার সঙ্গে তাওরাতের লাল গরুর বৈশিষ্ট্যের মিল আছে। সুরা বাকারার ৬৭ থেকে ৭১ নম্বর আয়াতে বলা আছে ঃ 'স্মরণ কর, যখন মূসা (আ.) স্বীয় সম্প্রদায়কে বলেছিল, আল্লাহ তোমাদেরকে একটি গরু যবহ করার আদেশ দিচ্ছেন তারা বলেছিল, তুমি কি আমাদের সঙ্গে ঠাট্টা করছো? মূসা বলল, আল্লাহর আশ্রয় নিচ্ছি, যাতে আমি অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হই। তারা বলল, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল তা কীরূপ? মূসা বলল, আল্লাহ বলেছেন, তা এমন এক গরু যা বৃদ্ধও নয় এবং অল্প বয়স্কও নয় মধ্য বয়সী। সুতরাং যা (করতে) আদিষ্ট হয়েছ, তা পালন কর।

তারা বলল, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল, ওর রং কী? মূসা বলল, আল্লাহ বলছেন, তা হলুদ বর্ণের গরু, তার রং উজ্জ্বল গাঢ়, যা দর্শকদেরকে আনন্দ দেয়। তারা বলল, আমাদের জন্য তোমার প্রতিপালককে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে বল গরুটি কেমন? কারণ সব গরু আমাদের কাছে সমান, আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে নিশ্চয় আমরা পথের দিশা পাব। মূসা বলল, তিনি বলছেন, তা এমন এক গরু যা জমি চাষে ও ক্ষেতে পানি সেচের জন্য ব্যবহৃত হয়নি বরং সুস্থ ও নিখুঁত। তারা বলল, এখন তুমি সত্য প্রকাশ করেছ। তারা তাকে যবহ করল যদিও তাদের জন্য সেটা প্রায় অসম্ভব ছিল।

তবে কোরআনে বর্ণিত গরুটির গায়ের রং লাল নয়, সেটির রং হলুদ। যেহেতু এতদিন সেই লাল গরু পাওয়া যায়নি, সেহেতু ইহুদি সম্প্রদায় থার্ড টেম্পল বানানোর কাজে হাত দেওয়ার উপযোগী পবিত্র হতে পারেনি। তবে লাল গরুর অনুসন্ধান থেমে থাকেনি।

লাল গরু পাওয়া গেছে!

কোথাও লাল গরুর সন্ধান পেলে টেম্পল ইনস্টিটিউট সেগুলোকে পরীক্ষানিরীক্ষা করে। দীর্ঘদিন ধরে পর্যবেক্ষণ করে তারা নিশ্চিত হতে চায় সেটি আসলেই সেই লাল গরু কি না। এতদিন পর্যন্ত কোনো গরুকেই কাঙ্ক্ষিত গরু বলে তারা নিশ্চিত করতে পারেনি। তবে এখন তারা বলছে, সেই গরু তারা পেয়ে গেছে।

ওপরে উল্লেখিত এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, বোনেহ্ ইসরায়েল নামের সংগঠনটি গত বছর যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাঁচটি লাল গরু আমদানি করেছে। সংগঠনটির মুখপাত্র হাইম বারকোভিতস বলেছেন, আলআকসা মসজিদের অদূরেই জাবাল উজ জয়তুন বা মাউন্ট অলিভ এলাকায় একটি খামারে গরুগুলোকে রাখা হয়েছে।

হামাসের হামলার মূল কারণ থার্ড টেম্পল!

আগামী বছরের ২২ থেকে ২৯ এপ্রিল ইহুদিদের পেসাখ উৎসব বা পাসওভার ফেস্টিভ্যাল। মিসরের জালিম শাসক ফেরাউনের কবল থেকে যেদিন ইহুদিরা মুক্তি পেয়ে তাঁদের পূর্বপুরুষদের আবাসস্থল জেরুজালেমের উদ্দেশে রওনা হয়েছিল, সেই দিনকে মুক্তি দিবস হিসেবে স্মরণে রেখে তারা এক সপ্তাহ ব্যাপী উৎসব উদযাপন করে। গত ৪ নভেম্বর মিডল ইস্ট আই বিখ্যাত সাংবাদিক ডেভিড হার্স্টের একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। 'ইসরায়েলপ্যালেস্টাইন ওয়ার ঃ হাউ হামাস সিইস দ্য গাজা কনফ্লিক্ট আনফোল্ডিং অ্যান্ড হোয়াই ইট থিংকস ইট ক্যান উইন' শীর্ষক ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামাসের কাছে সুনির্দিষ্টভাবে খবর ছিল, আগামী বছরের এপ্রিলে যে পাসওভার বা পেসাখ উৎসব হবে, সে সময়ই আল আকসার নিকটস্থ মাউন্ট অলিভ এলাকায় আমেরিকা থেকে আনা লাল গরুগুলো বলি দেওয়া হবে। সেই গরুর দেহ পোড়ানো ছাই দিয়ে শুচিকরণ জল প্রস্তুত করে ইহুদি যাজকদের পবিত্র করা হবে। সেটি করা হয়ে গেলে থার্ড টেম্পল নির্মানের পথে ধর্মীয় কোনো বাধা থাকবে না।

নেতানিয়াহুর রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নড়বড়ে

যেহেতু আল আকসা মসজিদ ফিলিস্তিনিদের কাছে তাদের আত্মপরিচয়ের প্রধান প্রতীক এবং সমগ্র মুসলমানদের তৃতীয় পবিত্রতম মসজিদ, সেহেতু সেটিকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষায় মরিয়া হয়েই হামাস ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে হামলা চালিয়েছে।

হামাসের একটি সূত্র মিডল ইস্ট আইকে বলেছে, সংগঠনটির সামরিক শাখা ইজ আল দ্বীন আল কাসেম ব্রিগেডের প্রধান মোহাম্মাদ দেইফ তাদের দোহাভিত্তিক রাজনৈতিক শাখার প্রধানকে না জানিয়েই এই হামলা চালিয়েছেন।

হামাস মনে করে, ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাস পশ্চিমা এবং ইসরায়েলের আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে গদিতে আছেন। তিনি বা তাঁর দল ফাতাহ ইহুদিদের থার্ড টেম্পল নির্মাণে বাধা দেবে না। কিন্তু হামাস বসে থাকতে পারে না। এ কারণে তারা বহু প্রাণহানি হবে জেনেও আল আকসাকে রক্ষা করতে ৭ অক্টোবর হামলা চালিয়েছে। আর হামাসকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে আল আকসা দখল নির্বিঘ্ন করতে ইসরায়েল গাজায় এখন গণহত্যা চালাচ্ছে।

মিডল ইস্ট আইএর ওই প্রতিবেদনেই বলা হয়েছে, একটি সূত্র তাদের জানিয়েছে, আলআকসাকে ইতিমধ্যেই কার্যত দুই ভাগ করে ফেলা হয়েছে। মুসলমানেরা সেখানে যেমন নামাজ আদায় করে, তেমনি বসতি স্থাপনকারী ইহুদিরা ওই কম্পাউন্ডে 'সবজি বলি' দিয়ে থাকে। গত মাসেও ইহুদিদের ছুটির দিন সুখোট ডেতে পাম গাছের শাখা নিয়ে আল আকসা চত্তরে কয়েক ডজন ইহুদি ঢুকেছিলেন। সূত্রটি বলেছে, থার্ড টেম্পল নির্মানের আনুষ্ঠানিকতা হিসেবে শুধুমাত্র যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানি করা লাল গরু বলি দেওয়াই বাকি আছে। যদি তারা এটি করতে পারে, তাহলে সেটি হবে থার্ড টেম্পল পুনর্নির্মাণের সবুজ সংকেত। এএফপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তেল আবিবের কাছে একদল উগ্র ইহুদি জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠী ধর্মপ্রাণ ইহুদিদের নিয়ে নিয়মিত বিশেষ প্রার্থনা সংগীতের মহড়া দিচ্ছে। থার্ড টেম্পল নির্মাণের কাজ শুরুর সময় এই সংগীত গাওয়া হবে। এই সম্মিলিত প্রার্থনাগীতির অন্যতম আয়োজক শামুয়েল কাম এএফপিকে বলেছেন, তাঁরা দুই হাজার বছর ধরে অপেক্ষা করছেন। সেই অপেক্ষা শেষ হতে চলেছে। তিনি বলেছেন, প্রাচীন সোলাইমানি মন্দিরে ইহুদিদের একটি গোষ্ঠী প্রার্থনাগীতি গাইত। সেই গোষ্ঠীর নাম ছিল লেভি। শামুয়েল নিজেকে সেই প্রাচীন লেভি গোষ্ঠীর বংশধর বলে দাবি করেছেন। এই প্রার্থনাগীতির প্রশিক্ষক মেনাহেম রোজেনথাল বলেছেন, 'মন্দির যখন প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন আমরা সব লেভি ইহুদিদের মন্দিরে এসে গান গাওয়ার জন্য ডাকব। তার আগে সবাইকে এই প্রার্থনাগীতি গাওয়া শেখাচ্ছি।'

বোনেহ্ ইসরায়েলের মুখপাত্র হাইম বারকোভিতস বলেন, 'আপনি এটি নিয়ে যা ইচ্ছা বলতে পারেন। আমরা মনে করি, এটি ইহুদিদের জায়গা এবং এখানেই (আলআকসা মসজিদ) আমরা তৃতীয় মন্দির বানাব। এটি এখন শুধু সময়ের ব্যাপার।'

ইসরায়েলের গণতন্ত্র সুরক্ষার পক্ষে কাজ করে থাকে 'কেসেভ সেন্টার ফর দ্য প্রোটেকশন অব ডেমোক্রেসি ইন ইসরায়েল' নামের একটি সংগঠন। এটির পরিচালক জিজহার বিয়ার বলেছেন, এই 'থার্ড টেম্পলপ্রেমীদের' সংখ্যা মোটেও উপেক্ষা করার মতো নয়। তাদের প্রভাব এখন রাজনীতির কেন্দ্রস্থল পার্লামেঃট থেকে একেবারে সরকারে গিয়ে পৌঁছেছে। তিনি বলেছেন, বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর বর্তমান মন্ত্রিসভায় বেশ কয়েকজন নেতা আছেন, যাঁরা আলআকসা মসজিদে ইসরায়েলি সার্বভৌমত্ব চাপিয়ে দেওয়ার জন্য চেষ্টাতদবির করে যাচ্ছেন।

আলআকসায় ইহুদিদের আনাগোনা বেড়েছে

১৯৬৭ সালে ছয় দিন ধরে আরব দেশগুলোর সঙ্গে ইসরায়েলের যে যুদ্ধ হয়েছিল, সেই যুদ্ধের পর করা চুক্তিতে বলা হয়েছিল, আলআকসা মসজিদ চত্বরের ভেতরের অংশের দেখভালের দায়িত্বে থাকবে জর্ডানের ওয়াক্ফ ইসলামিক অ্যাফেয়ার্স কাউন্সিল। আর এর বাইরের এলাকার নিয়ন্ত্রণ থাকবে ইসরায়েলের হাতে। মুসলমানরা এই মসজিদে নামাজ পড়তে পারবে। ইহুদিরা এখানে সপ্তাহের নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট সংখ্যায় দর্শনার্থী হিসেবে মসজিদ কম্পাউন্ডে ঢুকতে পারবে। কিন্তু তারা প্রার্থনা করার অনুমতি পাবে না। নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত সব ঠিকঠাক চলছিল। কিন্তু এর পর থেকে ইহুদিদের অনুপ্রবেশ বেড়ে গেছে। আল জাজিরার একটি প্রতিবেদনে দেখা যাচ্ছে, এখন প্রায় প্রতিদিনই মসজিদ চত্বরে ইহুদিরা নিরাপত্তারক্ষীদের উপস্থিতিতেই ঢুকে সেখানে প্রার্থনা করছেন। গত বছর রাব্বিদের (ইহুদি ধর্মগুরু) নেতৃত্বে ৫০ হাজার ইহুদি আলআকসায় ঢুকে সমবেত হয়েছিল। তাদের মধ্যে চরম দক্ষিণপন্থী ইহুদি জাতীয়তাবাদী নেতা ও ইসরায়েলের বর্তমান নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন গ্যাভিরও ছিলেন। চলতি বছর তিনি আরও দুবার আলআকসায় ঢুকেছেন। যুক্তরাষ্ট্র, জাতিসংঘ ও ইইউ সবাই ইসরায়েলিদের চুক্তির শর্ত মানার আহ্বান জানানোর পরও এ বিষয়ে তারা কান দিচ্ছে না। কেসেভ সেন্টার ফর দ্য প্রোটেকশন অব ডেমোক্রেসি ইন ইসরায়েলের মুখপাত্র জিজহার বিয়ার বলেছেন, কট্টর ইহুদিদের এভাবে আলআকসায় ঘন ঘন অনুপ্রবেশের কারণে তাঁদের সঙ্গে ফিলিস্তিনিদের বড় ধরনের সংঘাত বেধে যেতে পারে।

সম্পাদকীয়

পরস্পরকে নিয়ে যে বিপদে পাকিস্তান-আফগানিস্তান

পাকিস্তান হঠাৎ বিপুলসংখ্যক অবৈধ আফগান শরণার্থীকে বের করে দিচ্ছে। সশস্ত্র গোষ্ঠী টিটিপিকে দুর্বল করতে পাকিস্তানের এই উদ্যোগ। কিন্তু লাখ লাখ শরণার্থীকে অনেকটা খালি হাতে আফগানিস্তানে ফিরতে হচ্ছে। তাঁদের ও সন্তানদের অনিশ্চিত অবস্থায় ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এতে তাঁদের মধ্যে যেমন ক্ষোভ বাড়ছে, তেমনি কাবুলের তালেবান সরকারের সঙ্গে ইসলামাবাদের দূরত্ব স্পষ্ট হয়ে উঠছে। পাকিস্তান ও আফগানিস্তান সরকার এবং জনগণকে সব ঋতুতে সমানভাবে ঘনিষ্ঠ ভাবার চল আছে। বাস্তবতা আসলে সে রকম নয়। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ ভাগ হওয়ার পর নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান জাতিসংঘভুক্ত হতে গেলে মুসলমানপ্রধান দেশগুলোর মধ্যে কেবল আফগানিস্তান আপত্তি তুলেছিল। সম্পর্কের প্রথম দিককার সেই তিক্ততা মেটাতে ১৯৫৭ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে কাবুল যেতে হয়েছিল। ঐতিহাসিক সেই রেষারেষি বিভিন্ন সময় নতুন নতুন উপলক্ষ নিয়ে হাজির হয়। পাকিস্তান তাদের ভূমি থেকে আফগান শরণার্থীদের তাড়াতে শুরু করায় ইদানীং টানাপোড়েন তৈরি হয়েছে।

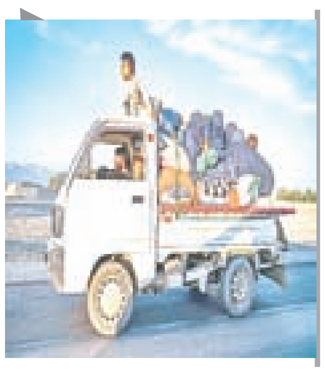

পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্ত ‘ডুরান্ড লাইন’ লম্বায় ১ হাজার ৬৫০ মাইলেরও বেশি। ব্রিটিশরাজের তৈরি এই রেখা। একই সংস্কৃতির মানুষ রাজনীতির কারণে সীমান্তের দুই দিকে পড়ে গেছেন। একসময় এমন ছিল, তীব্র শীতের মৌসুমে আফগানরা আজকের পাকিস্তান-ভারতভুক্ত অঞ্চলে চলে আসতেন। বরফ পড়া বন্ধ হলে আবার আফগানিস্তান ফিরে যেতেন। এ ছাড়া বিপদে-আপদে এক দিকের মানুষ অন্য দিকে যেতেন। সেই হিসেবেই রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসনের সময় অনেক আফগান পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পাকিস্তান এখন এই মানুষদের ফেরত পাঠাতে মরিয়া বিশেষ করে যাঁদের কাছে আসা ও থাকার কোনো নথিপত্র নেই। অর্থাৎ যাঁরা ‘অবৈধ’। অন্যদিকে নথিভুক্তদেরও নতুন বছর থেকে পাকিস্তানে বৈধভাবে বসবাসের সুযোগ বন্ধ হতে পারে। ইতিমধ্যে প্রায় তিন লাখ আফগানকে সীমান্তের ওপারে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। এ নিয়ে দুই দেশের প্রশাসকেরা উত্তপ্ত বাক্যবিনিময়ও করছেন। পাকিস্তান-আফগান মহাসড়কগুলোয় এখন শুধুই ট্রাকের দীর্ঘ সারি। হাজার হাজার পরিবার প্রতিদিন সামান্য সহায়-সম্বল নিয়ে আফগানিস্তানে ফিরছে। তবে কারও মনে পিতৃভূমিতে ফেরার আনন্দ নেই। কারণ, তাদের চরম অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিয়েছে পাকিস্তান। এদের অনেকে তিন-চার দশক আগে পাকিস্তানে এসে তাঁবুতে আশ্রয় নিয়েছিল। এখন আফগানিস্তানে ফিরে তাদের তাঁবুতেই ঠাঁই হবে। প্রশ্ন উঠেছে, এ সময় পাকিস্তান কেন এই শরণার্থীদের তাড়াচ্ছে? এ উদ্যোগের ফল কী দাঁড়াবে? গত চার-পাঁচ দশক আফগানিস্তানে যত অস্থিরতা হয়েছে, তার সঙ্গে পাকিস্তানের গভীর যোগ ছিল। ন্যাটোর ‘সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ’-এর সঙ্গী হয়ে পাকিস্তান আফগান অস্থিরতা থেকে আর্থিকভাবে অনেক ফায়দা তুলেছে। বিনিময়ে কমবেশি ৪০ লাখ শরণার্থীকে আশ্রয় দিতে হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১৫ লাখ শরণার্থীর কোনো কাগজপত্র নেই। একসময় ‘শরণার্থী প্রকল্প’ পাকিস্তানের জন্য লাভজনক হলেও এখন পরিস্থিতি পাল্টে গেছে। বৈশ্বিক ভূরাজনৈতিক তহবিলের অনেকখানি চলে গেছে ইউক্রেনের দিকে। বাকিটা যাবে গাজা কিংবা বার্মায়। তা ছাড়া পাকিস্তান ভাবছে, এই শরণার্থীরা তাদের জন্য নিরাপত্তা-সংকটও বাড়াচ্ছে। ১৯৭৯ সালে আফগানিস্তানে রুশ অভিযান থেকে পাকিস্তানে শরণার্থী আসা শুরু। গত দুই বছরে নতুন করে এসেছেন ছয় লাখ। বিশ্বের কম দেশে এখন এত শরণার্থী আছে। ফলে এদিক থেকে পাকিস্তানের চাওয়া যৌক্তিক যে আফগানিস্তানে যুদ্ধ শেষ। এখন শরণার্থীদের ধীরে ধীরে সে দেশে ফিরে যাওয়া দরকার। অন্তত আফগান সরকারের এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া উচিত। তবে সমস্যা হলো, হঠাৎ এত শরণার্থীর ফেরত দিতে চাওয়াটা অস্বাভাবিক। অর্থনৈতিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত আফগানিস্তানে কোথায় ফিরবেন এই শরণার্থীরা? খাবেন কী? চলবেন কীভাবে? শরণার্থী পরিবারের আফগান নারীরা ফিরতে বিশেষভাবে অনিচ্ছুক। হাজার হাজার শিশু তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষাজীবন থেকেও ছিটকে পড়েছে।

জানা অজানা

রামকৃষ্ণ কথা অমৃত সমান

সুনীল কুমার দে

ভগবান রামকৃষ্ণ দেব সব শাস্ত্রের সার বলে গেছেন কথামৃতে।শাস্ত্রের গভীর ও জটিল তত্ব সহজ সরল ভাবে উপমা ও গল্পের ছলে এর আগে কেউ বলেন নি।কথামৃতে সব শাস্ত্রের মিলন ঘটেছে।কথামৃতে সব সমস্যার সমাধান আছে।কথামৃত এ যুগের ভাগবত।কথামৃতের লেখক মহেন্দ্র গুপ্ত ওরফে শ্রীম বা মাস্টার মশায় এ যুগের ব্যাসদেব।তিনি ঠাকুরের এই অমৃত কথা লিপি বদ্ধ না করে থাকলে কথামৃত রুপী অমৃত আমরা পেতাম না।ঠাকুরের কথা কেবল হিন্দু ধর্মের লোকদের জন্য নয় সকল ধর্মের ধর্মপ্রাণ মানুষের পথের সম্বল, শান্তি, আনন্দ ও ঈশ্বর প্রীতি লাভের আলোক বর্তিকা।

শ্রীম জোর দিয়ে বলতেনঃ ঠাকুরের প্রতিটি কথাই মন্ত্র।এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছেন ঠাকুরের কথা চিন্তা করে মানুষ ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এখানে ঠাকুরের কতগুলি অমূল্য উপদেশ শ্রীমর কথামৃত থেকে উদ্ধৃত হলঃ

১। মানবজীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বরলাভ।
২। কামিনীকাঞ্চনই মায়া।
৩। সত্যকথা কলির তপস্যা।
৪।ভাগবত,ভক্ত,ভগবান- তিনে এক।
৫। আমি মলে ঘুচিবে জঞ্জাল।
৬। আমি যন্ত্র তুমি যন্ত্রী।
৭। নাহং নাহং তুঁহু।
৮। যত মত তত পথ।
৯। অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই করো।
১০। ভক্ত হবি তো বোকা হবি কেন?
১১। ঈশ্বর কল্পতরু।
১২। ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ।
১৩। বেদান্তের সার- ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা।
১৪। গীতার সার - ত্যাগী ত্যাগী।
১৫। বিষয়ে আসক্ত মন ভিজে দেশলাই।
১৬। নিরাকারও সত্য আবার সাকারও সত্য।
১৭। যেমন ভাব তেমনি লাভ।
১৮। ধ্যান করবে মনে, বনে ও কোণে।
১৯। ডুব দাও।
২০। সচ্চিদানন্দই গুরু।
২১। ঈশ্বর কে তুষ্ট করো, সকলেই তুষ্ট হবে।
২২। তিনিই সব হয়েছেন, তবে মানুষেই বেশি প্রকাশ।
২৩। ইশ্বরের ইতি করাটাই হীন বুদ্ধি।
২৪। মন মুখ এক করাই ধর্ম।
২৫। ভাবের ঘরে চুরি করো না।

মিয়ানমার ভেঙে কি কয়েক ভাগ হয়ে যাবে?

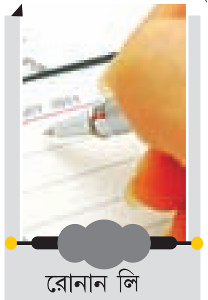

রোনান লি
প্রাবন্ধিক

মিয়ানমারের সামরিক সরকারের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট মিন্ট সোয়ে সতর্ক করেছেন যে ‘তাঁর দেশ কয়েক ভাগ হয়ে যেতে পারে’। সম্প্রতি প্রতিরোধ যোদ্ধাদের হাতে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী বিশাল আকারের ভূখণ্ড হারানোর পর তাঁর দিক থেকে এ সতর্কবার্তা আসে। মিয়ানমারের জনগণকে সামরিক বাহিনীর পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানান মিন্ট সোয়ে। কিন্তু অভিজ্ঞতা বলে, তাঁর এই আহ্বান মানুষ কানে তুলবে না।

সামরিক সরকার দেশের অনেক অংশের নিয়ন্ত্রণ হারালে ভীত হওয়া তো দূরে থাক মিয়ানমারের সাড়ে পাঁচ কোটি মানুষের বেশির ভাগই সেনাবাহিনীর পরাজয় উদ্‌যাপন করছে। সামরিক জান্তা সরকার জনগণের মনোভাব পড়তে ভুল করেছে। অবশ্য এই ভুল তারা এবারই প্রথম করেনি। ২০২১ সালে ক্ষমতা দখলের পর জনগণের ব্যাপক ক্ষোভ এবং লাগাতার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ দেখে সেনা অভ্যুত্থানের নেতারা বিস্মিত হয়েছিলেন।

বিরোধিতা দমনের জন্য সামরিক নেতারা নির্বিচার গ্রেপ্তার ও চূড়ান্ত মাত্রার সহিংসতার আশ্রয় নিয়েছেন। রাজনৈতিক বন্দীদের সহায়তা দেয় এ রকম সংস্থার মতে, বর্তমানে ১৯ হাজার ৬৭৫ জন রাজনৈতিক বন্দী এখন কারাগারে। এ সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। প্রতিবাদকারী ব্যক্তিদের শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভে সেনারা স্নাইপার রাইফেল দিয়ে গুলি চালিয়ে হত্যা করেছেন।

মিয়ানমারের সেনাবাহিনী বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম দমাতে গিয়ে নিয়মিতভাবেই জনসাধারণের ওপর শাস্তির খড়্গ চাপিয়ে দিয়ে আসছে। মানুষের বসতি ও স্থাপনায় তারা ভয়াবহ বিমান হামলা করছে। এই শুদ্ধি অভিযানে হাজারো মানুষ নিহত হয়েছে। সাত লাখের বেশি মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে।

২০২১ সালে জাতীয় ঐক্য সরকার (এনইউজি) গঠিত হয়। নির্বাসিত নেতাদের এই ছায়া সরকার রাষ্ট্রীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা যুদ্ধ শুরু করে। তারা সামরিক জান্তা সরকার ও তাদের অর্থনৈতিক ভিত্তিগুলোকে লক্ষ্যবস্তু করার জন্য সশস্ত্র যোদ্ধা গড়ে তোলে। এনইউজির সশস্ত্র যোদ্ধারা মিয়ানমারের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর কয়েক ডজন সশস্ত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে সমন্বয় বাড়িয়ে চলেছেন। এসব সশস্ত্র গোষ্ঠী কয়েক দশক ধরে সামরিক বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করে চলেছে।

শান স্টেটে ব্রাদারহুডকে অভিযান চালাতে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা সরকারের ওপর চীন ব্যাপকভাবে হতাশ। শান স্টেটের অনলাইন প্রতারণা কেন্দ্রগুলোয় কয়েক হাজার চীনা নাগরিক রয়েছেন। তারা পাচারের শিকার হয়েছেন। তাদের দাসদের মতো কাজ করতে বাধ্য করা হয়। এ কেন্দ্রগুলো বন্ধে জান্তা সরকারের নিষ্ক্রিয়তা চীন সরকারকে হতাশ করেছে।

এখন প্রতিরোধ যোদ্ধাদের শক্তিশালী হামলার মুখে সরকারি সেনারা প্রতিনিয়ত তাঁদের ব্যারাকগুলো থেকে সরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন। ফলে তাঁরা বিমানশক্তির ওপর ঝুঁকে পড়ছেন। কিন্তু স্থলে তাঁদের কার্যকর নিয়ন্ত্রণ রাখার ক্ষমতা সীমিত হয়ে পড়ছে। ধারাবাহিকভাবে সামরিক জান্তা সরকার অর্থনৈতিক ক্ষতির মুখে পড়ছে এবং ভূখণ্ড হারাচ্ছে।

এ বিষয় মিয়ানমারের জান্তা সরকারের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, জান্তা সরকারের বৈধতা নির্ভর করে পুরো দেশের

ওপর তারা কতটা নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে, তার ওপর। ২০০৮ সালে সেনাবাহিনীর খসড়া করা সংবিধানে কয়েক ডজনবার মিয়ানমারের ‘অখণ্ডতা’ শব্দটি এসেছে। প্রতিরক্ষা বাহিনীর দায়িত্ব হিসেবেই সংবিধানে ‘অখণ্ডতা’ শব্দটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ১৯৬২ সালের সামরিক অভ্যুত্থানকে বৈধতা দেওয়ার মূল চাবিকাঠি এটি। কেননা, পরবর্তী পাঁচ দশকের সামরিক শাসনের ভিত্তি তৈরি করে দিয়েছে ওই অভ্যুত্থান।

স্বাধীনতাপ্রাপ্তির কয়েক বছরের মধ্যে (১৯৪৮-৬২) মিয়ানমারের বেসামরিক সরকারকে দেশের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার জন্য রীতিমতো সংগ্রাম করতে হয়েছিল। সে সময় প্রধান প্রধান কয়েকটি শহর বাদে বাদবাকি এলাকার ওপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ খুব বেশি ছিল না। এখন পরিস্থিতি আবার সে রকম। শহর ও সেনা ব্যারাকের বাইরে জান্তা সরকার আর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারছে না। এটি খুব খারাপভাবে জান্তার নৈতিক বল ভেঙে দিচ্ছে। জনগণের মাঝে প্রতিরোধের প্রেরণা তৈরি করছে।

সাম্প্রতিক সময়ে জান্তা সরকার সবচেয়ে বড় ধাক্কা খেয়েছে শান স্টেটে। জাতিভিত্তিক তিনটি সশস্ত্র গোষ্ঠীর সম্মিলিত আক্রমণে বিশাল একটা এলাকার নিয়ন্ত্রণ তারা হারিয়েছে। এই তিন গোষ্ঠী হলো, আরাকান আর্মি, মিয়ানমার ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স আর্মি ও টাং ন্যাশনাল লিবারেশন আর্মি। এই তিন সশস্ত্র গোষ্ঠী মিলে ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স (ভ্রাতৃত্ব জোট) গড়ে তুলেছে।

নভেম্বরে ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের কাছে সামরিক বাহিনী ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়েছে। বেশ কয়েকটি সেনা ব্যারাকের নিয়ন্ত্রণ তারা হারিয়েছে। ৯৯তম পদাতিক ডিভিশনের কমান্ডার নিহত হয়েছেন। এই ডিভিশন রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে গণহত্যা চালিয়েছিল।

ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্স মান্দালয় থেকে চীন পর্যন্ত প্রধান সড়কের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। এই সড়ক মিয়ানমারের প্রধান অর্থনৈতিক করিডর।

চীনের ভূমিকা

ব্রাদারহুড অ্যালায়েন্সের সদস্যরা নিজেদের ভূখণ্ডের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হলেও তাঁরা নির্ভরশীল চীনের অস্ত্রের ওপর। সে কারণে চীনের হিন্টারল্যান্ড (পশ্চাৎভূমি) হিসেবে পরিচিত একটি অঞ্চলে হামলা করা বেইজিংয়ের সম্মতি ছাড়া সম্ভব হতে পারে না।

শান স্টেটে ব্রাদারহুডকে অভিযান চালাতে দেওয়ার অর্থ হচ্ছে মিয়ানমারের সামরিক জান্তা সরকারের ওপর চীন ব্যাপকভাবে হতাশ। শান স্টেটের অনলাইন প্রতারণা কেন্দ্রগুলোয় কয়েক হাজার চীনা নাগরিক রয়েছেন। তারা পাচারের শিকার হয়েছেন। তাদের দাসদের মতো কাজ করতে বাধ্য করা হয়। এ কেন্দ্রগুলো বন্ধে জান্তা সরকারের নিষ্ক্রিয়তা চীন সরকারকে হতাশ করেছে।

চীনের কৌশলগত অবস্থানে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। ২০২১ সালের অভ্যুত্থান নিয়ে চীনকে ততটা উৎসাহিত হতে দেখা যায়নি। মিয়ানমারে নিযুক্ত চীনের তৎকালীন রাষ্ট্রদূত ছেন হাই সাংবাদিকদের বলছিলেন, এ ধরনের কোনো ঘটনা সত্যিকার অর্থে চীন দেখতে চায়নি।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনের নেতারা ঐতিহ্যগতভাবেই মিয়ানমারের জান্তা সরকারের প্রধান মিত্র। কিন্তু সেনা অভ্যুত্থানে উৎখাত হওয়া অং সান সুচির সঙ্গেও তাঁরা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখতেন। মিয়ানমারের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর অনেক সশস্ত্র সংগঠনের সঙ্গেও তাঁরা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বজায় রেখে চলেন।

এখন মিয়ানমারের বিভিন্ন অঞ্চলের ওপর থেকে জান্তা সরকারের নিয়ন্ত্রণ হারানো এবং তাদের অর্থনৈতিক ক্ষতি এই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে চীন সরকারের কৌশলগত অবস্থান বিপরীত দিকে ঘুরে যাচ্ছে। চীনের নেতারা মিয়ানমারের পরিস্থিতি সম্ভবত ভালো করেই বুঝতে পারছেন। তাঁরা বুঝতে পারছেন, জান্তা সরকারকে সমর্থন দিয়ে যাওয়া তাঁদের জন্য মরণফাঁদ হতে পারে।

অন্য মিত্ররা চীনের নেতাদের মতো এতটা চতুর নন। চীনকে হটিয়ে রাশিয়া এখন মিয়ানমারের সামরিক জান্তা সরকারের সবচেয়ে বড় অস্ত্র সরবরাহকারী দেশ। ২০২১ সালের অভ্যুত্থানের পর থেকে এখন পর্যন্ত রাশিয়ার কাছ থেকে মিয়ানমার ৪০৬ মিলিয়ন ডলারের অস্ত্র কিনেছে। রাশিয়ার কাছ থেকে বিমানের জ্বালানি নেওয়ার বিনিময়ে মিয়ানমার রাশিয়াকে অর্থ এবং বঙ্গোপসাগরের বন্দর ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছে। রাশিয়াকে এ অঞ্চলে তারা প্রাসঙ্গিক হওয়ার সুযোগও করে দিয়েছে।

জান্তা নেতা মিন অং হ্লাইং সম্প্রতি রাশিয়ার নৌবাহিনীকে মিয়ানমারের সঙ্গে যৌথ মহড়ায় স্বাগত জানান। ভ্লাদিমির পুতিনকে তিনি ‘বিশ্বনেতা’ আখ্যা দিয়ে বলেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্থিতিশীলতা সৃষ্টি করছেন পুতিন।

এরপর কী?

সামরিক জান্তা-পরবর্তী মিয়ানমার কেমন হবে, তার একটি পরিকল্পনা করছে এনইউজি। তাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী, সু চির নেতৃত্বে একটি ঐক্যবদ্ধ মিয়ানমার প্রতিষ্ঠা হবে। কিন্তু মিয়ানমারের জান্তা সরকারের বিরুদ্ধে লড়াইরত অনেক সশস্ত্র গোষ্ঠীর কাছে এটা পছন্দনীয় সমাধান নয়।

তারা ফেডারেল রাষ্ট্রব্যবস্থা চায়। তারা চায় সংখ্যালঘুদের অধিকার নিশ্চিত করা হোক। সু চি যখন সবশেষ ক্ষমতায় ছিলেন সে সময় এ দুটি ইস্যুতে তাঁর বক্তব্যে তারা সন্তুষ্ট নয়।

মিয়ানমারের সামরিক জান্তার যে পতন হতে চলেছে, সেটা একেবারে স্পষ্ট। কিন্তু সেটা খুব তাড়াতাড়ি হবে, তা নয়। পরাজয় বুঝতে পেরে রাষ্ট্রীয় বাহিনী এখন ব্যাপক সহিংসতার মাধ্যমে প্রতিশোধ নিতে পারে। সে কারণেই জান্তা সরকারের পতন যত শিগগিরই হয়, ততই মঙ্গল।

মিয়ানমারের প্রতিবেশী দেশগুলো, আসিয়ান ও পশ্চিমা শক্তিগুলো মিয়ানমারের মানবাধিকার পরিস্থিতি নিয়ে কঠোর ভাষায় কথা বলে। তাদেরকে অবশ্যই লড়াইরত সব গোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করে জান্তা-পরবর্তী মিয়ানমারের ভবিষ্যতের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

গ্যাস বিদ্যুতের আন্দোলনটি ব্যবসায়ীরা করলেন না কেন

মাহা মির্জা

ব্যাংকে ডলার সংকট। বিপদে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা। শিল্পকারখানাগুলো চালাতে প্রচুর পরিমাণে কাঁচামাল বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়। গাড়ির ইঞ্জিন, কৃষি যন্ত্রাংশ নির্মাণকাজের যন্ত্রপাতি, নাট-বল্টু বা বেয়ারিং-এসব দেশে তৈরি হলেও কাঁচামাল আসে বিদেশ থেকে। অথচ ডলার সংকটে ব্যবসায়ীদের ঋণপত্র (এলসি) খোলা কঠিন হয়ে পড়েছে। ওষুধশিল্প, সিমেন্ট খাত, চামড়াশিল্প, ইলেকট্রনিকস পণ্য, মুদ্রণশিল্প-সবখানেই কাঁচামাল সংকট দেখা দিয়েছে। বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিবেদন থেকে দেখা যাচ্ছে কাঁচামাল, ভোগ্যপণ্য বা মূলধনি যন্ত্রপাতি-এই সব কটি ক্ষেত্রেই আমদানি কমে গেছে। বস্ত্র খাতের জন্য তুলা ও সুতা আমদানি কমেছে, প্লাস্টিকের তৈরি সুতা, সিনথেটিক ফাইবার ও ইয়ার্ন আমদানি কমেছে ব্যাপক হারে। বাংলাদেশের ওষুধশিল্পের ৮০ শতাংশ কাঁচামাল আসে বিদেশ থেকে। সেখানেও কাঁচামালের সংকট দেখা দিয়েছে। সব মিলিয়ে মেশিন বসে আছে, শ্রমিক বসে আছে, উৎপাদন কমছেই।

এদিকে গ্যাসের অভাবে অনেক কারখানার উৎপাদন বন্ধ হওয়ার উপক্রম। গত এক দশকে দফায় দফায় গ্যাস বিদ্যুতের দাম বেড়েছে। গত জানুয়ারি মাসে শিল্প খাতে গ্যাসের দাম একলাফে বাড়ানো হয় ১৭৯ শতাংশ! ইস্পাত, কাচ, সিমেন্ট, রিরোলিং কারখানায় গ্যাসের দরকার। ফাউন্ড্রি, বেকারি, অ্যালুমিনিয়াম পণ্য উৎপাদনেও গ্যাসের প্রয়োজন। ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করছেন, তাঁরা বেশি টাকা দিয়েও গ্যাস পাচ্ছেন না। গ্যাসের চাপ কম থাকায় ডিজেল দিয়ে জেনারেটর চালাতে হচ্ছে। এদিকে খরচ বেড়ে যাওয়ায় প্রতি টন রডের দাম লাখ টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। আবার ঘন ঘন লোডশেডিংয়ে সবচেয়ে বেশি সংকটে পড়ে প্লাস্টিক পণ্যের উৎপাদন। সব মিলিয়ে কাঁচামাল সংকট, গ্যাসের নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ নেই, গ্যাস বিদ্যুতের অতিরিক্ত দাম, ব্যবসায়ীরা বিপর্যস্ত। বাংলাদেশে গ্যাসের এই সংকট হলো কী করে? কয়েক দশক ধরে আমাদের ভূতত্ত্ববিদেরা কিন্তু একবারও বলেননি যে দেশে গ্যাস নেই। বরং তাঁরা বরাবরই বলেছেন, বাংলাদেশের মতো বদ্বীপ অঞ্চলে ঠিকঠাক অনুসন্ধান চালালে জলস্থল সবখানেই বিপুল পরিমাণ গ্যাস পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। অন্তত তিনটি প্রখ্যাত আন্তর্জাতিক তেলগ্যাস অনুসন্ধান প্রতিষ্ঠান (ইউএসজিএস, এনপিডি ও র‍্যাম্বল) ১৯৯৮ সাল থেকে এখন পর্যন্ত একাধিক সমীক্ষায় জানিয়েছে, বাংলাদেশের অনাবিষ্কৃত গ্যাসের মজুত প্রায় ৩২ টিসিএফের ওপর (প্রায় ৩০ বছরের মজুত)। অর্থাৎ দেশি গ্যাসের অনুসন্ধান বাড়াতে পারলে, ডলার খরচ করে বিদেশি গ্যাস আমদানি করার প্রয়োজন নেই।

মালয়েশিয়ার পেট্রোনাস এবং ভারতের ওএনজিসি শুধু সঠিক পরিকল্পনার কারণে মাত্র কয়েক দশকের মাথায় গভীর সমুদ্রেও গ্যাস উত্তোলন করতে সক্ষম হয়েছিল। আর আমাদের এখানে তেলগ্যাস উত্তোলনের একমাত্র রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাপেক্সকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বসিয়ে রেখে একের পর এক বিদেশি কোম্পানি ডেকে আনা হয়েছে। গত ৩০ বছরে বাপেক্স হাজার হাজার লাইন কিলোমিটার সার্ভে করেছে, একের পর এক গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে। এ ছাড়া বাপেক্স কাজ করে অত্যন্ত সস্তায়। প্রতিটি কূপ খনন করতে গাজপ্রম নেয় ১৮০ কোটি টাকা, বাপেক্স নেয় মাত্র ৮০ কোটি টাকা। তাহলে নিজেদের সক্ষম ও সফল প্রতিষ্ঠানটিকে বসিয়ে রেখে সম্ভাবনাময় দেশি গ্যাসক্ষেত্রগুলোকে দ্বিগুণ-তিন গুণ খরচে গাজপ্রমের মতো বিদেশি কোম্পানির হাতে তুলে দেওয়া হলো কেন? তা-ও আবার বিনা টেন্ডারে! অর্থাৎ দেশি প্রতিষ্ঠানের সম্পূর্ণ সক্ষমতা থাকলেও ওদের বসিয়ে রাখো!

সাময়িকী

শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন মূর্তিমান প্রেম

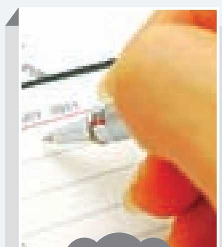

সুনীল কুমার দে
কলামিস্ট

শ্রীরামকৃষ্ণকে মানুষ ভগবান বা ঈশ্বর ভেবে যত না শ্রদ্ধাভক্তি করে তার থেকে বেশি শ্রদ্ধা করে তাঁকে অত্যন্ত আপনজন ও পরমাত্মীয় ভেবে। ঠাকুর বা দেবতারূপে তিনি যত কাছে আসেন, তার থেকে আরও বেশি কাছে আসেন আমাদের একান্ত কাছের মানুষ হিসেবে।শ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন মূর্তিমান প্রেম,ভালোবাসার জমাট বাঁধা রূপ। ছবির মাধ্যমে আজ তাঁর ঘরে ঘরে উপস্থিতি। সর্বত্রই তিনি এখন শ্রদ্ধার আসনটি অলঙ্কৃত করছেন। শুধু ছবিতে নয়, কথাতেও তিনি স্থান করে নিয়েছেন মানুষের মনমন্দিরে। তাঁর জীবনদর্শন পথহারা পথিকের পথপ্রদর্শক। গৃহী ত্যাগী নির্বিশেষে সকলের দৈনন্দিন জীবনে তাঁর জীবনবাণী আজ অপরিহার্য। এর কারণ, তাঁর বাণীগুলি যুক্তিসিদ্ধ ও জীবন থেকে উঠে আসা তরতাজা। কখনও মনে হয় না তাঁর কথা অলীক ও অসম্ভব বলে। পরন্তু, সে কথা সহজসরল, প্রাঞ্জল ও প্রাণবন্ত রূপ নেয়।

‘শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত’ই এর জীবন্ত উপমা। শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনবাণী কথামৃত। যার ছত্রে ছত্রে রয়েছে জীবন থেকে উঠে আসা সারল্য ভাবের প্রামাণ্য নিদর্শন। সমস্ত শ্রেণির মানুষের পাঠোপযোগী। সহজ বাংলায় রচিত। সকল সমস্যার সহজ সমাধান সব জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর। এর চাহিদা কী রকম, তা বইমেলায় যথেষ্ট লক্ষণীয়। পাঠক মাত্রের মন ছুঁয়ে যায় ক্ষুধা মেটায়। ঐশ্বরিক ভাবের আবেশ আসে মনে। প্রাণে আসে দিব্যভাবের নির্মলানন্দ। অজান্তে ব্রহ্মানন্দে মন উদ্বেলিত হয়। এই মন-এর স্বরূপ কী, এ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন ‘মন যে রঙে ছোপাবে সেই রঙে ছুপবে। যেমন ধোপাঘরের কাপড়। লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, সবুজে ছোপাও সবুজ।’ মানুষ মনকে যে রঙে রাঙাবে সে রঙেই রঞ্জিত হবে। এ অনুভবী সিদ্ধান্ত তথা দর্শনকে অস্বীকার করতে পারি না, পরন্তু আকর্ষিত হই। শ্রীরামকৃষ্ণের পূত সান্নিধ্যে এলেই ঐশ্বরিক আকর্ষণ অনুভূত হয়। এমনই অনুভবের কথা লিখেছেন মুগ্ধ দর্শক মহেন্দ্রনাথ দত্ত ওরফে স্বামীজির মেজ ভাই এ ভাবে দক্ষিণেশ্বর থেকে এই যে লোকটি এসেছে, একেই কি বলে (রামকৃষ্ণ) পরমহংস? দেখিলাম, লোকটির চেহারাতে কোনও বৈশিষ্ট্য নাই, চেহারা সাধারণ পাড়াগেঁয়ে লোকের মতো।...... সে দিন কিশোর শ্রোতা মহেন্দ্রনাথ আরও দেখেছিলেন যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁর অভ্যস্ত ভাবেই কথা বলে চলেছেন, ভাবগম্ভীর পরিবেশ এবং সে কথার ভাবের মধ্যে ছিল গভীরতা। তবে তিনি সেই সব সরল কথা যেটুকু অনুধাবন করতে পেরেছিলেন তা লিপিবদ্ধ করেছেন এ ভাবে এই মাত্র বিশেষ ভাবে বুঝিলাম যে, মনটাকে উপর হইতে নামাইয়া আনিয়া লোকটি কথা কহিতেছে, এবং আমাদের মনকে যেন আঠা দিয়া জুড়িয়া উপর দিকে লইয়া যাইতেছে। দেখিলাম যে, লোকটির প্রতি একটি টান আসিল। এ টান ভিতরের, লোকটির কাছে থাকিতেই ভাল লাগিতেছে। পরমহংস মশাই চলিয়া গেলেন, কিন্তু তাঁর প্রতি ভিতর হইতে একটি টান রহিয়া গেল, সেটা যে অন্য প্রকারের জিনিস, তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারিলাম। এই ভগবৎপ্রেমে আবদ্ধ হয়েছিলেন স্বয়ং স্বামীজিও। শ্রীরামকৃষ্ণকে ভালবাসার মূর্ত প্রতীক বলে মনে করতেন। সে অনুভূতিকে তিনি ব্যক্ত করেছেন ৪টি অক্ষরে Love অর্থাৎ Love Personified মূর্তিমান প্রেম। তাঁর ভালবাসা পার্থিব সব ভালবাসাকে হার মানায়। মানুষকে যে মানুষ এত ভালবাসতে পারে তা শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকেই শিখেছিলেন স্বামীজি। সে ভালবাসায় ছিল আত্মিক যোগসূত্র। তাই প্রেমময় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকৃত পরিচয়টি দিয়েছেন স্বামীজি এ ভাবে ঃ ‘রামকৃষ্ণ অবতার জগতের কল্যাণের জন্য এসেছিলেন। তাঁকে মানুষ বলো বা ঈশ্বর বলো বা অবতার বলো, আপনার আপনার ভাবে নাও। যে তাঁকে নমস্কার করবে সে সেই মুহূর্তে সোনা হয়ে যাবে।’ শ্রীরামকৃষ্ণ চুম্বকের উপমা দিতেন। বলতেন ‘চুম্বক যেমন লোহা টানে ভগবান তেমনই মানুষকে আকর্ষণ করেন।’ শ্রীরামকৃষ্ণও তেমনই আমাদের সবাইকে কাছে টানেন আকর্ষণীশক্তিতে। তাঁর সান্নিধ্যে আসলে মানুষ অন্তরের টান অনুভব করেন। যে একবার এসেছে সেই ফেঁসেছে। কথামৃতকার শ্রীম ওরফে মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত ঠাকুরকে দর্শন করতে এসেই আকর্ষিত হয়েছিলেন। একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর ছোকরা ভক্তদের সঙ্গে ঠাট্টাইয়ার্কি করছেন এমন সময় মাস্টারমশাই (শ্রীম) এসেছেন তাঁকে দর্শন ও প্রণাম করতে। ঠাকুর তাঁকে দেখেই হাসিঠাট্টা থামিয়ে সকলের উদ্দেশে বলে উঠলেন দ্যাখ, একটা ময়ূরকে বেলা চারটার সময় আফিম খাইয়ে দিয়েছিল। তার পর দিন ঠিক চারটার সময় ময়ূরটা উপস্থিত আফিমের মৌতাত ধরেছিল ঠিক সময় আফিম খেতে এসেছে। শ্রীরামকৃষ্ণ রসিকচূড়ামণি। তাঁর রঙ্গরসিকতা শুনে উপস্থিত ছোকরারা একেবারে হেসে কুটি কুটি। তা দেখে সম্ভ্রান্ত উচ্চশিক্ষিত মাস্টার মনে মনে ভাবছেন ‘ইনি ঠিক কথাই তো বলেছেন। বাড়ি যাই কিন্তু রাতদিন এঁর কাছেই মন পড়ে থাকে কখন দেখব, কখন দেখব। আশ্চর্য কে যেন টেনে আনল! ইচ্ছা করলেও তো অন্য জায়গায় যাবার জো নেই। এখানে আসতেই হবে।.....

রামকৃষ্ণ রাম আর কৃষ্ণ। রাম অর্থে আনন্দ, কৃষ্ণ অর্থে আকর্ষণ। তিনি আনন্দময়, সর্বদা কাছে ডাকেন প্রেম বিলাতে। একসময় দক্ষিণেশ্বরের কুঠিবাড়ির ছাদে উঠে হাঁক দিয়েছিলেন ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস, আয়। তোদের না দেখে প্রাণে বাঁচিনে। এ তো শুধু ডাক নয়, এ যে আকুল আহ্বান। অন্তরের আকুতি। একান্ত আপনজনের মতো কাতর অপেক্ষা! তাই সে ডাকে সে দিন সাড়া দিতে নরেন রাখাল শরৎ কালী শশী প্রমুখ ত্যাগব্রতী যেমন ছুটে এসেছিলেন, তেমনই তাঁর কাছে টান অনুভব করেছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, কেশবচন্দ্র প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। এই সব বিদ্বজ্জন তাঁর আকর্ষণী সান্নিধ্যে এসে ভাব বিনিময়ে ধন্য হয়েছেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, প্রদীপ জ্বাললে বাদুলে পোকাগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে আপনি আসে ডাকতে হয় না। তেমনই যে আদেশ পেয়েছে, তার লোক ডাকতে হয় না, অমুক সময় লেকচার হবে বলে, খবর পাঠাতে হয় না। তার নিজের এমনই টান যে লোক তাঁর কাছে আপনি আসে। সে টানে ছিল আত্মিক আকর্ষণ। তাঁর উপমার মধ্যমণি হয়ে ওঠেন তিনিই। তাঁর কথায় তিনিই ধরা পড়েন অচিনে গাছ শুনেছ? তাকে কেউ দেখে চিনতে পারে না। ঠাকুরের এ কথা শুনে মাস্টার বললেনআপনাকেও চিনবার জো নাই। আপনাকে যে যত বুঝবে সে তত উন্নত হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ আমাদের আপনজনবোধে আকর্ষণ করে কাছে ডেকে নিতে চান মানহুঁশ করার জন্য। মানুষ তার মান সম্বন্ধে হুঁশ অর্থাৎ সচেতন হোক। জানুক সে অমৃতের সন্তান। অমৃতত্ব লাভই হোক জীবনের উদ্দেশ্য। এই মরণশীল জীবনের চরম লক্ষ্য ও পরম বস্তুটি হল অমৃতত্ব। যা তাঁর জীবন ও বাণীর মধ্যে স্তরে স্তরে সমৃদ্ধ এবং তা বিতরণের জন্য তিনি সবাই কে আহ্বান জানান।

পাঠকের চিঠি

ট্রাম্প-বাইডেন তো বসেছিলেন, আপনারাও আলোচনায় বসুন

দেশের জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে। অর্থাৎ কবে নির্বাচন হবে, কবে নাগাদ মনোনয়ন ফরম জমা দেওয়া যাবে ইত্যাদি নির্বাচনবিষয়ক কার্যক্রম ঘোষণা করা হয়েছে। এ মুহূর্তে দেশের সব রাজনৈতিক দল ও সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা উচ্ছ্বাস থাকার কথা ছিল নির্বাচন নিয়ে। কিন্তু সে রকম কিছু কি আদৌ দেখা যাচ্ছে? উল্টো যেদিন তফসিল ঘোষণা করা হয়েছে, সেদিন অবরোধ চলছিল, তফসিল ঘোষণার প্রতিবাদে পরের দিন কয়েকটি রাজনৈতিক দল হরতাল ডেকেছিল। প্রধান বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি বিএনপি এরই মধ্যে তফসিল প্রত্যাখ্যান করে ৪৮ ঘণ্টার হরতালের ডাক দিয়েছে। এই যে একটা সংঘাতময় পরিস্থিতি বিরাজ করছে, দেশের সাধারণ মানুষ কি আদৌ এমন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাতে চায়? তাহলে কেন জনগণকে আতঙ্কের মধ্য দিয়ে যেতে হবে? কেন দেশের বড় রাজনৈতিক দলগুলো নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনা করে নির্বাচন বিষয়ে রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছাতে পারে না? নির্বাচনকে কেন্দ্র করে অনেক আগে থেকেই দেশের রাজনৈতিক আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্র একটা বিশাল অংশ দখল করে আছে। মার্কিন নিষেধাজ্ঞা নিয়ে অনেক আলোচনা-সমালোচনা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র কার পক্ষে, কার বিপক্ষে-এ নিয়েও কম আলোচনা হয়নি। এসব আলাপ-আলোচনার মধ্যেই সেদিন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, ‘আগে ট্রাম্প-বাইডেন আলোচনা করুক। এরপর নাহয় আমরা আলোচনা করব।’ গণতান্ত্রিক একটা ব্যবস্থায় আলোচনা করতে কেন এত চিন্তা করতে হবে? কেন সামান্য আলোচনা করতেও নানা শর্ত জুড়ে দিতে হয় দলগুলোকে? বিরোধী দলগুলো শর্ত জুড়ে দিচ্ছে। সরকারও শর্ত জুড়ে দিচ্ছে। আলোচনা করতে কেন এত অনীহা সবার? যুক্তরাষ্ট্রে কি ট্রাম্প-বাইডেন আলোচনা করেননি? ২০২০ সালে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সময় ট্রাম্প-বাইডেন তো অনেকবার আলোচনা করেছেন। টেলিভিশনে সরাসরি বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন। সেই বিতর্কে তাঁরা নিজেদের পলিসি নিয়ে আলোচনা করেছেন। সমালোচনা করেছেন। হয়তো তাঁদের মধ্যে রাষ্ট্র পরিচালনার তত্ত্ব নিয়ে ভিন্নতা আছে। গণতন্ত্র স্বাধীনভাবে মতপ্রকাশের কথা বলে, সংঘাতের কথা নয়। তাই বলে তো তাঁরা মুখ দেখাদেখি বন্ধ করে দেননি। তাই বলে তো তাঁরা আলোচনা, তর্কবিতর্ক বন্ধ করে বসে থাকেননি। উল্টো রাষ্ট্র পরিচালনায় নিজেদের পরিকল্পনা নিয়ে অনেকবার তর্কে জড়িয়েছেন সরাসরি।

আমিনুল ইসলাম, মুরি

স্বত্বাধিকারী, মুদ্রক, প্রকাশক, সম্পাদক ঃ রজত কুমার গুপ্তা, দ্বারা এচ.আই. ২৫৪, হরমু হাউসিং কলোনী, রাঁচি–৮৩৪০০২ থেকে প্রকাশিত এবং বৃন্দা মিডিয়া পাবলিকেশন প্রা.লি. চিরৌঁদী, বোড়েয়া রোড রাঁচি থেকে মুদ্রিত। নির্বাহী সম্পাদক ঃ আদিত্য কুমার চ্যাটার্জী* ফোন ঃ ০৬৫১২২৪৪৬০৫, ফেক্স ঃ ০৬৫১২২৪৪৫০৫ (*পীআরবী অধিনিয়ম অনুযায়ী খবরের চয়নের জন্য উত্তরদায়ী)
Printed, Published & Edited by Rajat Kumar Gupta and printed at Vrinda Media publication pvt.ltd, Chiraundi, Boraiya Road, Ranchi, Published at HI 254, Harmu Housing Colony, Harmu Road, Ranchi-834001, Jharkhand, : Executive Editor :Aditya Kumar Chatterjee * Phone : 0651-2244555, 0651-2244505 (*Responsible for news as per PRB Act) RNI Registration : JHABEN 00015 email-rashtriyokhobor@gmail.com www.rashtriyakhabar.com

চালকদের শ্রীকৃষ্ণের মত সারথি হওয়ার পরামর্শ পরিবহন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যের

মহানগরে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু এএসটিসি সিটি ক্যাব পরিষেবা, ইউপিআই অর্থাৎ ডিজিটাল লেনদেনের স্বার্থে পরিবহন নিগমের সঙ্গে ফোন পে এর যৌথ প্রয়াস

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ একটি গাড়িতে একজন যাত্রীর সম্পূর্ণ দায়িত্ব সেই গাড়ির চালকের উপর থাকে। এমনকি সেই গাড়িতে থাকা পর্যন্ত একজন যাত্রীর মান সম্মান সহ তার জীবনের দায়িত্ব গাড়ির চালককে পালন করতে হয়। ফলে গাড়ির চালকদের শ্রীকৃষ্ণের মতো সারথী হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন পরিবহন, আবগারি তথা মৎস্য বিভাগের মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য। তিনি বলেন মহাভারতের যুদ্ধ জয় করার স্বার্থে সারথি হয়ে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে সাহায্য করেছিলেন। ঠিক একই ভাবে জীবন যুদ্ধে গাড়ির চালকদের সারথী হয়ে তাদের যাত্রীদের সাহায্য করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

গুয়াহাটি মহানগর বাসীর জন্য সুখবর। উবের ,ওলা, পে ইন্ডিয়া ইত্যাদি ক্যাব পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সংযোজন ঘটেছে এএসটিসি সিটি ক্যাব। অসম রাজ্য পরিবহন নিগমের তত্ত্বাবধানে শুরু করা এই এএসটিসি সিটি ক্যাব যাত্রীদের সুলভ মূল্যে উচ্চ মানদন্ডের ক্যাব পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে উঠেছে। তিন মাস ধরে ট্রায়াল রান দেওয়ার পর অবশেষে পরিবহন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্যের হাত ধরে এবার আনুষ্ঠানিকভাবে পরিষেবা প্রদান করতে চলেছে এএসটিসি সিটি ক্যাব। তাছাড়া ইউপিআই অর্থাৎ ডিজিটাল লেনদেনের স্বার্থে পরিবহন নিগমের সঙ্গে ফোন পে যৌথ প্রয়াস শুরু করেছে। হলে এবার প্রতিটি রাজ্য পরিবহন নিয়মের বাসের কন্ডাক্টর এবং টিকেট কাউঃটারে ফোন পে এর কিউআর কোড থাকবে। ফলে যাত্রীরা খুচরো টাকার চিন্তা না করে ডিজিটাল লেনদেনের মাধ্যমে সরাসরি নির্দিষ্ট ভাড়া আদায় দিতে পারবেন।

প্রসঙ্গত মহানগরের আমবাড়ি স্থিত স্টার্টআপ অসম প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত সভায় রাজ্যের পরিবহন, আবগারি তথা মৎস্য বিভাগের মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য আনুষ্ঠানিক ভাবে এএসটিসি সিটি ক্যাব পরিষেবা উদ্বোধন করেছেন। তিনি বলেন এই পরিষেবা শুরু করার আগে তথা এক্ষেত্রে এএসটিসির নাম জড়ানোর আগে বহুবার বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেই বৈঠক গুলোতে বিভিন্ন ক্যাবের চালকরা তাদের মর্ম বেদনা বয়ান করেছিলেন। ফলে সেই চালকদের পাশাপাশি যাত্রীদের যাবতীয় সুবিধার কথা চিন্তা করেই এই এএসটিসি সিটি ক্যাব পরিষেবা শুরু করা হয়েছে। মূলত চালকদের প্রতি পরিষেবা, যাত্রীদের প্রতি পরিষেবা এবং দেশের প্রতি পরিষেবা দেওয়ার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে রাজ্য পরিবহন নিগমের কোন ধরনের লাভ চাইনা। শুধুমাত্র উন্নত মানদণ্ডের পরিষেবা প্রদানের মাধ্যমে গ্রাহক এবং চালকদের সন্তুষ্ট করার লক্ষ্য ধার্য করা হয়েছে। আনুষ্ঠানিকভাবে এই পরিষেবা শুরু করার আগে তিন মাস পরীক্ষামূলক ভাবে এর পরিষেবা চলেছে। এই তিন মাস সময় যাত্রী এবং চালকদের থেকে ইতিবাচক সারা পাওয়া গেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

পরিবহন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য বলেন এএসটিসি সিটি ক্যাব পরিষেবায় জড়িত প্রত্যেক চালকদের নিজেদের মর্যাদা এবং যাত্রীদের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে হবে। সেইসঙ্গে রাজ্যের সম্মান রক্ষা করাও চালকদের দায়িত্ব। মহাভারতের যুদ্ধে যেমন শ্রীকৃষ্ণ সারথি হয়ে অর্জুনের সাহায্য করে যুদ্ধ জয় করার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছিলেন ঠিক একই ভাবে চালকদের জীবনের যুদ্ধে স্মারথী হয়ে যাত্রীদের সাহায্য করতে হবে। পরাজিত হয়েও যুদ্ধ করতে শিখতে হবে। একই সঙ্গে চালকদের ভালো করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। চালকদের যাত্রীদের প্রতি ব্যবহার ভালো হতে হবে। এক্ষেত্রে নিজেদের প্রচেষ্টা করতে হবে। তাছাড়া ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলা চালকদের প্রধান দায়িত্ব। কারণ ট্রাফিক নিয়ম মেনে না চলা অর্থাৎ আইন মেনে না চলা। এর অর্থ ভারতের সংবিধান মেনে না চলা, দেশের বিরুদ্ধে কাজ করা। তাছাড়া ট্রাফিক নিয়ম না মানলে তথা ফাইনালে আত্মসম্মান হানি হয়। নিজের সন্তানদের কাছেও নিজেদের অপরাধী বলে মনে হয়। তাই প্রত্যেক চালকদের ভালো ব্যবহারের পাশাপাশি ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন পরিবহন মন্ত্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য।

অসম রাজ্য পরিবহন নিয়মের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর রাহুল চন্দ্র দাস বলেন গত তিন মাস আগে পরীক্ষামূলক ভাবে এএসটিসি সিটি ক্যাব পরিষেবা মহানগরের শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। তাছাড়া ফোন পে এর সাথে এক সমঝোতা করার ফলে অসম রাজ্য পরিবহন নিগম প্রতিটি বাসের কন্ডাক্টরের কাছে এবং প্রতিটি টিকেট কাউন্টারে ইউপিআই এর মাধ্যমে ডিজিটাল লেনদেন করার জন্য কিউআরকোড এর ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন তিনি। এএসটিসি সিটি ক্যাব পরিষেবার দায়িত্বে থাকা অরুণাভ ভাগবতি জানান মহানগর এ গত ১৬-১৭ বছর থেকে নানা ক্যাব পরিষেবা রয়েছে। তবে এবার রাজ্য পরিবহন নিয়মের তত্ত্বাবধানে যাত্রীদের জন্য অত্যন্ত সুলভ মূল্যের ভাড়া এবং চালকরা করা যাতে উচিত মূল্য পান সেটার কথা চিন্তা করেই এএসটিসি সিটি ক্যাব পরিষেবা শুরু করা হয়েছে। গত তিন মাস পরীক্ষামূলক ভাবে পরিষেবা প্রদান করেই এএসটিসি সিটি ক্যাব বর্তমান মহানগরের তৃতীয় স্থান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

অরুণাভ ভাগবতি বলেন এই পরিষেবার ক্ষেত্রে মোট ৯৫০০ চালক আবেদন করেছিলেন। কিন্তু যাবতীয় পরীক্ষার পর তথা পুলিশ ভেরিফিকেশন এবং অন্যান্য বিষয় খতিয়ে দেখার পর অবশেষে ৩৫০০ চালককে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। গত তিন মাসে ৬০০০০ যাত্রী এএসটিসি সিটি ক্যাব পরিষেবা গ্রহণ করেছেন। গুয়াহাটি বিমানবন্দরে যাত্রীদের জন্য এসএমএস এর মাধ্যমে এই পরিষেবা প্রদান শুরু করা হয়েছে। পরবর্তীকালে খানাপাড়া, আইএসবিটি এবং গুয়াহাটি রেল স্টেশনে এই পরিষেবা শুরু করা হবে বলেও জানান তিনি। অনুষ্ঠানে ফোন পে এর রিজনাল হেড সৌরভ যোশি ইউপিআই এবং ডিজিটাল লেনদেনের ক্ষেত্রে যাবতীয় তথ্য বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। পরিবহন বিভাগের শীর্ষ কর্তা হিমাংশু কুমার দাস মহানগরের সিটি বাসের যানজট সমস্যা, চালকদের দায়িত্ব এবং কর্তব্য, ট্রাফিক নিয়ম মেনে চলা ইত্যাদি নানা বিষয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন। এএসটিসি সিটি ক্যাব এর ক্ষেত্রে উন্নতমানের পরিষেবা প্রদান করা বিভিন্ন চালকদের মোমেঃটাম প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া রাজ্য পরিবহন বিভাগের ১২ জন বাসের কন্ডাক্টরকে কিউআরকোড তুলে দেওয়া হয়েছে।

আগামী ১২ ডিসেম্বর থেকে ২০২৪ এর ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত সপ্তদশ অসম যোগ মহোৎসবের আয়োজন

ধেমাজি জেলার গোগামুখে অনুষ্ঠেয় যোগ মহোৎসবে মুখ্য অতিথি হিসেবে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু উপস্থিত থাকবেন বলে মন্তব্য সভাপতি যোগাচার্য শুভাশিসের

সব্যসাচী শর্মা

গুয়াহাটি ঃ যোগ ব্যায়াম নিয়ে চর্চা করা ব্যক্তিদের মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে কোনো ধরনের অসুবিধা হয় না বলে প্রত্যেকে জ্ঞাত। দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যে যোগ ব্যায়ামের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখা উত্তর পূর্বাঞ্চলের অগ্রণী স্বেচ্ছাসেবী যোগ প্রতিষ্ঠান ভারতীয় যোগ সংস্কৃতি এবং যোগ চিকিৎসা কেন্দ্র এক্ষেত্রে অহরহ কার্যকলাপ অব্যাহত রেখেছে। এবার আগামী ১২ ডিসেম্বর থেকে ২০২৪ এর ২১ জানুয়ারি পর্যন্ত সপ্তদশ অসম যোগ মহোৎসবের আয়োজন করতে চলেছে ভারতীয় যোগ সংস্কৃতি এবং যোগ চিকিৎসা কেন্দ্র। ধেমাজি জেলার গোগামুখে অনুষ্ঠেয় এই যোগ মহোৎসবে মুখ্য অতিথি হিসেবে শিক্ষামন্ত্রী ডঃ রণোজ পেগু উপস্থিত থাকবেন বলে জানান প্রতিষ্ঠানটির সভাপতি যোগাচার্য শুভাশিস কর এবং সচিব ড০ অনিল কুমার পেগু।

মহানগরের আমবাড়ি স্থিত গুয়াহাটি প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক বৈঠকে ভারতীয় যোগ সংস্কৃতি এবং যোগ চিকিৎসা কেন্দ্রের সভাপতি যোগাচার্য শুভাশিস কর এবং সচিব ড০ অনিল কুমার পেগু বলেন সপ্তদশ অসম যোগ মহোৎসবের কার্যসূচির মধ্যে রয়েছে রক্তদান শিবির, বৃক্ষরোপণ, সাংস্কৃতিক মিছিল, সারা অসম যোগ মহাবিদ্যালয় যোগাসন প্রতিযোগিতা, যোগ কুইজ, স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী যোগ প্রেরণা পুরস্কার ২০২৩। এই অনুষ্ঠানে ব্রহ্মচারিণী শুভ্রচৈতন্য যোগ প্রেরণা পুরস্কার প্রদান করবেন। উল্লেখ্য রাজ্যের মোট ১৬ জন বিশেষ ব্যক্তিকে এই পুরস্কার দেওয়া হবে উল্লেখ করেছেন সভাপতি এবং সচিব।

Press Meet
সপ্তদশ অসম যোগ মহোৎসব, ২০২৩
17th Assam Yoga Mahotsav, 2023
Mising Auto
Rudraksh Y
Council

ভারতীয় যোগ সংস্কৃতি এবং যোগ চিকিৎসা কেন্দ্রের সভাপতি যোগাচার্য শুভাশিস কর এবং সচিব ড০ অনিল কুমার পেগু জানান গোগামুখে অনুষ্ঠেয় সপ্তদশ অসম যোগ মহোৎসবে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন সাংসদ প্রদান বড়ুয়া, ধেমাজি জেলা কমিশনার অঙ্কুর ভরালী, মিসিং স্বশাসিত পরিষদের সিইএম পরমানন্দ চায়েঙ্গীয়া এবং ধেমাজি জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মোহন গগৈ। তাছাড়া উদ্বোধনী সভায় সভাপতিত্ব করবেন যোগাচার্য শুভাশিস কর। অন্যদিকে এক মাসের সপ্তদশ অসম যোগ মহোৎসব ২০২৪ সালের ২১ জানুয়ারি গুয়াহাটি মহানগরের মালিগাঁও স্থিত যোগা তীর্থে সমাপন ঘটবে। এই যোগ মহোৎসবে পূর্ণাঙ্গ রূপে সহযোগিতা করেছে মিসিং অটোনোমাস কাউন্সিল এবং রুদ্রাক্ষ যোগাভ্যাস কেন্দ্র। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় যোগ সংস্কৃতি এবং যোগ চিকিৎসা কেন্দ্রের ধনঞ্জয় তালুকদার, সুরেশ পোদ্দার, অরুন্ধতী তালুকদার, দিব্যজ্যোতি ডেকা প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

মাতাজী আশ্রমে নিশুলক নেত্র চিকিৎসা শিবির আয়োজিত

শিবিরে মোট ৭৫ জনের নেত্র পরীক্ষা হলো তাদের মধ্যে ৫০ জনের মতিয়াবিন্দ পাওয়া গেল

সেবা করাই আমাদের ধর্ম : গোপাল মহারাজ

পোটকা (নিজস্ব প্রতিনিধি)ঃ পূর্ব নির্ধারিত সূচনা অনুসার আজ তারিখ ১৯ শে নভেম্বর ২০২৩ মাতাজী আশ্রমে রামকৃষ্ণ মিশন জামশেদপুরের পক্ষ থেকে নিশুলক নেত্র চিকিৎসা শিবিরের আয়োজন করা হলো।শিবিরটির শুভ উদ্বোধন করলেন রামকৃষ্ণ মিশনের পূজনীয় গোপাল মহারাজ রামকৃষ্ণ মন্দিরে ঠাকুর,মা ও স্বামীজীর পুজো করে।তিনি বলেন,,সেবা করা আমাদের ধর্ম।রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দের জীব সেবাই শিব সেবার আদর্শ কে নিয়ে চলে।শিবিরে মোট ৭৫ জনের নিশুলক নেত্র পরীক্ষা করা হলো তাদের মধ্যে ৫০ জনের মতিয়াবিন্দ পাওয়া গেল।আগামী ২৩ শে নভেম্বর বেলা ১১ টার সময় মাতাজী আশ্রম থেকে রোগীদের নিয়ে যাওয়া হবে ও ২৪ নভেম্বর পূর্ণিমা নেত্রালয়ে মতিয়া বিন্দ অপারেশন করা হবে।শিবিরে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ থেকে গোপাল মহারাজ,পশুপতি মাহাতো,ফটিক চন্দ্র মাহাতো,বিবেক মহাপাত্র পূর্ণিমা নেত্রালয়ের পক্ষ থেকে ডাক্তার সুমন কুমার ও ঈশ্বরী রাও,মাতাজী আশ্রমের পক্ষ থেকে সুনীল কুমার দে,শঙ্কর চন্দ্র গোপ,কমল কান্তি ঘোষ,মোহিতোষ মণ্ডল,অজিত সরদার,মনি পাল,হীরালাল দে,কৃষ্ণ পদ মণ্ডল,রাজকুমার সাহু,তপন মণ্ডল,সহদেব মণ্ডল,বিমল মণ্ডল,বিমল কুমার মণ্ডল,অমল বিশ্বাস,হেম চন্দ্র পাত্র,লোচনা মণ্ডল,কাজল মন্ডল, বুলু রানী মণ্ডল,বলরাম গোপ,সমাজ সেবী মনোজ কুমার সরদার আরো অনেকেই।

RS 449/_ ONLY
RASHTRIYAKHABAR.COM

টুকরো খবর

'আজমল' সংক্রান্তে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার মন্তব্যের পর সর্বত্রে প্রতিক্রিয়া

শাসকবিরোধী উভয় পক্ষের নেতাদের নানা ধরনের মন্তব্য

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা 'আজমল' সংক্রান্তে মন্তব্য করার পর থেকে রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তাল হয়ে উঠেছে। শাসক বিরোধী উভয় পক্ষের নেতারা এক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করে নিজেদের মতামত তুলে ধরেছেন। আজমল অর্থাৎ কি সেটা দল হিসাবে নেতারা নিজেদের ভাষায় বর্ণনা করেছেন। শাসক পক্ষের মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা, জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া, বিজিবি বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন, দিগন্ত কবিতা এবং বিরোধী পক্ষের কংগ্রেস সাংসদ আব্দুল খালেক ও এক্ষেত্রে নিজের মন্তব্য তুলে ধরেছেন। প্রসঙ্গত বিজেপি নেতৃত্বাধীন মিত্র জোটে থাকা পাঁচটি রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আলোচনার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বৈঠকে অংশগ্রহণ করার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেছেন আজমল শুধুমাত্র ব্যক্তি বিশেষের নাম নয়। বরং লাভ জিহাদ করা, গরু চুরি করা, জমি জিহাদ করা, শাকসবজিতে সার জিহাদ করা প্রতিজন ব্যক্তি আজমল বলে মন্তব্য করেছিলেন তিনি। তবে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পর স্বাভাবিকভাবে তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেছে বদরুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এআইইউডিএফ। দলটির বিধায়করা বলেছেন রাজ্যে বসবাস করা এক কোটি ২০ লক্ষ সংখ্যালঘু বিরোধী মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা। এবার এক্ষেত্রে শাসক পক্ষের নেতারা নিজেদের মতামত তুলে ধরেছেন। মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা বলেন আজমলদের থেকে অসমীয়া জাতিটি বেঁচে থাকতে হবে। এর জন্য প্রত্যেককে একত্রিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। কখনো কখনো বদরুদ্দিন আজমলকে বড় ব্যক্তি সাজিয়ে দেওয়া হয়। তার থেকে কিছুটা আর্থিক সাহায্য পেয়ে তাকে ভগবান হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে। এইসব করে করে অসমীয়া জাতি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। আজমলদের মধ্যে মূলত বাংলাদেশি মূলের মিঞা মুসলমান রয়েছেন। এদের মধ্যে দু একজন ব্যক্তি ভালো থাকতে পারেন সেটাতে অস্বীকার করার কিছু নেই কিন্তু অধিকাংশ ব্যক্তি খারাপ। এই আজমলরা অসমীয়া জাতিকে মারতে চায়, অসমীয়া জাতি কিংবা হিন্দু সভ্যতাকে গ্রাস করতে চায়। এরা হিন্দুদের সংস্কৃতিকে, রাজনৈতিক অধিকারকে, জমির অধিকারকে গ্রাস করতে চাইছে। ফলে এর প্রতিরোধ করার জন্য অসমীয়া ব্যক্তিদের একত্রিত হতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বড়ুয়া বলেন আজমল একটি প্রতীক। যে ব্যক্তিরা অসমে আগ্রাসন করতে এসেছে, বিশেষ করে লিগেছি ডেটা চুরি করে কিংবা অসম চুক্তির গয়না নিয়ে তারা হয়তো অসমে ভোটাধিকারের অধিকার পেয়েছে কিংবা ভারতীয় নাগরিক হয়েছে। কিন্তু তাদের আগ্রাসী মনোভাব কিংবা যাদের গিলে ফেলার মনোভাব শেষ হয়ে যায়নি তারাই আজমল। অসমীয়া ভূমিপুত্র মুসলমানরা কখনো আজমল হতে পারেন না। কারণ তারা এই পরিবেশে এখানে জমি জলের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে বড় হয়েছেন। তাদের কথাবার্তার মাধ্যমে এই বিষয়টি প্রকাশ পায়। কিন্তু যারা অসমীয়া গামছা, সেলেং চাদর ছুড়ে ফেলে, যারা অসমীয়া সরাই, জাপিকে সম্মান করতে পারেন না তারাই আজমল। এখানে একজন আজমলের কথা বলা হচ্ছে না। লক্ষ লক্ষ আজমল অসমে প্রবেশ করেছে। এই লক্ষ লক্ষ আজমলকে কিভাবে প্রতিরোধ করা যায় সেটাই বড় বিষয়। তাছাড়া আজমল কিংবা এআইইউডিএফ এর জন্ম কংগ্রেসের ওরসে হয়েছে। কংগ্রেস জন্ম দিয়েছে। ফলে কংগ্রেস তাদের লালন পালন করছে। এই ব্যক্তিদের ভোট কংগ্রেসের ব্যানারে নিয়ে আসতে কখনো অসুবিধা হয় বলে কখনো কখনো এক্ষেত্রে এআইইউডিএফ এর ব্যানার ব্যবহার করা হয় বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। বিজেপি বিধায়ক প্রশান্ত ফুকন বলেন মুখ্যমন্ত্রী ইতিমধ্যে এই বিষয়টি সঠিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। যে ব্যক্তিদের উপরে ভরসা করে কংগ্রেস দল বর্তমান জীবিত হয়ে রয়েছে। সেটা যদি সরে যায় তাহলে কংগ্রেস সম্পূর্ণভাবে বিলীন হয়ে যাবে। ৫ শতাংশ কিংবা ৭ শতাংশে এসে গেছে কংগ্রেস। বাংলাদেশী মুসলিম ব্যক্তিরা সর্বদা কংগ্রেসকে সমর্থন করে আসছে। এবার তাদের ভোটেই বিভাজন হয়েছে। কংগ্রেসের ওরসে এআইইউডিএফ জন্ম নিয়েছিল। ফলে ভোট ভাগাভাগি হওয়ার পর কংগ্রেস পলিটিক্যাল ভেঃটিলেশনে রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। একইভাবে বিজেপি বিধায়ক দিগন্ত কলিতা বলেন কংগ্রেসে এই ধরনের বহু আজমল রয়েছে। লাভ জিহাদ আজমল করেননি। কিন্তু আজ মনের মত ব্যক্তিরা সেটা করছে। সেখানে কংগ্রেসের মানুষ রয়েছে, এআইইউডিএফ এর ব্যক্তি রয়েছে। এআইইউডিএফ এর তুলনায় কংগ্রেসে অধিক আজমল রয়েছেন। কংগ্রেসে থাকা ব্যক্তি রায় মিঞা মিউজিয়ামের কথা বলেন কিংবা জমির অগ্রাসনের সরব হয়ে থাকেন। ফলে অসমীয়া জাতিকে জাগ্রত হতে হবে। আজমলের বঙ্গীয় মুসলমানের যে গোষ্ঠি সেটাকে প্রতিরোধ করার জন্য সবাইকে একত্রিত হবে। অসমীয়া জাতিকে অপমান করা সহ্য করা হবে না। এই ধরনের হাজার লক্ষ আজমল এআইইউডিএফ এ রয়েছে কংগ্রেসেও রয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় কংগ্রেস সাংসদ আব্দুল খালেক বলেছেন দরিদ্র পরিশ্রম করা ব্যক্তিদের নামই আজমল।

আগামী ৩০ নভেম্বর বিরোধী ঐক্য মঞ্চের বৈঠক ডিব্রুগড়ে অনুষ্ঠিত হবে বলে মন্তব্য অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈর

১ ডিসেম্বর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন লোকসভা কেন্দ্র এবং জেলায় জনসভার আয়োজনে

গুয়াহাটি (সব্যসাচী শর্মা) ঃ সম্প্রতি মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে বিজেপি সহ শাসক পক্ষের পাঁচটি রাজনৈতিক দল বৈঠকে মিলিত হয়ে আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের কৌশল প্রস্তুত করেছে। এবার শাসক পক্ষের এই তৎপরতার বিপরীতে ফের সরব হয়ে উঠেছে বিরোধীপক্ষ। কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ১৫ টি রাজনৈতিক দলের ঐক্য মঞ্চ আগামী ৩০ নভেম্বর ডিব্রুগড়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকের আহ্বান করেছে। এই তথ্য জানিয়ে অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈ বলেন আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে রাজ্যের বিভিন্ন লোকসভা কেন্দ্র এবং জেলায় জনসভার আয়োজন করতে চলেছে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ। প্রসঙ্গত কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন বিরোধী ঐক্য মঞ্চ গঠন হওয়ার পর থেকেই শাসক পক্ষের নেতারা এর কঠোর সমালোচনা করছেন। বিজেপির অধিকাংশ নেতা বিরোধী ঐক্য মঞ্চকে ক্লাব কিংবা সেল্ফ হেল্প গ্রুপ ইত্যাদি বলে আখ্যা দিয়েছেন। তবে শুধুমাত্র বিজেপি নয় বদরুদ্দিন আজমল নেতৃত্বাধীন এআইইউডিএফ এর অধিকাংশ বিধায়ক এই ঐক্য মঞ্চকে ক্লাবের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এমনকি বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা দলগুলোর নাম কিংবা সভাপতিদের নাম অনেকে জানেন না বলেও মন্তব্য করেছেন এআইইউডিএফ বিধায়করা। কিন্তু এই কঠোর সমালোচনার তোয়াক্কা না করে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ নিজেদের তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। আয়োজন করে চলছে একের পর এক বৈঠক। তাছাড়া আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ ১০-১২ টি আসন পাবে বলে ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছেন বিরোধীপক্ষের একাধিক নেতার পাশাপাশি কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা। সম্প্রতি বিরোধী ঐক্য মঞ্চের এক পূর্ণাঙ্গ বৈঠক অনুষ্ঠিত হওয়ার পর রাজ্যসভার সাংসদ অজিত কুমার ভূঁইয়ার নিমন্ত্রণ রক্ষা করে কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন বরা, অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈ, আম আদমি পার্টির রাজ্য সভাপতি সহ এক দুজন নেতা গোপন বৈঠকও অনুষ্ঠিত করেছেন। তবে সেটাকে গোপন বৈঠক বলতে অস্বীকার করে নিছক চা পান করে আলোচনা বলে উল্লেখ করেছিলেন বৈঠকে উপস্থিত নেতারা। একইভাবে শুক্রবার মহানগরে বিরোধী ঐক্য মঞ্চে থাকা ১৫ টি রাজনৈতিক দলের সভাপতিরা মহানগরের হাতিগাও স্থিত এক হোটেলে আলোচনায় মিলিত হয়েছেন। এই আলোচনার পর আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে সাংবাদিকদের কাছে বিস্তারিত তথ্য তুলে ধরেন অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈ। তিনি বলেন নির্বাচনে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের মূল ইসু হবে মুখ্যমন্ত্রীর পরিবারের দুর্নীতি। মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা শুরু করা পরিবার কেন্দ্রিক দুর্নীতির পরিবেশ সংক্রান্তে পরবর্তীকালে বিরোধী ঐক্যমঞ্চ সাধারণ জনতার কাছে বার্তা নিয়ে যেতে চাইছে। বিরোধী ঐক্য মঞ্চ রাজ্যের ১৪ টি লোকসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। শাসক পক্ষ যত খুশি অপপ্রচার ষড়যন্ত্র করুক কিন্তু এরপরও বিরোধীর ঐক্যবদ্ধ স্থিতি ভাঙতে পারবেনা বলে মন্তব্য করেছেন লুরিনজ্যোতি গগৈ। তিনি বলেন আসন্ন ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনের যাবতীয় রণকৌশল নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিরোধী ঐক্য মঞ্চ ফের বৈঠক অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আগামী বৈঠকে লোকসভা কেন্দ্র ভিত্তিক রণকৌশল নির্ধারণ করা ছাড়াও এক্ষেত্রে যাবতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে। এর জন্য আগামী ৩০ নভেম্বর ডিব্রুগড়ে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের পূর্ণাঙ্গ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। মঞ্চে থাকা ১৫ টি রাজনৈতিক দলের নেতারা সেই বৈঠকে অংশগ্রহণ করবেন। তাছাড়া আগামী ১ ডিসেম্বর ডিব্রুগড়ে বিরোধী ঐক্য মঞ্চের এক জনসভা আয়োজন করা হবে। পরবর্তীকালে লোকসভা নির্বাচনের রণকৌশল হিসাবে রাজ্যের বিভিন্ন জেলা এবং লোকসভা কেন্দ্রে একই ধরনের জনসভা বিরোধী ঐক্য মঞ্চ আয়োজন করতে চলেছে বলে উল্লেখ করেছেন অসম জাতীয় পরিষদের সভাপতি লুরিনজ্যোতি গগৈ। অন্যদিকে সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়ে কংগ্রেস বিধায়ক তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রকিবুল হোসেন বলেন রাজ্যে বর্তমান বিজেপির অবস্থা শোচনীয়। প্রতি জন ব্যক্তি বিজেপিকে খারাপ পাচ্ছেন। বাস্তবে বিজেপির পায়ের নিচে মাটি নেই। অত্যন্ত খারাপ অবস্থা। তবে বিজেপির তুলনায় সাধারণ জনতা মুখ্যমন্ত্রী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাকে বেশি খারাপ পেয়েছেন বলে মতামত ব্যক্ত করেন তিনি।

৩৩ কোটি টাকা লাভে বাড়ি বিক্রির অপেক্ষায় স্মিথ

মুম্বাই ঃ ক্রিকেট থেকে অবসর নেওয়ার পর কোন পেশায় আসবেন স্টিভেন স্মিথ? তা যে পেশার সঙ্গেই যুক্ত হোন না কেন, রিয়েল এস্টেট বা আবাসন ব্যবসায়ী হিসেবে যে মন্দ করবেন না, সেটি বলাই যায়! সফল আবাসন ব্যবসায়ী হিসেবে অস্ট্রেলিয়ায় স্মিথের বেশ সুনাম আছে। ৩৪ বছর বয়সী তারকা ব্যাটসম্যান ২০১৫ সাল থেকে এ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত। কম দামে কেনা বাড়ি সংস্কারের পর চড়া দামে বিক্রি করেন বা ভাড়া দিয়ে থাকেন স্মিথ ও তাঁর স্ত্রী ড্যানি উইলিস। গত বছরও নিজের একটি বাড়ি বিক্রি করে মোটা অঙ্কের মুনাফা করেছেন এই দম্পতি। সম্প্রতি পূর্ব সিডনির ব্রোন্টে এলাকার আরেকটি বাড়ি নিলামে তোলার ঘোষণা দেন স্মিথ, যেটির ভিত্তিমূল্য ধরা হয়েছিল ৭০ লাখ ডলার (৭৭ কোটি টাকা)। তবে এত দামে কেউ বাড়ি কিনতে আগ্রহ না দেখানোয় ভিত্তিমূল্য ৫ লাখ ডলার (৬ কোটি টাকা) কমিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ নিলামে কেউ ৬৫ লাখ ডলারের (৭১ কোটি টাকা) ডাক দিলেও বাড়িটি বিক্রি করবেন স্মিথ। আগামী শনিবার নিলাম হওয়ার কথা। অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বকাপ অভিযানের অংশ হিসেবে এই মুহূর্তে দলের সঙ্গে ভারতে আছেন স্মিথ। আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে আজ স্বাগতিকদের বিপক্ষে ফাইনাল খেলতে নেমেও পড়েছেন। বাড়ি বিক্রির বিষয়টি আপাতত তদারকি করছেন তাঁর স্ত্রী উইলিস।

ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইল জানিয়েছে, ২০১৯ সালে ৩৫ লাখ ডলারে (৩৮ কোটি টাকা) সিডনির সমুদ্রসৈকতের পাশে বিলাসবহুল বাড়িটি কিনেছিলেন স্মিথ। তার মানে শনিবার প্রত্যাশার চেয়ে ৫ লাখ ডলার (৬ কোটি টাকা) কমে বাড়িটি বিক্রি করলেও তাঁর লাভ হবে ৩০ লাখ ডলার (৩৩ কোটি টাকা)। দোতলা এই বাড়িটি এর আগেও দুবার নিলামে তুলেছিলেন স্মিথ। কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিলামের তালিকা থেকে সরিয়ে নেন। সব ধরনের অত্যাধুনিক সুযোগসুবিধা সম্পন্ন বাড়িটি হঠাৎ আবার নিলামে তোলার কারণও জানা গেছে। অস্ট্রেলিয়ার টেলিভিশন চ্যানেল নাইন নেটওয়ার্ক জানিয়েছে, দেশটিতে এই সময়কে আবাসস্থল, জমিজমা বা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির সেরা মৌসুম মনে করা হয়। এ সময়ে কোনো সম্পদ বিক্রি করলে সর্বোচ্চ দাম পাওয়া যায়। সফল ব্যবসায়ী স্মিথও ভালো দাম আশা করছেন। শুধু স্মিথই নন, শনিবার নিলামে বাড়ি বিক্রি করবেন তাঁর সতীর্থ মিচেল স্টার্কও। বাড়ি বিক্রির ধারণাটা স্মিথের কাছ থেকেই পেয়েছেন স্টার্ক ও তাঁর ক্রিকেটার স্ত্রী অ্যালিসা হিলি। স্টার্ক হিলি দম্পতির বাড়ির অবস্থান সিডনির উত্তর কার্ল কার্ল এলাকায়। জায়গাটি সিডনির কেন্দ্রীয় বাণিজ্যিক এলাকা থেকে ১৭ কিলোমিটার দূরে। এর ভিত্তিমূল্য ধরা হয়েছে ৯০ লাখ ডলার (১০০ কোটি টাকা)। শনিবার এই দামে বিক্রি হলেও তাঁদের লাভ হবে ৪২ কোটি টাকার বেশি। লাভের অঙ্কটা যে নেহাত কম নয়, সেটি আলাদা করে না বললেও চলছে!

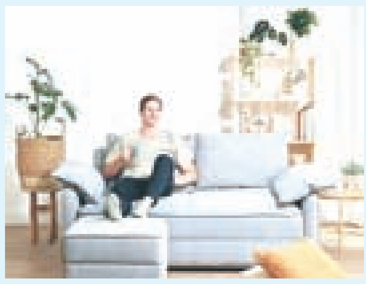

ড্রোন শো, যুদ্ধবিমান, অধিনায়কদের প্যারেড - বিশ্বকাপ ফাইনালের যতো আয়োজন

আহমেদাবাদ ঃ ক্রিকেট বিশ্বকাপ ২০২৩ এর ফাইনালকে কেন্দ্র করে গুজরাটের আহমেদাবাদে সাজ সাজ রব এখন। ম্যাচ রবিবার হলেও শুক্রবার থেকেই স্টেডিয়াম ও এর আশেপাশের মানুষের জমায়েত দেখে ফাইনাল দেখতে যাওয়া সাংবাদিকরা বলছেন, 'ফাইনাল মনে হচ্ছে তিনদিনব্যাপী'।

অনেকে ভারতের জার্সি পরে এমনিই স্টেডিয়ামের আশেপাশে আড্ডা দিচ্ছেন, জড়ো হয়ে বিশেষ ক্ষণের অপেক্ষা লাঘব করছেন।

এরই মধ্যে হোটেল ও বিমান ভাড়া আকাশ ছুঁয়েছে ভারতে।

যেসব হোটেলের ভাড়া ৩ থেকে ৪ হাজার রুপি, সেখানে ১৫ থেকে ২০ হাজার রুপি ভাড়া চাওয়া হচ্ছে।

ভারতের যোগাযোগ ব্যবস্থার একটা বড় উপযোগিতার জায়গা হচ্ছে সস্তা অভ্যন্তরীণ বিমান ব্যবস্থা। কিন্তু ভারত থেকে এক যাত্রী জানাচ্ছেন যে, যে রুটে একমুখী বিমানের ভাড়া রুপিতে ৬ থেকে ৭ হাজার রুপির বেশি হয় না, সেটাই এখন ভারতীয় রুপিতে সর্বনিম্ন ২৬-২৭ হাজার দেখাচ্ছে।

কোনও কোনও ক্ষেত্রে একমুখী ফ্লাইট ভাড়া দেখাচ্ছে ৪০ হাজার টাকার বেশি।

আহমেদাবাদের বিশাল স্টেডিয়ামে একসাথে ১ লাখ ৩২ হাজার মানুষ বসে খেলা দেখতে পারেন, কিন্তু এখন ভারতে যতো মানুষ খেলা দেখার ইচ্ছা পোষণ করছেন তাতে এই ধারণক্ষমতাকে অনেক তুচ্ছ মনে হচ্ছে।

টিকিটের ব্যাপারে কলকাতা থেকে ক্রিকেট ভক্ত বিপ্লব সরকার বলেন, যে টিকিটের দাম ৫ হাজার টাকা কোনও কোনও জায়গায় সেই টিকিট তিনটা বিক্রি হচ্ছে ১৫ লাখ টাকাতে।

অর্থাৎ কালোবাজারে টিকিট বিক্রি এখন তুঙ্গে।

যারা আইসিসির ওয়েবসাইট থেকে টিকিট কেটে রেখেছিলেন, তাদের একটা অংশ উচ্চমূল্যে টিকিট বিক্রি করে দিচ্ছেন।

ফাইনালে কী কী আয়োজন থাকবে?

ফাইনাল ম্যাচের অন্তত দুই ঘণ্টা আগে থেকেই শুরু হবে আনুষ্ঠানিকতা।

স্থানীয় সময় দুপুর ১২.৩০ মিনিটে আহমেদাবাদ স্টেডিয়ামের ওপর দিয়ে উড়ে যাবে ইন্ডিয়ান এয়ার ফোর্সের ৯টি যুদ্ধবিমান, যারা দেখাবে অ্যাক্রোব্যাটিক এয়ার শো।

সুরিয়াকিরান নামে একটি দল নরেন্দ্র মোদী ক্রিকেট স্টেডিয়ামের ওপর এই শো উপস্থাপন করবে।

ম্যাচের মাঝে থাকবে অধিনায়কদের প্যারেড।

১৯৭৫ সাল থেকে সব ক্রিকেট বিশ্বকাপজয়ী অধিনায়কদের দাওয়াত দেয়া হয়েছে আহমেদাবাদের ফাইনালে।

ক্লাইভ লয়েড থেকে ইয়ন মরগানরা আসবেন এই আয়োজনে।

তবে ১৯৯২ বিশ্বকাপ জয়ী ইমরান খান আটক অবস্থায় থাকায় তাকে ছাড়াই এই আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হবে।

দুই ইনিংসের মাঝের বিরতিতে থাকছে জনপ্রিয় সঙ্গীত সম্পাদক প্রীতমের আয়োজনে সঙ্গীতানুষ্ঠান।

একই সাথে নাচবেন প্রায় ৫০০জন নৃত্যশিল্পীরা।

ম্যাচের ফল চলে আসার সাথে সাথেই শুরু হবে বিশেষ লেজার শো এবং ড্রোন শো।

চ্যাম্পিয়ন দলকে অভিবাদন জানাতেই হবে এই পুরো আয়োজন।

ভারতীয় গণমাধ্যমে বলা হয়েছে, এই গোটা উৎসবের অন্যতম মুখ হতে যাচ্ছেন ব্রিটিশআলবেনিয়ান সঙ্গীতশিল্পী দুয়া লিপা।

তবে পরে বিসিসিআইয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আসলে বিশ্বকাপের আসরে অংশ নিচ্ছেন না দুয়া লিপা।

পিচ ও আম্পায়ার নিয়ে আলোচনা কেমন?

বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে ভারত ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার ম্যাচের আগে পিচ পরিবর্তন নিয়ে তুমুল বিতর্কের পরে ফাইনাল ম্যাচের পিচের দিকে চোখ থাকবে।

নরেন্দ্র মোদী ক্রিকেট স্টেডিয়ামে গতকাল শুক্রবার ঐচ্ছিক অনুশীলনের এক ফাঁকে ভারতের কোচ রাহুল দ্রাবিড় ও অধিনায়ক রোহিত শর্মা উইকেট পর্যবেক্ষণ করলেন কিছুক্ষণ। কেমন হবে উইকেট এনিয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি, কিন্তু আহমেদাবাদের উইকেট প্রথাগতভাবেই ব্যাটারদের জন্য স্বস্তিদায়ক কিন্তু খুব বড় স্কোর এখানে হয় না।

টসে জিতে কোনও অধিনায়কই ব্যাটিং বা বোলিং নিয়ে স্বস্তিতে থাকতে পারবে না কারণ এখানে আগে ব্যাট করে জয় ও পরে ব্যাট করে জয়ের পরিসংখ্যানে খুব বেশি তফাৎ নেই।

ইংল্যান্ডের রিচার্ড ইলিংওয়ার্থ এবং রিচার্ড কেটলবরো রবিবার আহমেদাবাদে ভারত ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে অনুষ্ঠিতব্য ক্রিকেট বিশ্বকাপের ফাইনালে মাঠের আম্পায়ারিং করবেন মাঠে।

এনিয়ে দ্বিতীয়বারের মতো কেটলবোরো বিশ্বকাপের ফাইনালে মাঠে থাকবেন আম্পায়ার হিসেবে। ৫০ বছর বয়সী এই ব্রিটিশ আম্পায়ার এর আগে মেলবোর্নে ২০১৫ সালের ফাইনালে কুমার ধর্মসেনার সাথে মাঠে ছিলেন।

ইলিংওয়ার্থ, ৬০ বছর বয়সী এই ব্রিটিশ আম্পায়ার, মেলবোর্নে ১৯৯২ বিশ্বকাপের ফাইনালে খেলেছিলেন, যেখানে পাকিস্তান ইংল্যান্ডকে হারিয়েছিল।

এই জুটির সাথে থার্ড আম্পায়ার হিসেবে যোগ দেবেন জোয়েল উইলসন, চতুর্থ আম্পায়ার ক্রিস গ্যাফানি এবং ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফট।

Compra Ahora
www.indiyfashion.com
indiYfashion
Es todo sobre la moda india
Nuevas colecciones
• Ropa India y Accesorios • Vestido • Vestido Superior
• Faldas, Partalon Cubieratade cousion, Zapatos,
Lámpara • Bolso/Cartera Y otros Accesorios
.......y muchos más
Akki Media y Ropa India spa
IMPORTADORA
IMPORTACION/VENTA DE ROPA INDIA Y ACCESORIES
SALVADOR SANFUENTES # 2647, MALL PLAZA LILA MALL, LOCAL No. 201
Fono :- 932930142, WhatsApp : +91 9958050095
https://www.facebook.com/INDIYFASHION/
facebook twitter instagram
IMPORTACIÓN DIRECTA DE INDIA
ELIJA SU ESTILO
RASIKA Clothing Line

রাতে ঘন ঘন প্রস্রাবের কারণ কী? এ সমস্যার সমাধান কীভাবে সম্ভব?

কলকাতা (ওয়েবডেস্ক)ঃ একদিন এক বন্ধুর বাবামা বলছিলেন যে, তারা রাতে ভাল করে ঘুমাতে পারেন না। তার কারণ হিসেবে তারা বলছিলেন, তাদের বয়স হয়ে গেছে, হয়তো সে কারণেই রাতে অনেকবার উঠে টয়লেট যেতে হয়। ফল স্বরূপ, রোজ সকালে বেশ ক্লান্তি অনুভব করেন তারা। বিশ্বের সব দেশেই এ অভিযোগ কমবেশি শোনা যায়। কিন্তু বিষয়টি নিয়ে লজ্জা আর কুণ্ঠার কারণে চিকিৎসকের পরামর্শ দূরে থাক, আপনজনদের কাছেও মুখ ফুটে প্রকাশ করেন না বেশিরভাগ মানুষ। অথচ চিকিৎসকের পরামর্শ আর জীবনযাত্রায় পরিবর্তনের মাধ্যমে এ সমস্যা সমাধান সম্ভব। চিকিৎসকের ভাষায় এটি একটি শারীরিক সমস্যা, আর এ সমস্যার একটা আনুষ্ঠানিক নামও আছে।

একে বলা হয় নকটারিয়া বা রাতের বেলা বার বার ঘুম থেকে উঠে মূত্রত্যাগ করতে শৌচাগার বা টয়লেট ব্যবহার করা।

যুক্তরাজ্য ভিত্তিক স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রতিষ্ঠান ইন্টারন্যাশনাল কন্টিনেন্স সোসাইটির তথ্য অনুযায়ী, নকটারিয়ার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, রাতে ঘুম ভেঙে অন্তত দুই বার প্রস্রাব করার জন্য যদি কাউকে উঠতে হয়, তাহলে তিনি এ রোগে আক্রান্ত। এই সমস্যার কারণে ঘুম এবং জীবনযাপন দুটোতেই বিঘ্ন তৈরি হয়।

বয়স্ক মানুষের মধ্যে এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। এক হিসাব অনুযায়ী, ৭০ বছরের বেশি বয়সী প্রতি পাঁচ জনের মধ্যে তিন জনই এই সমস্যায় ভোগেন।

এছাড়া আবহাওয়া এবং সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে গর্ভবতী নারীরাও এই সমস্যায় পড়েন অনেক সময়ই।

তবে কম বয়সীরাও এতে আক্রান্ত হতে পারেন। নারী পুরুষ যে কেউই এ সমস্যায় আক্রান্ত হতে পারেন।

নকটারিয়ার কারণ কী?

দুটি কারণে নকটারিয়া দেখা দিতে পারে। একটি হচ্ছে মূত্রথলির ধারণ ক্ষমতা কমে যাওয়া এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে মূত্র উৎপাদন বেড়ে যাওয়া। এই অবস্থাকে পলিইউরিয়া বলা হয়।

প্রথম কারণটির ক্ষেত্রে একটি অঙ্গের ধারণক্ষমতার কথা বলা হচ্ছে, যা সাধারণত ৩০০-৬০০ মিলিলিটার হয়ে থাকে। দুটি কারণে এই ধারণক্ষমতা কমতে পারে। এগুলো হচ্ছে

প্রথমত, শারীরবৃত্তীয় পরিবর্তন। পুরুষের ক্ষেত্রে এটা সাধারণত হয়ে থাকে বেনাইন প্রোস্টেটিক হারপারট্রফি নামে এক ধরণের স্বাস্থ্যগত সমস্যার কারণে। এই সমস্যায় পুরুষের প্রোস্টেট বড় হয়ে যায়।

নারীদের ক্ষেত্রে স্থূলতা এবং পেলভিক অরগ্যান প্রোল্যাপসের মতো সমস্যায় এই রোগ দেখা দিতে পারে। পেলভিক অরগ্যান প্রোল্যাপসের ক্ষেত্রে জরায়ু, মূত্রথলি বা মলদ্বার দুর্বল হয়ে পড়ে বা ঢিলা হয়ে যায়। আর দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, অন্যান্য সমস্যা যেমন ওভারঅ্যাকটিভ ব্লাডার সিনড্রোম, সংক্রমণ, সিস্টাইটিস ইত্যাদি স্বাস্থ্য সমস্যা থাকলেও নকটারিয়া হতে পারে।

পলিইউরিয়ার মতোই নকটারিয়া বা রাতে মূত্র উৎপাদনের হার অ্যান্টি ডিউরেটিক হরমোনের প্রভাবে কমে যায়। কিন্তু বয়স বাড়ার সাথে সাথে আমাদের দেহে এই হরমোনের নিঃসরণ রাতে বেলা কমে যায়।

অন্যান্য অনেক রোগের কারণে নকটারিয়া দেখা দিলেও এটিই এই সমস্যার অন্যতম প্রধান কারণ।

এছাড়া ডায়াবেটিস, এডেমাটোস স্টেটস বা টিস্যুতে অত্যধিক তরল আটকে থাকার কারণে ফোলা ভাব, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, সন্ধ্যায় বেশি পরিমাণে তরল গ্রহণ, অতিমাত্রায় ক্যাফেইন, অ্যালকোহল বা তামাক গ্রহণের কারণেও এটি হতে পারে।

এছাড়া কিছু কিছু রোগের ওষুধ গ্রহণের কারণেও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে মূত্র উৎপাদন বৃদ্ধি এবং মূত্রথলির কার্যক্রমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। এসব ওষুধ হচ্ছে ঃ

ডায়রেটিকস তরল ধারণ ক্ষমতার চিকিৎসা এবং উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় এটি ব্যবহৃত হয়।

অ্যান্টিকলোনারজিকস - ওভারঅ্যাকটিভ ব্লাডার সিনড্রোমের চিকিৎসায় এটি ব্যবহার করা হয়। এই ওষুধ সেসব স্নায়ুর সংকেতে বিঘ্ন ঘটাতে পারে যেগুলো এই অঙ্গগুলো নিয়ন্ত্রণ করে এবং এর কারণে ঘন ঘন প্রস্রাবের চাপ আসতে পারে। দেখা দিতে পারে নকটারিয়া।

উচ্চ রক্তচাপের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধ খেলে এই সমস্যা দেখা দিতে পারে।

ডিপ্রেশন বা বিষণ্ণতা প্রতিরোধে ওষুধ সেবনেও এ ধরনের সমস্যা দেখা দিতে পারে। কারণ এগুলো অনেক সময় অ্যান্টিডিউরেটিক হরমোনের কাজ কমিয়ে দেয়।

বাইপোলার ডিসঅর্ডারের মতো মানসিক সমস্যার চিকিৎসায় ব্যবহৃত লিথিয়াম ওষুধ সেবনেও এই সমস্যা দেখা দিতে পারে।

তবে তার মানে এই নয় যে, যারা এসব রোগের চিকিৎসায় এ ধরনের ওষুধ সেবন করছেন তারা সবাই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে এ ধরণের উপসর্গে পড়বেন বা নকটারিয়াতে আক্রান্ত হবেন।

যদি কেউ মনে করেন যে তার মধ্যে এ ধরণের প্রভাব বা উপসর্গ দেখা দিচ্ছে এবং তিনি যদি এটি নিয়ে উদ্বিগ্ন থাকেন তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত।

এতে করে তারা ওই ওষুধ পরিবর্তন করে বা বিকল্প কোন উপায় সম্পর্কে পরামর্শ দিতে পারেন।

নকটারিয়া কীভাবে বন্ধ করা যায়?

নকটারিয়া আক্রান্ত প্রত্যেক মানুষের চিকিৎসা আলাদাভাবে করতে হবে। কারণ একেকজনের আক্রান্ত হওয়ার পেছনে আলাদা আলাদা হাজারো কারণ থাকতে পারে।

তারপরেও চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী এখানে মৌলিক কয়েকটি টিপসের কথা উল্লেখ করা হলো, যা সাধারণভাবে সব বয়সের নকটারিয়া আক্রান্ত রোগীর কাজে আসতে পারে -

নকটারিয়া বন্ধে অ্যালকোহল, কফি এবং তামাক নকটারিয়া বন্ধে অ্যালকোহল, কফি এবং তামাক অবশ্যই পরিহার করতে হবে।

জীবনযাত্রায় পরিবর্তন ঃ ঘুমাতে যাওয়ার অন্তত চার থেকে ছয় ঘণ্টা আগে তরল খাবার খাওয়া কমিয়ে আনুন। রাতের বেলা অ্যালকোহল এবং ক্যাফেইন গ্রহণ পরিহার করতে হবে। ধূমপান ত্যাগ করুন। ওজন বেশি থাকলে তা কমিয়ে ফেলুন। ঘুমাতে যাওয়ার আগে মূত্রত্যাগ করুন।

পেলভিক ফ্লোর এক্সারসাইজ বা তলপেটের মাংসপেশির ব্যায়াম করুন। আপনার পায়ের টিস্যুতে যদি পানি জমে ফোলা ভাব থাকে তাহলে রাত নামার কয়েক ঘণ্টা আগে থেকেই সেটিকে বিশ্রাম দিন।

চিকিৎসকের পরামর্শ নিন ঃ নকটারিয়া যদি কোন স্বাস্থ্য সমস্যার কারণে হয়ে থাকে যেমন ডায়াবেটিস বা হৃদরোগ, তাহলে এসব রোগের চিকিৎসা করলে নকটারিয়ারও উপশম হতে পারে। সব ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে চলাটা গুরুত্বপূর্ণ।

চিকিৎসার সময়সূচী পরিবর্তন করা ঃ ডাইরেটিকস এবং এনজিওটেনসিন কনভার্টিং এনজাইমের ক্ষেত্রে চিকিৎসায় অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেয়া উচিত যাতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া কমিয়ে আনা যায়।

এক্ষেত্রে তারা চিকিৎসা সূচী এবং পদ্ধতি পরিবর্তন করে দিয়ে থাকেন।

নিয়মিত ব্যায়াম করা ঃ ঘনঘন মূত্রত্যাগের বিষয়ে নিয়ন্ত্রণ পেতে অনেক সময় ব্যায়াম উপকারে আসতে পারে। এক্ষেত্রে তলপেটের মাংসপেশি ও মূত্রথলির ব্যায়াম এবং এ সংক্রান্ত চিকিৎসা ভাল কাজ করবে। তলপেটের মাংসপেশি ও মূত্রথলির ব্যায়ামের ফলে প্রস্রাবের বেগ নিয়ন্ত্রণ করা অনেকটাই সহজ আসে।

প্রয়োজনে ওষুধ খেতে হবে ঃ সাধারণভাবে মানুষের মধ্যে রোজ ওষুধ খাওয়া নিয়ে ভীতি বা অস্বস্তি রয়েছে। কিন্তু অনেক সময় রোগীর সাথে আলাপের পর চিকিৎসক নকটারনাল পলিইউরিয়া বা রাত্রিকালীন অতি মূত্র উৎপাদন রোগের চিকিৎসায় ওষুধ সেবনের পরামর্শ দিয়ে থাকেন। সবশেষে যদিও নকটারিয়া বয়স্ক মানুষের মধ্যেই বেশি দেখা যায়, তারপরও যে কারো ঘুমে এটি বিঘ্ন ঘটাতে পারে, যার প্রভাব পড়তে পারে জীবনমানের উপরও। তাই এ ধরণের সমস্যার ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। তারা আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে আলাপ আলোচনা করে, দৈনন্দিন অভ্যাস থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য অবস্থা, ওষুধ সেবনের মতো বিষয়গুলো পর্যালোচনা করে তারপর সমাধান দিয়ে থাকেন।

টুকরো খবর

এবার রেশনের ডিলার নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ খাদ্য দপ্তর সহ তৃণমূলের নেতাদের বিরুদ্ধে, আদালতের রায়কে অমান্য করার অভিযোগ খাদ্য দপ্তরের বিরুদ্ধে

মালদা ঃ নিয়ম বহির্ভূত ভাবে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি আব্দুর রহিম বকশির আত্মীয়, তথা মহিলা তৃণমূল ব্লক সভা নেত্রীর স্বামীকে রেশন ডিলারশিপ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ।উচ্চ আদালতের নির্দেশের পরেও রেশন ডিলারশিপ উপযুক্ত আবেদনকারীকে ইস্যু করতে বিলম্ব করার অভিযোগ জেলা খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের বিরুদ্ধে। শাসকদলের চাপে অযথা হয়রানি করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন এক আবেদনকারী। যদি আদালতের নির্দেশ মতো দ্রুত পদক্ষেপ করা হবে বলে জানিয়েছেন জেলা খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের আধিকারিক। ঘটনাটি মালদা রতুয়া ১ নম্বর ব্লকের সাহাপুর এলাকার। আর এই ঘটনা ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। ২০২২ সালে ৩ এপ্রিল রতুয়া ১ নম্বর ব্লকের বাহারাল গ্রাম পঞ্চায়েতে সাহাপুর এলাকায় রেশন ডিলারশিপের জন্য আবেদন পত্র চাওয়া হয় খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের তরফ থেকে।২৪ শে এপ্রিল আবেদন করার শেষ দিন ধার্য করা হয়।সেই সময় শেখ আতাউর নামে এক যুবক রেশন ডিলারশিপের জন্য আবেদন করেন।তার অভিযোগ ২৪ এপ্রিল আবেদন জমা দেওয়ার শেষ দিন থাকলেও ২৮ এপ্রিল রেশন ডিলারশিপের জন্য আবেদন করেন রতুয়া ১ নম্বর ব্লক মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী রুকসানা পারভিনের স্বামী আফসার আলী। জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সির আত্মীয়। এমনকি আফসার আলী এই ডিলারশিপ পান। এরপরই কলকাতা উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হন শেখ আতাউর।সিঙ্গেল বেঞ্চ তার পক্ষে রায় দিলেও,সেই রাই কে কার্যকর করতে বিলম্ব করে জেলা খাদ্য দপ্তর বলে অভিযোগ। এরপর তৃণমূল নেত্রীর স্বামী ডিভিশন বেঞ্চ এর দ্বারস্থ হন। ডিভিশন বেঞ্চ সেই রায় বহাল রাখে। সেখানে দু,মাসের মধ্যে সিঙ্গেল বেঞ্চের রাইকে কার্যকরী করা নির্দেশ দেন।কিন্তু এরপরেও সেই রায় কার্যকরী করতে বিলম্ব করছে খাদ্য দপ্তর বলে অভিযোগ। এমনকি নিয়ম বহির্ভূত ভাবে প্রভাবশালীকে রেশন ডিলারশিপ পাইয়ে দেওয়ার অভিযোগ তোলা হয়েছে। যদিও এই বিষয়ে আফসার আলীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোন উত্তর দিতে চাননি। জেলা খাদ্য সরবরাহ দপ্তরের আধিকারিক মানিক সরকার বলেন, উচ্চ আদালতের নির্দেশের কপি আমরা হাতে পেয়েছি। আদালত যা রাই দিয়েছে তা কার্যকরী করা হবে। আর এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। মালদা উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু বলেন, তৃণমূলের সবকিছুতেই দুর্নীতি আছে। একাধিক নেতা জেলে আছে বাকিদেরও জেলে যাওয়া উচিত। এই বিষয়ে মালদা জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সহসভাপতি দুলাল সরকার বলেন,এই ঘটনার সাথে তৃণমূলের কোন যোগ নেই।আদালত যা নির্দেশ দিয়েছে খাদ্য দপ্তরের আধিকারিকরা সেই নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করবেন।

পুলিশের অভিযানে ২টি পিকআপ ভ্যান জব্দ, তল্লাশিতে উদ্ধার ১৫টি গরু

শিলিগুড়ি ঃ সাপটিগুড়িতে অভিযান চালায় বিধাননগর থানার পুলিশ। এরপর সেখানে দুটি পিকঅ্যাপ ভ্যান আটক করে তল্লাশি। তখনই চালক পুলিশি উপস্থিত বুঝতে পেরে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এরপর পুলিশ দুটি পিকঅ্যাপ থেকে ১৫টি গরু উদ্ধার করে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে উদ্ধার হাওয়া গরু বিহার থেকে আসামে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া যাচ্ছিল। তবে কে বা কারা জড়িত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। গরুগুলো খোড়ারে পাঠানো হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে বিধাননগর থানার পুলিশ।

পুলিশের অভিযানে পিকআপ ভ্যানসহ ১৯টি গরু আটক, চালক গ্রেফতার উত্তর দিনাজপুরের বাসিন্দা

শিলিগুড়ি ঃ গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুরমোড়ে অভিযান চালায় ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ। এরপর সেখান একটি পিকঅ্যাপ ভ্যান আটক করে এবং তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় গরু। এই ঘটনায় পিকঅ্যাপ ভ্যানের চালককে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের নাম ফরিজউদ্দিন(২৫)। উত্তর দিনাজপুর জেলার করণদিঘির বাসিন্দা। ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ওই পিকঅ্যাপ ভ্যান থেকে ১৯টি গরু উদ্ধার হয়েছে এবং উদ্ধার হওয়া গরু বিহার থেকে বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। রবিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। গোটা ঘটনার তদন্তে নেমেছে ঘোষপুকুর ফাঁড়ির পুলিশ।

মেটেলি ব্লকের দক্ষিণ ধুপঝোরার একটি বেসরকারি রিসোর্ট থেকে ওই কিং কোবরা উদ্ধার

জলপাইগুড়ি। ফের ডুয়ার্সে বিশালাকার কিং কোবরা উদ্ধার।রবিবার মেটেলি ব্লকের দক্ষিণ ধুপঝোরার একটি বেসরকারি রিসোর্ট থেকে ওই কিং কোবরা টি উদ্ধার করা হয়। চালসার সর্প প্রেমী যুবক দিবস রাই এসে সেটিকে উদ্ধার করে।এদিন রিসর্টের কর্মীরা কিং কোবরা টিকে রিসোর্টের ভিতরে ঘোরাফেরা করতে দেখে।এরপরেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েন সকলই। খবর দেওয়া হয় দিবসকে।দিবস এসে প্রায় আধ ঘণ্টার প্রচেষ্টায় কিং কোবরা টিকে উদ্ধার করে বন্ধি করে।দিবস জানায়, কিং কোবরা টি লম্বায় প্রায় ১০ ফিট।সেটি সুস্থ আছে।বনদপ্তরের সাহায্যে সেটিকে জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে।উল্লেখ্য,ওই রিসোর্টের পাশেই আছে গরুমারা জঙ্গল।ওই জঙ্গল থেকেই কিং কোবরা টি রিসোর্টে এসেছে বলে সকলের ধারণা।এদিন কিং কোবরার খবর চাউর হতেই বহু মানুষের ভিড় হয় সেটিকে দেখতে।

রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা ১৭ বছরের যুবককে দ্রুত গতির বাইকের ধাক্কায় উড়িয়ে দিয়ে মৃত্যু হল

শিলিগুড়ি ঃ রাত বারোটা নাগাদগ রানীডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়ের সামনে মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনায় মৃত বয়স ১৭ এর এক যুবক সত্যজিৎ বর্মন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায় গতকাল রাতে ওই এলাকায় একটি গানের অনুষ্ঠান চলছিল সেই সময় সত্যজিৎ বর্মন এবং বেশ কয়েকজন সেখানে দাঁড়িয়ে গানের অনুষ্ঠান দেখছিলেন হঠাৎ করে দুটো গতিতে দুই বাইক আরো হী সজরে এসে সত্যজিৎকে ধাক্কা মারে, উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ নিয়ে গেলে চিকিৎসক সত্যজিৎ বর্মনকে মৃত বলে জানান।

सुबह की सुनहरी शुरुआत
राष्ट्रीय खबर
हमारी नजर
अब नये तेवर में
राष्ट्रीय खबर अब बांगला में भी
जातीय खबर

indiYfashion
-Es todo sobre la moda india-
CAMBIA TU ESTILO DE VIDA
CON NUEVA TENDENCIA
ELIJA SU ESTILO
Nueva colección
RASIKA
Clothing Line
Made in India
IMPORTACIÓN DIRECTA DE INDIA
Envolver Las Faldas
Blusas, Top y Camisa
Vestidos, Completo, Corto y Superior
Falda y Pantalones
COMPRA AHORA
www.indiyfashion.com
NUEVAS COLECCIONES
• Ropa India y Accesorios
• Vestido, Vestido Superior
• Faldas, Partalon
• Cubieratade cousion, Zapatos, Lámpara
• Bolso/Cartera Y otros Accesorios
.......y muchos más
Akki Media y Ropa India spa
IMPORTADORA
IMPORTACION/VENTA DE ROPA INDIA Y ACCESORIES
SALVADOR SANFUENTES # 2647, MALL PLAZA LILA MALL, LOCAL No. 201
Fono :- 932930142, WhatsApp : +91 9958050095
https://www.facebook.com/INDIYFASHION/

JATIO KHOBOR
BANGLA DAINIK
বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
রাঁচি
রবিবার
web : www.rashtriyakhabar.com
epaper.rastriyakhabar.com
19:11:2023

নির্বাচনের আগেই যেসব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে আওয়ামী লীগকে

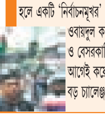

ঢাকা ঃ বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের জন্য দলীয় প্রস্তুতি শুরু করলেও নির্বাচনকে সামনে রেখে দলটিকে অনেকগুলো চ্যালেঞ্জের মুখেই পড়তে হবে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। যদিও দলের নেতাদের ভাষ্য হলো সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করেই নির্বাচনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে। তাদের আশা বিএনপিসহ বিরোধী দল না হলেও জাতীয় পার্টিসহ আরও অনেকগুলো দলের নির্বাচনী কার্যক্রম ২১ দিনের মধ্যে শুরু হলে একটি 'নির্বাচনমুখর' পরিবেশ তৈরি হয়ে যাবে। রোববার সন্ধ্যায় দলের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির প্রথম সভায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দাবি করেছেন যে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর সারাদেশের মানুষ 'গণজাগরণের ঢেউ' তুলেছে। রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও বেসরকারি নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থা জানিপপ এর চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ নাজমুল আহসান কলিমউল্লাহ বলছেন নির্বাচন সম্পন্ন করার আগেই কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হবে সরকারি দল আওয়ামী লীগকে। বিরোধী দলগুলোকে বাইরে রেখে নির্বাচন করাটাই বড় চ্যালেঞ্জ। এমনকি সেই নির্বাচন পর্যন্ত দেশকে নেয়ার মধ্যেও বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হবে আওয়ামী লীগকে।

গাজার সবচেয়ে সুন্দর এক এলাকার করুণ পরিণতি

নিউ ইয়র্ক (এজেন্সী) ঃ গাজার আলজাহরা এলাকার অভিজাত গাজান পাড়ার বাসিন্দারা গত ২০শে অক্টোবর শুক্রবার দুপুরের দিকে, ধুলাময়লা আর ধ্বংসস্তুপের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এই ধ্বংসপ্রাপ্ত জায়গাটি এক সময় ছিল তাদের আবাসস্থল।

শুক্রবার দিনটি তাদের জন্য বিশেষ হওয়ার কথা ছিল। কেননা ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে শুক্রবার হল প্রার্থনার দিন এবং এই দিন থেকেই সাপ্তাহিক ছুটি শুরু হয়।

আলজাহরায় এই ছুটির দিনের অর্থ ছিল ফালাফেল এবং হুমুস, সেইসাথে কফি এবং চা খাওয়ার দিন।

ভূমধ্যসাগরের তীর জুড়ে বড় বড় অ্যাপার্টমেন্ট বা ভিলায় থাকা এই পরিবারগুলো বিশেষ এই দিনে খাবারগুলো পরিবেশন করতো। এখানকার বাসিন্দারা জানতেন যে তারা গাজার অধিকাংশ বাসিন্দাদের চাইতে অনেক ভাগ্যবান।

কিন্তু এক রাতের মাথায়, ইসরায়েলি বোমা হামলা এখানকার ২৫টি অ্যাপার্টমেন্ট ভবনকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়, যেখানে অন্তত শতাধিক মানুষ বসবাস করতেন।

গত সাতই অক্টোবর হামাসের হামলার জবাবে গাজায় একটানা বোমা হামলা চালায় ইসরায়েল। কিন্তু ২০শে অক্টোবরের আগ পর্যন্ত আলজাহরায় কোন হামলা চালানো হয়নি।

ধসে পড়া এই অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্সে যারা বাস করতেন, তাদের মধ্যে কেউ ডাক্তার, আইনজীবী, শিক্ষাবিদ, ফ্যাশন ডিজাইনার আবার অনেকে উদ্যোক্তা ছিলেন।

ধ্বংসস্তুপের মধ্যেই তারা টিকে থাকা আর জীবনধারণের চেষ্টা করছেন। বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় খুব সামান্য কিছু সাথে নেয়ার সুযোগ পেয়েছেন এই মানুষগুলো।

পরে তারা গাজা ভূখণ্ডের নানা জায়গায় আশ্রয় নেন।

হানা হুসেন, আলজাহরায় বেড়ে উঠলেও গত দুই বছর ধরে তিনি তুরস্কে থাকছেন।

কয়েকশ মাইল দূর থেকে অনেক আতঙ্কের সাথে গাজা উপত্যকায় হামলার নানা খবরে চোখ রাখছিলেন তিনি।

ওইদিন তাড়াহুড়ো করে, তিনি তার পরিবারকে ফোন করে খোঁজ নিয়েছিলেন যে তারা নিরাপদে আছেন কিনা।

তিনি তাদের বলেছিলেন যে তিনি তাদের ভালবাসেন। তারপর টেলিফোন লাইনটি কেটে যায়।

১৯শে অক্টোবর ইসরায়েলি বিমান হামলার পর আলজাহরার পরিস্থিতি।

ধ্বংস হওয়া অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকের বাসিন্দারা বোমা হামলা থেকে বাঁচতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

এক্ষেত্রে তাদের সাহায্য করেছিলেন স্থানীয় দন্ত চিকিৎসক মাহমুদ শাহীন। তিনি তার প্রতিবেশীদের দ্রুত ওই ভবন থেকে সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন।

হামলার দিন ভোর বেলায় এক ইসরায়েলি গোয়েন্দা এজেন্টের কাছ থেকে এই দন্ত চিকিৎসক ফোন কল পান।

সেখানে তাকে সতর্ক করে বলা হয় যে ওই অ্যাপার্টমেন্ট ব্লকগুলোয় কিছুক্ষণ পর বোমা ফেলা হবে।

মাহমুদ শাহীন এ বিষয়ে আরও নিশ্চিত হতে ইসরায়েল প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) কাছে জানতে চান যে, তারা আলজাহরার আবাসিক ব্লকগুলোয় হামলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে কিনা।

এ বিষয়ে আইডিএফ বিবিসিকে জানায় যে, তারা নির্দিষ্ট কোন কোন স্থানে অভিযান চালাবে সে সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে না।

হামাস, গাজা উপত্যকার বিভিন্ন স্থান থেকে ইসরায়েলের ওপর আক্রমণ করছে এবং তারা বেসামরিক অবকাঠামোয় অবস্থান করছে, বলে জানিয়েছে আইডিএফ।

তবে আলজাহরায় হামলায় কোন হামাস যোদ্ধা নিহত হয়েছেন কিনা এমন কারও নাম উল্লেখ করেনি আইডিএফ। ধারণা করা হয় ওই হামলায় কেউ মারা যায়নি।

ইসরায়েল বলেছে যে, তাদের কৌশল হল হামাসকে নির্মূল করা। হামাস বেসামরিক মানুষদের মাঝে থেকে, তাদের অভিযান পরিচালনা করছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

আইডিএফ এর দাবি, তারা বেসামরিক মানুষ হতাহতের ঘটনা কমিয়ে আনার জন্য নানা ধরনের পদক্ষেপ নিয়েছে।

যেমন আমরা মাহমুদকে ফোন করে জানিয়েছি যার কারণে সে তার এলাকা খালি করতে পেরেছিল।

যে এজেন্ট ওই দন্ত চিকিৎসককে ফোন করেছিলেন, তিনি এটাও বলেছিলেন যে আমরা এমন অনেক কিছুই দেখি যা আপনি দেখতে পান না। মাহমুদের প্রতিবেশীরা সেদিন হয়তো সেখান থেকে প্রাণ নিয়ে পালাতে পেরেছিলেন। কিন্তু এরপরে যা ঘটেছে, তা থেকে সবাই রক্ষা পায়নি।

বিবিসি দুই সপ্তাহ ওই এলাকা ঘুরে দেখেছে এবং সেখানকার বেশ কয়েকটি পরিবারের সাথে কথা বলেছে। সেখানে যেমন প্রতিষ্ঠিত বাসিন্দারা ছিলেন, সেইসাথে ছিলেন উচ্চাভিলাষী নবাগত তরুণ।

তারা বিবিসিকে জানায় যে, তারা কীভাবে তাদের বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় হাতের কাছে যা কিছু পেয়েছে তা নিয়ে কোনভাবে পালিয়েছে।

এরপর তারা চোখের সামনে নিজেদের বাড়ি বিস্ফোরিত হতে দেখেন। এরপর গাজার চারপাশে এক অনিশ্চিত ভাগ্যের পথে পা বাড়ান।

গাজা উপত্যকা জুড়ে অস্থায়ী শিবির এবং অস্থায়ী ঘরগুলোয় যারা আশ্রয় নিয়েছেন, তারা তাদের প্রিয় এলাকাটির জন্ম ও মৃত্যুর গল্পের কথা বলতে চেয়েছেন।

তাদের সাথে বিবিসির টেলিফোনে যতোটা যোগাযোগ হয়েছে সেটাও বার বার কেটে যাচ্ছিল, ভাঙ্গা ভাঙ্গা ফোন কলে কথা হয়েছে।

কখনও কখনও ওইপাশ থেকে তীব্র বোমার শব্দ পাওয়া যায়। সেইসাথে ছিল বিক্ষিপ্ত কিছু হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা।

তখন এই মানুষরা নিরাপদ আশ্রয় খোঁজার জন্য ছোটাছুটি করতেন। এজন্য তারা বেশিক্ষণ কথা বলতে পারতেন না।

কখনও কখনও টানা কয়েকদিন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে ছিল।

গাজা উপত্যকায় তীব্র ইসরায়েলি হামলার সময় সাম্প্রতিক যোগাযোগ বিচ্ছিন্নতার পরে, আলজাহরার এক বাসিন্দার কাছ থেকে অবশেষে একটি ক্ষুদে বার্তা আসে।

তিনি লিখেছিলেন,জানতে চাওয়ার জন্য ধন্যবাদ। আমরা এখনও বেঁচে আছি।

আমাদের কথোপকথন থেকে জানা যায় যে, আলজাহরা ছেড়ে যাওয়া সবাই বেঁচে নেই। নিহতদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় জিমের একজন তরুণ বডিবিল্ডার। সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট অনুসারে তার বন্ধুর সাথে শেষ কথা ছিল, সব শেষ হয়ে গিয়েছে।

হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে গাজায় দশ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন, যাদের এক তৃতীয়াংশ শিশু।

নাশওয়ার গল্প, নিহত ও বাস্তুচ্যুতদের কথা বলেন তিনি গাজা উপত্যকা অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ এবং দারিদ্র্যের হারও অনেক বেশি। এই উপত্যকায় প্রবেশ ও বের হওয়ার উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে।

কিন্তু আলজাহরা ছিল অন্যরকম। এখানে ছিল উঁচু সব দালান এবং বাইরে ঝকঝকে খোলা আঙিনা, যেখানে বাদাম ও ডুমুর গাছের বাগান ছিল। খেলার মাঠ আর পার্ক ছিল।

প্যালেস্টাইন অথরিটির (পিএ) প্রেসিডেন্ট প্রয়াত ইয়াসির আরাফাত ১৯৯০ এর দশকে আলজাহরা এলাকাটি প্রতিষ্ঠা করেন।

তিনি মূলত তার কর্মী ও সমর্থকদের জন্য এই জায়গাটি বরাদ্দ করেছিলেন।

স্থানীয়রা মতে, এই এলাকার সাথে পিএ এর শক্তিশালী সংযোগ ছিল। পিএ এর আধিপত্য মূলত অধিকৃত পশ্চিম তীর জুড়ে। যারা কিনা হামাসের তিক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী।

এই এলাকাটি ওয়াদি গাজা নদীর ঠিক উত্তরে অবস্থিত ‑ এর অবস্থান এমন এক জায়গায়, যে জায়গা দিয়ে গত ১৩ই অক্টোবর বেসামরিকদের দক্ষিণে সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল ইসরায়েল।

এরপর তারা গাজাকে লক্ষ্য করে একের পর এক বোমা হামলা চালাতে থাকে।

গত ৭ই অক্টোবর শত শত হামাস বন্দুকধারী ইসরায়েলে সীমান্ত এলাকা জুড়ে তাণ্ডব চালায়।

এতে ইসরায়েলি ভূখণ্ডে ১৪শ জনেরও বেশি নিহত হন, যাদের বেশিরভাগই শিশুসহ বেসামরিক নাগরিক।

পরে ইসরায়েলের দুই শতাধিক মানুষকে জিম্মি করে নিয়ে যায় হামাস।

হামাস মূলত দক্ষিণ ইসরায়েলের সীমান্ত ঘেঁষা একটি গ্রামে তরুণদের সঙ্গীত উৎসবে হামলা চালিয়েছিল। যা সেখানকার মানুষদের মর্মাহত করে।

বিবিসি যাদের সাথে কথা বলেছে তারা প্রত্যেকেই জোর দিয়ে বলেছে যে, তাদের জানামতে, এই এলাকাটি হামাস এবং এর কার্যক্রম থেকে অনেক দূরে ছিল।

গাজা উপত্যকা ২০০৭ সাল থেকে শাসন করে আসছে হামাস।

আল জাহরার এক বাসিন্দা বিবিসিকে বলেন এখানে কোন সেনা ছিল না, আমি মনে হয় না যে এখানে কোন হামাস সমর্থক ছিল। নাশওয়া রেজেক ১৮ বছর ধরে আলজাহরায় বসবাস করেছেন। তার কাছে ওই এলাকাটি ছিল, সব শহরের সেরা শহর। নাশওয়া ওই এলাকার নানা কমিটি এবং স্থানীয় যুব পরিষদের সাথে ব্যাপকভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন।

তিনি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে একটি কমিউনিটি ফেসবুক গ্রুপ পরিচালনা করছেন।

আপনি যদি তাকে নির্দিষ্ট কোন বাসিন্দা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, তবে তিনি সম্ভবত তাদেরকে চিনবেন এমনকি তাদের ফোন নম্বরও বলতে পারবেন।

ফেসবুক পেজটির ফলোয়ার সংখ্যা ছিল প্রায় ১০ হাজারের মতো। যুদ্ধ বাধার আগে তার ফেসবুক পেইজে সবশেষ পোস্টটি ছিল স্থানীয় একটি ক্যাফেতে এক বিলিয়ার্ড টুর্নামেন্ট নিয়ে। ওই টুর্নামেন্টে একজন স্নাতক ছাত্র জয়ী হওয়ায় তাকে অভিনন্দন বার্তা দেন তিনি। এখন ওই ফেসবুক গ্রুপে তারা তাদের আশেপাশে ধ্বংসযজ্ঞের আপডেট শেয়ার করে। সেখানে যারা বসবাস করতো তাদের নিহতের খবরও খবরও জানানো হয়।

এর আগে নাশওয়া কখনোই এতটা ব্যস্ত সময় পার করেননি। ওই গ্রুপের সাম্প্রতিক এক পোস্টে তিনি, একটি ইতালীয় রেস্তোরাঁয় ইসরায়েলি বোমার আঘাতে পুরো একটি পরিবার নিহতের ঘটনায় শোক প্রকাশ করেন।

যখন যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়, তখন নাশওয়া তার স্বামী এবং চার সন্তানের সাথে দক্ষিণের দিকে চলে যান।

ওই অঞ্চলে উত্তেজনা ঘনীভূত হলে পরিবারটি সবসময় তাই করে থাকে।

যাওয়ার সময় তিনি তার প্রতিবেশীর কাছে একটি চাবি তুলে দিয়ে বলেন বলেন, যেন তিনি তার অনুপস্থিতিতে তারা প্রিয় গাছগুলো দেখভাল করেন।

প্রথম বোমা হামলার দুই দিন পর, তার নিজের ভবন ‑ যেটা কিনা আলজাহরার সবচেয়ে উঁচু ভবন ছিল ‑ সেটি ভোরবেলা বোমা হামলায় ধ্বংস হয়ে যায়। কেউ আমাকে ফোন করে জানায়, 'আমি এইমাত্র তোমার টাওয়ারের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলাম এবং পুরোটাই মাটিতে মিশে গিয়েছে',

তিনি তার পঞ্চম তলার বাসার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন সেটা খুব বড় এবং প্রশস্ত ছিল।

তার পরিবার বাসাটি কেনার পর এক দশক ধরে এর সুন্দর্য বাড়াতে কাজ করেছে।

তারা সম্প্রতি নতুন এক ইউনিট এয়ার কন্ডিশনার, একটি টেলিভিশন এবং নতুন কিছু আসবাবপত্র কিনেছিলেন।

অনেক বলতে পারে আমরা শুধু অর্থ হারিয়েছি। কিন্তু আমার কাছে আমার বাসা ছিল আমার আত্মার মতো।

এখন দক্ষিণ গাজায়, তিনি ও তার পরিবার বিপদের মুখেই আছেন।

তিন দিন আগে তারা আমাদের পাশের বাড়িতে বোমা হামলা চালায়। সেই বোমা হামলার ধোঁয়া আমাদের দম বন্ধ করে দিয়েছিল।

অনেক বলতে পারে আমরা শুধু অর্থ হারিয়েছি। কিন্তু আমার কাছে আমার বাসা ছিল আমার আত্মার মতো।

নাশওয়ার সন্তানরা এখন প্রশ্ন করছে, তারা আলজাহরা থেকে পালিয়ে যাওয়ার সময় নতুন এয়ার কন্ডিশনার ইউনিট এবং টেলিভিশন কেন সাথে আনতে পারেনি?।

তারা জানতে চায়, কখন তারা বাড়িতে ফিরে তাদের খেলনা দিয়ে খেলতে পারবে।

নাশওয়ার জন্য, তার বাসার গাছপালার কথা মনে করে বলেন,আমি তাদের সবাইকে ভালবাসতাম।

বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আহমেদ হাম্মাদ, যিনি নাশওয়ার কাছে একটি ভবনে থাকতেন, তিনি ছিলেন ওই কমিউনিটির আরেক প্রতিষ্ঠিত সদস্য। তিনি তাদের মধ্যে একজন যিনি হামলার মধ্যেও সেখানে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

তিনি ছিলেন গাজার উত্তরাঞ্চলের এক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। ৫০ বছর বয়সী এই ব্যক্তি ছিলেন মিডিয়া এবং যোগাযোগ বিষয়ক অধ্যাপক।

আহমেদ বেশ আগ্রহের সাথে আমাদের কাছে তার গবেষণাপত্র পাঠাতেন।

তিনি তার আট থেকে ২৭ বছর বয়সী ছয় সন্তানকে নিয়ে বেশ গর্ব করতেন।

তার সন্তানদের মধ্যে একজন ডেন্টিস্ট, একজন আইটি কর্মকর্তা, একজন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি সাহিত্যের শিক্ষার্থী এবং বাকি তিনজন স্কুল ছাত্র ছিল।, তিনি জানান।

গত মাসে যখন আমরা ফোনে কথা বলছিলাম, আহমেদ এবং তার পরিবার তাদের আলজাহরার বাড়িতেই আশ্রয় নিয়েছে।

হামলার পর তাদের বাড়িতে কোন দরজা জানালা অক্ষত নেই। তারা আর কাজে যেতে পারে না, স্কুলে যেতে পারত না।

এখন তাদের সময় কাটে কাঠের টুকরোর যোগাড় করতে। যেন তারা সেগুলো পুড়িয়ে খাবার রান্না করে খেতে পারে।

তারা সেখানেই থেকে যান কারণ তারা সরে যেতে খুব ভয় পাচ্ছিলেন।

দক্ষিণের দিকে যাওয়ার সময় হামলার মুখে পড়তে পারেন এমন আতঙ্কের মধ্যে ছিলেন তিনি।

কিন্তু ২৭শে অক্টোবর রাতে, ইসরায়েল বিমান হামলা জোরদার করে এবং তাদের স্থল অভিযানের প্রসার ঘটায় ‑ এবং এতে আহমেদের সাথে আমাদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

কয়েকদিন পরে, আহমেদ আমাদের সাথে যোগাযোগ করে বলেন যে তারা খুব, খুব ভয়াবহ একটি রাত এবং তার চাইতে খারাপ সকাল কাটানোর পর ওই এলাকা ছেড়ে গিয়েছেন।

তিনি দক্ষিণে যাওয়ার পথে অবিরাম বোমা হামলা এড়িয়ে যাওয়ার কথা বর্ণনা দেন।

যতবারই বোমা পড়ে, আমরা মাটিতে লুটিয়ে পড়ি।

তিনি দক্ষিণে যাওয়ার পথে অবিরাম বোমা হামলা এড়িয়ে যাওয়ার কথা বর্ণনা দিতে গিয়ে এমনটা বলেন।

অন্যদিকে তুরস্কে বসবাসরত হানা গাজায় তার পরিবারের একটি আপডেটের অপেক্ষায় প্রতিনিয়ত তার ফোনের সাথে জুড়ে ছিলেন।

অপেক্ষায় থাকা এই নারী গাজার কথা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, সেটি পৃথিবীর সবচেয়ে সুন্দর, উষ্ণতম স্থান।

জিম্মিদের গাজার হাসপাতালে নেয়ার ভিডিও প্রকাশ ইসরায়েলের

গাজা ঃ ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর প্রকাশিত ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, একজন আহত জিম্মিকে গাজার আলশিফা হাসপাতালে নেয়া হয়েছে। ইসরায়েলের সামরিক বাহিনী একটি ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ করেছে যেখানে গত সাতই অক্টোবর হামাসের হামলার পর আটক জিম্মিদের গাজার সবচেয়ে বড় হাসপাতালে নেয়া হয়েছে বলে তারা দাবি করছে। সামরিক বাহিনীর একজন মুখপাত্র বলেন, এদের মধ্যে একজন সৈনিক ছিলেন যাকে সেখানে হত্যা করা হয়েছে। তিনি বলেন, ১৯ বছর বয়সী কর্পোরেল নোয়া মার্সিয়ানোকে হালকা আঘাত লাগার কারণে আলশিফা হাসপাতালে নেয়ার পর তাকে হত্যা করা হয়। ইসরায়েলের দাবি অনুযায়ী, যেখানে হামাসের কমান্ড সেন্টার রয়েছে তার কাছাকাছি স্থানে একটি সুড়ঙ্গ পাওয়া গেছে। যদিও কমান্ড সেন্টারের দাবি অস্বীকার করেছে হামাস। রোববার ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বাহিনীর এক সংবাদ সম্মেলনে দেখানো ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করতে পারেনি বিবিসি। সংবাদ সম্মেলনে আইডিএফ এর প্রধান মুখপাত্র রিয়ার অ্যাডমিরাল ড্যানিয়েল হাগারি সাংবাদিকদের বলেন, আজ সকালে আমরা নোয়ার পরিবারকে আমাদের পাওয়া তথ্য সম্পর্কে জানিয়েছি। তাকে জিম্মি করার পর শিফার কাছে একটি গোপন আস্তানায় নিয়ে যায়। ওই এলাকায় আইডিএফ এর বিমান হামলার সময়, নোয়াকে হামাসের সন্ত্রাসী জিম্মি করে রেখেছিল, সে মারা যায়। বিমান হামলায় নোয়াও আহত হয়, কিন্তু সেটা প্রাণঘাতী ক্ষত ছিল না। নেয়াকে শিফা হাসপাতালে নেয়া হয়, সেখানে হামাসের আরেকজন সন্ত্রাসী তাকে হত্যা করে। হামাস এর আগে দাবি করেছিল, মিজ মার্সিয়ানো ইসরায়েলি একটি বিমান হামলায় নিহত হয়েছে। আইডিএফ এর তথ্য অনুযায়ী, ওই বিমান হামলা গত ৯ই নভেম্বর করা হয়েছিল। এরপর রিয়ার অ্যাডমিরাল হাগারি সিসিটিভি ফুটেজ চালিয়ে দেখান যেটি গত সাতই অক্টোবর সকালের বলে জানানো হয়। এদিনই হামাস দক্ষিণ ইসরায়েলে অতর্কিত হামলা চালিয়েছিল যাতে ১২০০ ইসরায়েলি নিহত হয় এবং ২৪০ জনকে জিম্মি করা হয়। ভিডিওতে দেখা যায়, দুই জন জিম্মিকে গাজার সবচেয়ে বড় এবং আধুনিক হাসপাতালে আনা হয়। সিসিটিভি ভিডিওতে অস্ত্রধারী ব্যক্তিদেরও দেখা যাচ্ছিল যেখানে তারিখ হিসেবে ৭ই অক্টোবর লেখা ছিল। এদের মধ্যে একজন জিম্মি বাধা দেয়ার চেষ্টা করছিলো এবং আরেক জনকে স্ট্রেচারে শুয়ে থাকতে দেখা যাচ্ছিল।

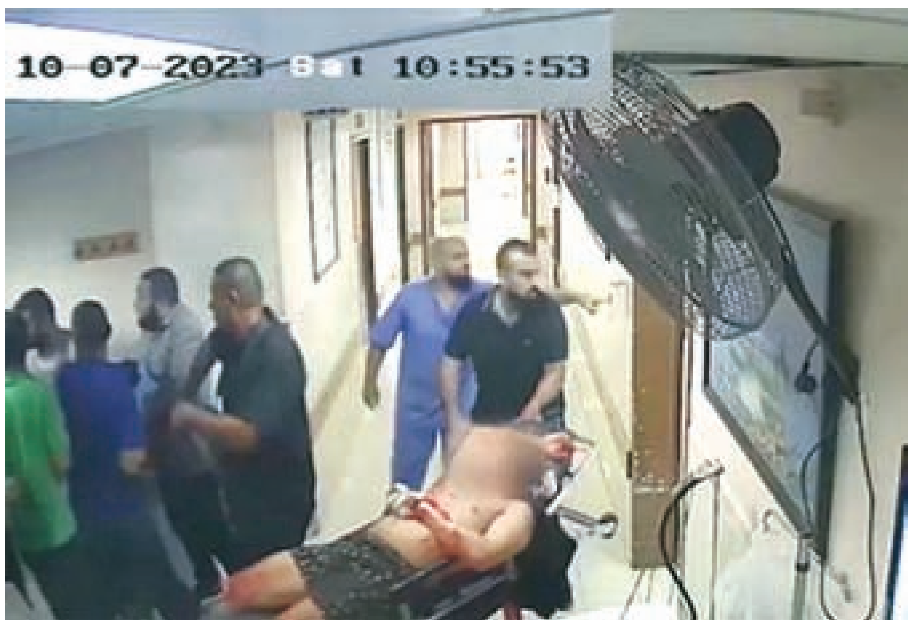

গাজার উত্তরাঞ্চলে বিশাল হাসপাতাল কমপ্লেক্সের নিচে হামাসের একটি বিস্তৃত কমান্ড সেন্টার রয়েছে বলে ইসরায়েল যে দাবি করেছিলে, তার স্বপক্ষে প্রমাণ স্বরূপ তেমন কিছু হাজির করতে না পারার কারণে চাপের মধ্যে রয়েছে আইডিএফ।

ইসরায়েলের প্রকাশিত ভিডিওর বিষয়ে হামাস পরিচালিত গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, তারা এর সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত করতে পারছে না।

গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, গাজায় স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার করুণ পরিণতি এবং ধসে পড়ার জন্য ইসরায়েল সম্পূর্ণভাবে দায়ী।

এর আগে আইডিএফ একটি ভিডিও প্রকাশ করে যেখানে মাটির ১০ মিটার গভীরে একটি সুড়ঙ্গ দেখা যাচ্ছিলো এবং এটি ৫৫ মিটার পর্যন্ত গিয়ে একটি বন্ধ ও শক্তিশালী দরজায় ঠেকেছিল। ইসরায়েল তখন বলেছিল, হামাস যে হাসপাতাল কমপ্লেক্সের ভেতরে অসংখ্য ভবনকে নিজেদের সন্ত্রাসী অবকাঠামো এবং কর্মকাণ্ডকে আড়াল করার জন্য ব্যবহার করে তার পক্ষে এই ভিডিও এখন স্পষ্ট প্রমাণের অংশে পরিণত হয়েছে। আলশিফা হাসপাতালের নিচে হামাসের বিস্তৃত ঘাঁটি কেমন হতে পারে তার ধারণা দিতে এর আগে আইডিএফ যে একটি কম্পিউটার উপস্থাপনা দেখিয়েছিল, এবং তার পক্ষে প্রমাণ হাজির করতে ইসরায়েল যে অঙ্গীকার করেছিল, তার অংশ হিসেবে সর্বশেষ প্রকাশিত ভিডিওকে এখনো প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি।

যুক্তরাষ্ট্র এর আগে বলেছিলো যে, তাদের কাছে গোয়েন্দা তথ্য রয়েছে যে, হামাস আলশিফাসহ গাজা উপত্যকার হাসপাতালগুলোকে কমান্ড সেন্টার ও অস্ত্র গুদাম হিসেবে ব্যবহার করছে। হাসপাতাল কমপ্লেক্সে যে বড় একটি সদরদপ্তর রয়েছে সেই দাবির পক্ষে প্রমাণ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা তথ্যের উল্লেখ করেছে ইসরায়েল। কিন্তু আমেরিকার ভাষার ব্যবহার দেখে অবশ্য মনে হচ্ছিলো যে, একটি ছোট পরিচালনা কেন্দ্র চলছিল।

ইসরায়েল মনে করে তারা একটি বিশ্বাসযোগ্য ঘটনা নির্মাণ করছে এবং প্রমাণ যখন যেভাবে পাওয়া যাবে, তখন সেগুলো হাজির করা হবে। ইসরায়েলের মিত্র দেশগুলো হামাসকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে আইডিএফ এর প্রতিশোধমূলক সামরিক অভিযানকে সমর্থন করলেও, এর কারণে যে পরিমাণ বেসামরিক নাগরিক নিহত হয়েছে তার জন্য অস্বস্তিও প্রকাশ করেছে।

হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, গাজায় এ পর্যন্ত ১২হাজার ৩০০ মানুষ নিহত হয়েছে। আর ধ্বংসস্তূপের নিচে প্রায় দুই হাজার মানুষ চাপা পড়েছে বলে আশঙ্কা রয়েছে।

জিম্মিদের পরিবারের পক্ষ থেকে চাপের মুখে রয়েছে ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সরকার। তারা চায়, হামাসের হাতে আটকদের মুক্তির জন্য মি. নেতানিয়াহু আরো বেশি পদক্ষেপ নিন।

শনিবার বিক্ষোভকারীরা তেল আবিব থেকে জেরুজালেম পর্যন্ত পায়ে হেঁটে বিক্ষোভ করে। পরে তারা মি. নেতানিয়াহুর বাড়ির সামনে বিক্ষোভ করে। সেসময় তারা ইসরায়েলি সরকারকে জিম্মিদের মুক্তির বিষয়টিকেই অগ্রাধিকার দেয়ার আহ্বান জানায়।

তবে প্রধানমন্ত্রী তার নিজের মিশনেই অটল রয়েছে বলে মনে হয়।

তিনি বলেন, এই যুদ্ধে তার প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে হামাসকে ধ্বংস করা। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য জিম্মিদের ফিরিয়ে আনা এবং তৃতীয় উদ্দেশ্য গাজা থেকে হুমকির মূল উৎপাটন করা।

বাংলা দৈনিক
জাতীয় খবর
IN ASSOCIATION WITH
Adfromhomes.com
Publish your Rashtriya Khabar classified ads from your laptop!
Only in 3 simple steps.
Select Edition
Make Your Ad
Pay
and its Published !!!
Adfromhomes.com
book classified ads in all indian newspaper